NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

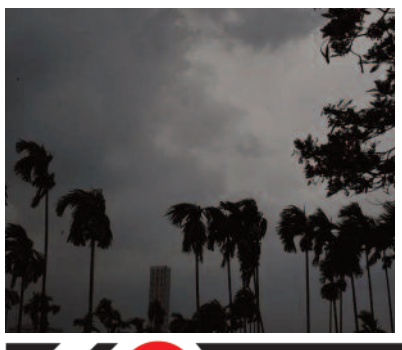

৪ রিমঝিম ঝিম বৃষ্টি নিয়ে লিখেছেন সিদ্ধার্থ সিংহ

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্টে শতরান অশ্বিনের ৭

কলকাতা ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ৩ আশ্বিন ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ১০২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 20.9.2024, Vol.18, Issue No. 102 8 Pages, Price 3.00

## কর্মবিরতি প্রত্যাহার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ৪২ দিন পর অবশেষে কর্মবিরতি তুলে নিলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। বৃহস্পতিবার জেনারেল বডির বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আন্দোলনকারীদের তরফে। শুক্রবার স্বাস্থ্যভবন থেকে সিজিও কমপ্লেক্স পর্যন্ত মিছিল করবেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। শনিবার থেকে জরুরি বিভাগে কাজে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত আন্দোলনকারীদের। গত ৯ অগস্ট আরজি করে মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের ঘটনার পর থেকে কর্মবিরতি পালন করছিলেন তাঁরা। গত ন'দিন ধরে সল্টলেকে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে তাঁদের ধর্না চলছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁদের বৈঠক হয়েছে। বুধবার বৈঠক হয়েছে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গেও। আপাতত তাঁরা কর্মবিরতি তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন, জানিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা।

### সন্দীপ আর ডাক্তার নন

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** নামের আগে আর ডাক্তার লিখতে পারবেন না জেলবন্দি সন্দীপ ঘোষ। প্রেসক্রিপশনও লিখতে পারবেন না। আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করল পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিল। বৃহস্পতিবার এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে তারা। আরজি কর হাসপাতালে দুর্নীতি এবং খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে এখন সিবিআই হেপাজতে রয়েছেন সন্দীপ। বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল জানিয়েছে, গত ৬ সেপ্টেম্বর সন্দীপকে কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠানো হয়েছিল। সেই নোটিসের উপযুক্ত জবাব দেননি সন্দীপ। সে কারণে, নথিভুক্ত চিকিৎসকদের রেজিস্টার থেকে তাঁর নাম অপসারণ করা হল।

### মুক্ত কলতান

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বাম যুবনেতা কলতান দাশগুপ্তকে মুক্তি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ৫০০ টাকার বন্ডে তাঁর জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। আদালত জানিয়েছে, আদালতের অনুমতি ছাড়া এই সংক্রান্ত মামলায় কলতানকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। আদালতের অনুমতি ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তও করতে পারবে না পুলিশ। এই মামলায় চার সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। ১৮ নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

### নিলামে স্মারক

**নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর:** প্রতি বছরের মতো এ বারও নিজের পাওয়া স্মারকগুলি নিলামে তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, নিলাম থেকে প্রাপ্ত অর্থ যাবে নমামি গঙ্গে প্রকল্পের তহবিলে। বৃহস্পতিবার নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'প্রতি বছরই বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সভায় পাওয়া স্মারকগুলি নিলামে তুলি। সেই অর্থ নমামি গঙ্গে প্রকল্পে দান করা হয়। আপনাদের জানাই, এ বছরের নিলাম শুরু হয়ে গিয়েছে। যে স্মারকটি আপনার পছন্দ, সেটি বেছে নিন।'

### প্রসাদী লাড্ডুতে পশুর চর্বি

**বেঙ্গালুরু, ১৯ সেপ্টেম্বর:** তিরুপতি মন্দিরের প্রসাদী লাড্ডু নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন খোদ অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। তাঁর অভিযোগ, ওয়াইএসআর কংগ্রেসের শাসনকালে লাড্ডুতে পশুর চর্বি ব্যবহার করা হত, তিনি ক্ষমতায় আসার পর পরিবর্তন করে খাঁটি ঘি দিয়ে তৈরি হচ্ছে শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরের প্রসাদী লাড্ডু। চন্দ্রবাবুর অভিযোগকে 'বিদ্বেষপূর্ণ' এবং 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলছে ওয়াইএসআর কংগ্রেস।

### উদ্ধার জওয়ান

**নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর:** বরফের স্তূপে চাপা পড়ে গিয়েছিলেন। তুষারপাতের সময় গুহার মধ্যে কোনওরকমে আশ্রয় নিলেও তেমন লাভ হয়নি। বরফে গুহার মুখ ঢেকে গিয়েছিল। তিন দিন সেখানেই আটকে ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক জওয়ান। অবশেষে তাঁকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আরও এক জন আটকে ছিলেন বরফে। দু'জনকেই জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা গিয়েছে। তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

# 'মানুষকে এ ভাবে ডোবালে ডিভিসির সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না'

## পাঁশকুড়ায় বানভাসি এলাকা পরিদর্শনে ক্ষোভ মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ায় বানভাসি এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে আবারও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তিনি পাঁশকুড়ার প্লাবিত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন। ডিভিসি যে ভাবে জল ছাড়ছে সেই প্রসঙ্গে উষ্মা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মানুষকে এ ভাবে ডোবালে ডিভিসির সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখা হবে না।' শুধু তা-ই নয়, এই বিষয় নিয়ে বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্লাবিত রাস্তায় নামেন তিনি। সেখানকার স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। তার পরই জেলা এবং পুলিশ প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর গলায় আবার শোনা যায় 'ম্যান মেড বন্যা'র কথা। তিনি বলেন, 'ঝাড়খণ্ড থেকে জল ছাড়া হয়েছে। কেন কেন্দ্রীয় সরকার, ডিভিসি ড্রেজিং করে না? ডিভিসির জলে কেন বাংলা ডুববে, আমরা জানতে চাই। কৈফিয়ত চাই।'

বাংলায় জল ছেড়ে দিয়ে ঝাড়খণ্ডকে নিরাপদ রাখা হয় বলেও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'কাল রাতে আরও জল ছেড়েছে শুনেছি।' বার বার অন্য রাজ্যের ছাড়া জলে কেন বাংলা প্লাবিত হবে বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মমতা। এর পরই তিনি হুঁশিয়ারি দেন, আগামী দিনে ডিভিসির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখবে কি না রাজ্য সরকার, সেটাও ভেবে দেখা হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের যে সব জেলা প্লাবিত হয়েছে, তা বৃষ্টির জলের কারণে নয়। ডিভিসির ছাড়া জলেই প্লাবিত হয়েছে। আর এই ঘটনা পুরোপুরি পরিকল্পিত বলেই মনে করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আজ যে জায়গায় জল ঢুকেছে সেগুলি সকালেও শুকনো ছিল। এত বার বলার পরেও জল ছাড়া বন্ধ করছে না ডিভিসি।' তাঁর অভিযোগ, পাঁশকুড়ার পাশাপাশি হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর, আমতা প্রভৃতি এলাকার বহু জায়গা আজ নতুন করে প্লাবিত হয়েছে। বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তিনি পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক ও পুলিশকে নির্দেশ দিয়ে জানান, 'যত দ্রুত সম্ভব দুর্গত এলাকার মানুষদের উদ্ধার করে ত্রাণশিবিরে নিয়ে আসুন। যত দিন পর্যন্ত না তাঁরা বাড়ি ফিরতে পারবেন তত দিন রাজ্য সরকার তাঁদের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করবে।'

ত্রাণকাজে কোনও রকম গাফিলতি সহ্য করবেন না বলেও স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন তিনি। ত্রাণ নিয়ে নিজের কড়া অবস্থানও স্পষ্ট করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কোনও জায়গায় যেন ত্রাণ নিয়ে একটাও অভিযোগ না আসে। আমি সরাসরি জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে দায়িত্ব দেব।' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'যথেষ্ট ত্রাণ পাঠানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়া হয়েছে। তাই কোনও অভিযোগ যেন নবান্ন পর্যন্ত না যায় তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। এমন অভিযোগ উঠলে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের থেকে তার উত্তর জানতে চাওয়া হবে।' সেই সঙ্গে উদ্ধারকাজের জন্য প্রয়োজনীয় নৌকো ও অন্যান্য সামগ্রীরও দ্রুত ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে উদাসীনতার প্রশ্ন তুলে এরই পরই মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, বিষয়টি নিয়ে বড় আন্দোলনে যেতে হবে। দু'দিন ধরে রাজ্যের বানভাসি এলাকা পরিদর্শন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার তিনি হাওড়া এবং হুগলির বানভাসি এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন। ওই দিনও মুখ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে শোনা গিয়েছে। 'ম্যান মেড বন্যা'র প্রসঙ্গও উঠে এসেছে তাঁর মন্তব্যে। বৃহস্পতিবারও সেই একই অভিযোগ শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠে।

### 'শুভবুদ্ধির উদয় হোক'

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বন্যা পরিস্থিতি। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের কথা শুনেই এলাকা পরিদর্শনে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরের প্লাবিত এলাকায় দাঁড়িয়ে জুনিয়র চিকিৎসকদের টানা কর্মবিরতি নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করলেন তিনি। চিকিৎসকদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক, বললেন মমতা।এদিন তিনি বলেন, 'জল নামলেই সাপের উপদ্রব, ডায়েরিয়ার আশঙ্কা বাড়বে। মেডিক্যাল ক্যাম্প খোলা দরকার। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। চিকিৎসকদের বলব, শুভবুদ্ধির উদয় হোক। প্রাণ বাঁচানোই এখন সবচেয়ে বড় কাজ। এটা রাজনীতি করার সময় নয়।'

### আরও জল ছাড়ল ডিভিসি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** নিম্নচাপের জেরে কয়েক দিনের টানা বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে। কিন্তু বিরাম নেই ডিভিসির জল ছাড়ার। বৃহস্পতিবারও দামোদর উপত্যকার বিভিন্ন বাঁধ ও জলাধার থেকে জল ছাড়া শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার ডিভিসির বিবৃতি জানাচ্ছে, মাইথন এবং পাঞ্চেত থেকে মোট ৮০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে। ডিভিসি নতুন করে জল ছাড়ার ফলে দক্ষিণবঙ্গের হাওড়া ও হুগলি জেলার বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ডিভিসির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আবহাওয়ার পরিস্থিতির কারণে জলস্তর ক্রমাগত বাড়তে থাকায় মাইথন এবং পাঞ্চেত বাঁধের উপর চাপ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে তাই মাইথন থেকে ১০ হাজার এবং পাঞ্চেত থেকে ৭০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে।

### জল ঢুকল মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতেও

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পূর্ণিমায় ভরা কোটাল। উপচে পড়েছে আদি গঙ্গা। আর তার সংলগ্ন এলাকা হওয়ায় কালীঘাটে ঢুকেছে সেই জল। এমনকী জলমগ্ন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িও। এমনই দৃশ্য দেখা গেল বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ। মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাড়ির গেট থেকে সদর দরজা পর্যন্ত উঠোন, বাগান জলে প্লাবিত। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন পাঁশকুড়া ও উদয়নারায়ণপুর। সেখানেই তিনি খবর পান, বাড়িতে জল ঢুকেছে। সাবধান করে দেন বাড়ির সদস্যদের। কোটালের জল নামতে সময় লাগবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

## রাজ্যের সব হাসপাতালের নিরাপত্তায় অগ্রাধিকার

# স্বাস্থ্যসচিবকে ১০ দফা নির্দেশিকা-সহ চিঠি দিলেন মুখ্যসচিব

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে রাজ্য সরকার। এ ব্যাপারে কোনওরকম আপস করা হবে না বলে আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের আগেই বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার রাজ্যের প্রতিটি সরকারি হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজের নিরাপত্তা, সুরক্ষায় কী কী করতে হবে তার ১০ দফা তালিকা তৈরি করে স্বাস্থ্যসচিবকে পাঠালেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। বৃহস্পতিবার আরজি কর হাসপাতালের সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি কেমন তা খতিয়ে দেখেন নতুন নগরপাল মনোজ বর্মা। তারপরে বিকেলে রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজের নিরাপত্তা নিয়ে মুখ্যসচিবের এই নির্দেশিকা তাৎপর্য মনে মনে করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে নবান্নের তরফে এই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে স্বাস্থ্য ভবনে। সেখানে প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজ ও সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স, চিকিৎসা কর্মীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তায় স্বাস্থ্য দপ্তরকে দশটি পয়েন্ট উল্লেখ করে তা দ্রুত রূপায়ণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

### নবান্নের তরফে স্বাস্থ্য দপ্তরকে পাঠানো নির্দেশিকায় বলা হয়েছে

১. প্রতিটি সরকারি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজে পর্যাপ্ত সংখ্যক সিসিটিভি, পানীয় জলের ব্যবস্থা, শৌচালয়, বিশ্রাম কক্ষ, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা যত দ্রুত সম্ভব করতে হবে। চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোও দ্রুত গড়ে তুলতে হবে।

২. সরকারি হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজগুলির নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যে রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত ডিজি সুরজিৎ কর পুরকায়স্থকে বিশেষ দায়িত্ব দিচ্ছে রাজ্য।

৩. হাসপাতাল সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর সমস্ত কমিটি এবং অভ্যন্তরীণ কমিটি গুলিকে পুরোপুরি সক্রিয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৪. স্বরাষ্ট্র বিভাগের সঙ্গে কথা বলে সমস্ত সরকারি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা পুলিশ কর্মী, নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করতে হবে। পুলিশের টহলদারি দল যাতে বিশেষ করে রাতে হাসপাতালে মোতায়েন করা হয় তাও নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

৫. নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব তা করতে হবে।

৬. প্রতিটি হাসপাতালে বিশেষ প্যানিক অ্যালার্ম সিস্টেম চালু করার কথাও বলা হয়েছে। যাতে কেউ কোনও বিপদে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য পেতে পারেন।

৭. কোথায় কতগুলি বেড রয়েছে, কতগুলি প্রয়োজন তার বিস্তারিত তালিকা তৈরি করে দ্রুত রূপায়ণ করতে হবে।

৮. হাসপাতাল থেকে রোগী রেফার করার কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা যত শীঘ্র সম্ভব চালু করতে হবে।

৯. চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মীদের শূন্য পদের তালিকা তৈরি করে দ্রুত তা পূরণ করতে হবে।

১০. রোগী এবং রোগীর পরিজন-সহ হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে একটি কার্যকরী ব্যবস্থা গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব।

# দেশের 'সেরা পর্যটন গ্রাম' হল মুর্শিদাবাদের বড়নগর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দেশের 'সেরা পর্যটন গ্রাম' এর স্বীকৃতি পেল মুর্শিদাবাদের বড়নগর গ্রাম। ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের তরফে রাজ্য সরকারকে একথা জানানো হয়েছে। এরপরই খুশির এই খবর সোশ্যাল মাধ্যমে সকলের সঙ্গে শেয়ার করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে এক্স মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'আমি এটা জানাতে পেরে আনন্দিত যে মুর্শিদাবাদ জেলার বড়নগর গ্রামকে ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রক কৃষি-পর্যটন বিভাগে 'সেরা পর্যটন গ্রাম' হিসেবে নির্বাচিত করেছে।' ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবসে বড়নগর গ্রামকে এই পুরস্কার দেবে কেন্দ্র। পরিবেশ, শিক্ষা-পর্যটন-সহ বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে প্রতি বছরই দেশের একটি গ্রামকে সেরা পর্যটন গ্রামের স্বীকৃতি দেয় কেন্দ্র। গত বছরও এই স্বীকৃতি এসেছিল বাংলার ঝুলিতে। ২০২৩ সালে ভারতের সেরা পর্যটন গ্রাম হিসেবে মুর্শিদাবাদের কিরীটেশ্বরীকে স্বীকৃতি দিয়েছিল কেন্দ্র। এবার সেই স্বীকৃতি পেল বড়নগর গ্রাম। এই বড়নগর গ্রামটি 'ভারতের বারাণসী' হিসাবে পরিচিত। টেরাকোটা মন্দির কমপ্লেক্সের অধীনস্থ এই গ্রামে রয়েছে একাধিক মন্দির।

**আপ্লুত মমতা**

রয়েছে ভবানীশ্বর, রাজরাজেশ্বরী, গঙ্গেশ্বর শিব, পঞ্চমুখী শিব, সিদ্ধেশ্বরী এবং আদ্যা মন্দির। শিব, কালী ও বিষ্ণু-সহ বিভিন্ন হিন্দু দেবতার মূর্তি রয়েছে এই গ্রামে। মন্দিরের গায়ে রয়েছে হিন্দু পুরাণের নানা ঘটনার বর্ণনা দেওয়া ছবি। ইতিহাস বলছে, এই মন্দিরগুলি রানি ভবানী অষ্টাদশ শতকে তৈরি করিয়েছিলেন। এছাড়া বড়নগর গ্রামের সঙ্গে তাঁত শিল্পেরও যোগ রয়েছে। এখানকার তাঁতশিল্পীরা বালুচরী, জামদানি, টাঙ্গাইলের মতো ঐতিহ্যশালী শাড়ি তৈরি করেন।

# গুদামের ছাদ ভেঙে মৃত চার শ্রমিক

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলায় গুদামের ছাদ ভেঙে বিপত্তি। ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে চার শ্রমিকের। ধ্বংসস্তূপ সরাতে ঘটনাস্থলে যায় দমকল ও ডিজাস্ট ম্যানেজমেন্টের দল। জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে ওই গুদামে ঘুমিয়েছিলেন ৯ জন শ্রমিক। সকালে আচমকায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে গোডাউনের ছাদের অংশ। সেই মুহূর্তে পাঁচ জন শ্রমিক ছুটে বেরিয়ে আসতে পারলেও আটকে পড়েন বাকি চারজন। পরে ধ্বংসস্তূপ থেকে তাদের অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসক তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত চার শ্রমিকের নাম মুকেশ রাম, ভোলা যাদব, পিন্টু রাম এবং রাজু মাহাতো। স্থানীয় সূত্রের খবর,ভোরে ওই ছাঁট কাপড়ের গুদাম থেকে জোরে কোনও কিছু পড়ার শব্দ পান স্থানীয়েরা। ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁরা দেখেন গুদামের ছাদের একাংশ ভেঙে পড়েছে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পৌঁছন হাওড়া সিটি পুলিশের পদস্থ কর্তারা। দমকল এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ শুরু করেন। কী কারণে এই ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আপাতত গোডাউটি সিল করে দেওয়া হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে ।

# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

## নাম-পদবী

গত ১০/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৬৩৬ নং এফিডেভিট বলে Quazi Tofazzal Hossain S/o. Quazi Abul Hossain Mohiuddin Ahmed ও Quazi Tufazzal Hossain S/o. Quazi A. Hossain সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ১৬/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫১৯৩ নং এফিডেভিট বলে Arun Kumar Kundu S/o. Ramshankar Kundu ও Arun Kundu S/o. R. S. Kundu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ১৯/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৯ নং এফিডেভিট বলে Soma Sarkar Barman D/o. Arabinda Barman ও Soma Barman D/o. A. Barman W/o. Sujit Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ১৮/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩০৯৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Abm Moklasur Rahaman ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Mohammed Shafiur Rahaman ও Shafiur Rahaman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

## নাম-পদবী

গত ১২/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৫ নং এফিডেভিট বলে Ajoy Bandhyopadhyay S/o. Shyamapada Bandhyopadhyay ও Ajoy Banerjee S/o. S. P. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ০৪/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Amode Bhaskar (old name) S/o. Gour Pada Bhaskar, R/o. Baikunthapur, Amtala, Tribeni, Mogra, Hooghly-712503, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Amode Lal Bhaskar (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Amode Bhaskar & Amode Lal Bhaskar S/o. Gour Pada Bhaskar উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Anupam Bhaskar.

## DECLARATION

I, Suvam Roy S/O Biswaranjan Roy, address: 119 New Cord Road, Athpur, 24 pgs (N), P.S. Jagatdal, P.O. Athpur, West Bengal, 743128, declared that S Roy and Biswaranjan Roy are identical and same person Vide affidavit dated 21/08/2024 sworn before 1st class Judicial Magistrate at Barrackpore.

## E-TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, Karimpur- I Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIET No. E-07/KGP-I/2024-25.** Last date of submission **27.09.2024 up to 5p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan, Karimpur- I Gram Panchayat.**




# আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ২০ শে সেপ্টেম্বর, ৩ রা আশ্বিন, শুক্রবার , দ্বিতীয়া তিথি। জন্মে মীন রাশি অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা বিংশোত্তোরী বুধ র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।**

**মেষ রাশি :** আজ যে কাজটা হওয়ার ছিল সেটা না হওয়ার জন্যে মনোকষ্টে থাকবেন। যে প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করছেন তার মুখে মিষ্ট অন্তরে বিস্ নেই তো। জলভ্রমণে নাই বা গেলেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য দিনটি কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কাটবে। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা সুখবর নেই তবে লৌহ বা মেশিনারি ব্যবসা যারা করেন তাদের সুখবর আসবে ধৈর্য ধরতে হবে। বাড়ি, জমি, গৃহ নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরী হবে। ইলেকট্রিকাল দ্রব্য থেকে দূরে থাকুন। যায় শ্রী মহাকাল বলে বাড়ি থেকে বেরোন শুভ হবে।

**বৃষ রাশি :** পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তিকে নিয়ে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে সময় যাবে। এত পরিশ্রম করার পরেও আজ কাজটা আটকে যাবে। নতুন জিনিস কিনবো ভাবছেন আজ না কেনাই শ্রেয়। কথা না রাখার জন্য কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ঋণের টাকা পরিষদ করার জন্য কাজ পাওনাদার কোনো চাপ দিতে পারে। প্রেমিক যুগল একে অপরকে বিশ্বাস করুন তবে অর্থনৈতিক ভাবে নিঃস্ব হয়ে নয়। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন এগিয়ে চলুন।

**মিথুন রাশি :** আজ তর্ক থেকে সতর্ক থাকুন। বড় কাজে যাওয়ার আগে বা বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্যে আজকের দিনটা ঠিক নোই.যদি সম্ভব হয় দু এক দিন পরে সময় করে নিন। সরকারি কোনো আধিকারিকের সঙ্গে বাক বিতন্ডা হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। বিক্রয় প্রতিনিধিরা আজ বোরো দায়িত্ব পেলেও না নিলে শুভ। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হটাৎ বিবাদ বিসংবাদ দেখা দেবে। কালো রঙের পোশাক আজ নাই বা পড়লেন পুরাতন বান্ধবের সাথে দেখা হলে শুধু শুনে যান, মতামত প্রকাশ না করা শুভ।

**কর্কট রাশি :** আজ এমন লোকের থেকে সম্মান পাবেন যা আপনি আশা করেননি। জল এবং তরল পদার্থ ব্যাবসায়ীদেড় নতুন কোনো চুক্তি ভালো ভাবে সম্পন্ন হবে। বান্ধবদের মধ্যে আজ সবাই আপনাকে সমীহ করে চলবে। পরিবারে দাম্পত্য সুখ প্রাপ্তি হবে। কোনো তৃতীয় ব্যক্তির কারণে মনে বসন্তের ছোয়া লাগতে পারে, হয়তো মন বলে উঠবে ফুল ফুটুক, না ফুটুক আজ বসন্ত। রাজনৈতিক সমর্থক নেতা কর্মী দের জন্যে আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। যায় শ্রী মহাকাল বলুন এগিয়ে চলুন।

**সিংহ রাশি :** এক আনন্দ সংবাদ আসবে। পুরাতন যান বাহন এবং পুরাতন বান্ধব দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজ শুভ দিন। জমি বাড়ি এজেন্ট এর কাজ করেন যারা আজ অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। কালো রঙের বস্ত্র বিশেষত ছাতা বা রেইনকোট বিক্রেতাদের জন্য আজ বোরো কোনো চুক্তি সম্পাদন হবে। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বিবাহিত জীবনে আনন্দ প্রাপ্তি। ভাগ্য আজ আয়নার সাথে দেবে। জয় শ্রী গনেশ বলুন আগেই চলুন।

**কন্যা রাশি :** মন চাইবে কোনো বিশেষ বিষয় মতামত দিতে বা সমালোচনা করতে। আজ মনকে দমন করুন নইলে বাবদ বিতর্ক দ্বারা মনোনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে ছোট ঝড় উঠবে। তবে আমফান বা আয়লা নয়। ছাত্র ছাত্রীদের আজ চেষ্টার দ্বারা সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। বুদ্ধির দাড়াও সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। দূর ভ্রমণ, জল ভ্রমণ ক্ষতির আশঙ্কা। যানবাহন এবং চতুস্পদ জন্তু থেকে সতর্ক থাকুন। ধৈর্য ধরুন। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন আগেই চলুন।

**তুলা রাশি :** অন্যকে আঘাত দিলে সম্পর্ক টিকবে কিভাবে। মায়েদের মাতৃ অঙ্গে ব্যাধি বা নিম্ন তলপেটে ব্যাথা অনুভূত হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ভালো। সম্পত্তি, বাড়ি জমি নিয়ে ছোট কোনো বিবাদ বোরো আকার নিতে পারে। কালো রঙের পোশাক ব্যবহার করবেওনা না। আজ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে ক্যানসেল করলে শুভ। দূর্গা নাম জপ করুন বাড়ি থেকে বেরোন।

**বৃশ্চিক রাশি :** আজ শান্তির দিন। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তির দিন। নতুন কিছু কেনাকাটা করে আনন্দ লাভ করতে পারেন। ঔষধ বা কেমিকাল ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছোট ভ্রমণে আনন্দ বৃদ্ধি। হটাৎ করে কোনো স্বজন বান্ধবের দ্বারা নিমন্ত্রণ পাবেন। যে কাজটা বাধা পড়েছিল আজ তা জট খুলবে। মতামত জানান যুক্তি দিয়া নইলে অযুক্তিক ভাবে বাক্য বলতে ঘটনাটা হালকা হয়ে যাবে। গৃহ বধূকে নতুন কিছু কিনে দিন। সন্তান হয়তো আপনাকে কিছু উপহার দিতে পারে। মন্ত্র শ্রী কৃষ্ণ।

**ধনু রাশি :** ধৈর্য্য সহ আজ লক্ষ ঠিক রাখলে যে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন তাতে কৃতকার্য হবেন। সম্পত্তি কেনার কারণে বা নতুন যানবাহন নেওয়ার জন্য সিধান্ত নিতে পারেন। আজ অর্থ প্রাপ্তি হবে। অন্যের মতামতকেও গুরুত্ব দিলে আজ শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কৃষ্ণ বর্ণের প্রতিবেশী দ্বারা কোনো সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। আজ রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের জন্য সুখবর। মন্ত্র শ্রী মহাকাল।

**মকর রাশি :** বান্ধবে র সহযোগে, যে সমস্যায় ছিলেন সেখান থেকে আজ বেরিয়ে আস্তে পারবেন। বিবাহিত স্ত্রী বা বান্ধবী বা পরিবারে কোনো মানুষের দ্বারা আজ সমস্যার জোট খুলবে। যেখানে যাবেন মনে করেছেন সময়ের দশ মিনিট আগে পৌঁছন লাভ প্রাপ্তি হবে। লোহা বা স্টিল ব্যাবসায়ীদের নতুন কোনো চুক্তি আজ হয়ে পরবে। হাঁটুর ব্যাথায় কষ্ট পেলেও আজ শরীর ভালো ভালো থাকবে। জেক বিশ্বাস করে মনের কথা বলছেন সেই ব্যক্তি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। জয় মা ভবতারিণী।মন্ত্র কালী মাতা।

**কুম্ভ রাশি :** অবশেষে গ্রহ পরিস্থিতি শুভ। আজ বান্ধবের সঙ্গে দেখা করুন। কিছু না কিছু শুভ সংবাদ পাবেন। যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রতিবেশী আপনার কথা শুনে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। যারা ফ্লাট এ থকেন পূর্ব মুখী বা উত্তর মুখী ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের থেকে বন্ধুত্ব পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ব্যাবসায়ীদের জন্য দিনটা অতীব শুভ। অথিতিদের আপ্যায়ণ করে আজ সুনাম বৃদ্ধি করতে পারবেন। মন্ত্র আদ্যা স্তোত্র।

**মীন রাশি :** আজ শুভ দিন। মনের কাজটা আজ হয়ে উঠবে। মনে মনে যাকে চান তিনি হৃদয়ের হাতটা বাড়িয়ে দেবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। যারা চাকরির আবেদন করছেন তাদের শুভ হবে। কিছু কেনাকাটা করলে আজ করুন দিনটা শুভ। অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ জাতক বা জাতিকাদের সরকারে তরফ থেকে কোনো শুভ অর্থকরী সংবাদ আসতে পারে। নার্ভের রোগ যাদের আছে আজ চিকিৎসকের দ্বারা শুভ হবে। জয় তারা।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

## নাম পরিবর্তন

আমি রহিমা খাতুন ০৬.০৮.২০২৪ ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দুর্গাপুর কোর্টের এফিডেভিট বলে রহিমা খাতুন, স্বামী আবদুল হাসান শেখ এবং রহিমা খাতুন শেখ, স্বামী আবদুল হাসান শেখ এক ও অভিন্ন মহিলা রূপে পরিচিত হলাম।

## নাম-পদবী

আমি মহিলা সেখ স্বামী-সিদ্দিক সেখ গ্রাম দেবগ্রাম পশ্চিমপাড়া, থানা-কালীগঞ্জ, জেলা-নদীয়া, ১৩/০৮/২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে No. 9744 মহিলা সেখ ও মহিলা বিবি উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

## CHANGE OF NAME

I, Sri Amit Kumar Saraogi, S/o Pawan Kumar Saraogi allias Pawan Kumar Sarawagi, residing at Ashoka, Flat-1A, 14, Ashoka Road, P.O.+ P.S. Alipore, Kolkata-700027, West Bengal, that my actual name Amit Kumar Saraogi is appeared in my Aadhaar and PAN Card. I am also known as Amit Saraogi. I declared through an Affidavit of First Class Magistrate at Alipore being no. 14615 on dt. 18.09.2024 that Amit Kumar Saraogi, S/o Pawan Kumar Saraogi allias Pawan Kumar Sarawagi and Amit Saraogi, S/o Pawan Kumar Saraogi allias Pawan Kumar Sarawagi is the same and one identical person in the eyes of law.

### বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল সাগুফা সাজিদ, স্বামী- মহম্মদ সাজিদ, সাং- মহঃ আলি রোড, জান মসজিদ, মল্লিকপুর, থানা- বারুইপুর, জেলা দঃ ২৪ পরগণা, গত ইংরাজী ২৯/২/২৪ তারিখে ১৮২৬ নং দলিলে মল্লিকপুর মৌজায় জে.এল, নং ১০, এল.আর. ২৭২/১, ৫৮৭৯, ৫৯৮২ নং খতিয়ানে ৩৬৪ নং দাগে ৩ কাঠা জমি আসলাম হুসেন ও রুহি বেগম- এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার মোঃ ইসমাইল, পিতা- মৃত মহম্মদ সাফি, সাং- গনিমা, মল্লিকপুর, থানা- বারুইপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, এর নিকট হইতে খরিদ করেন, যাহার আমমোক্তার দলিল- ১২৪০ নং, তাং- ১৫/২/২৪। এক্ষণে আমার মক্কেল উক্ত জমি B.L. & L.R.O. তে রেকর্ড ভুক্ত করিবার জন্য আবেদন করিয়াছে। যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞাপনের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে বারুইপুর B.L. & L.R.O. তে যোগাযোগ করুন।

**আব্দুর রাকিব (এ্যাডভোকেট),**
**Alipore Police & Judge's Court**
মোঃ ৯৮৩০৩৯৮৬৯৪

### বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল বিদুৎ বিশ্বাস বিগত ইং ২০১৭ সালে হাঁসখালী রেজিষ্ট্রী অফিস হইতে ৪ নং বহির ১৮ নং আমমোক্তার দলিল মূলে বিনয় কুমার বিশ্বাস, মাখন লাল বিশ্বাস, সনৎ বিশ্বাস-এর নিকট হইতে ৬৯ নং বগুলা মৌজার এল.আর ৪৪৪ নং খতিয়ানের ১৭৬৪ নং দাগে ১১ শতক, ১৭৬৭ নং দাগে ০৬ শতক জমি ক্রয় করে মিউটেশনের জন্য আবেদন করেছে। কেস নং MN/2024/1303/16791 যদি কারওর আপত্তি থাকে ৩০ দিনের মধ্যে হাঁসখালী বি. এল অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

**Kousik Das, Advocate, Krishnagar Judge Court**

### বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে আমমোক্তার গ্রহীতা - আলিম সেখ, পিতা-শের আলী, সাং মহদীপুর, পোঃ- তেলকর দফরপুর, থানা-নবগ্রাম, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৮৭ গত ইং ২০১৭ সালে বহরমপুর ডি. এস.আর অফিসে IV-1/2027 নং রেজিষ্ট্রিকৃত উন্নয়নমূলক আমমোক্তারনামা দলিলে লিখিতং-মেরাজুল সেখ, পিতা-সপ্পর সেখ, সাং-আদমপুর, পোঃ-তেলকর দফরপুর, থানা-নবগ্রাম, জেলা-মুর্শিদাবাদ তাহাদের নিকট হইতে আমমোক্তারনামা সম্পাদন করিয়া লইয়াছেন। আমমোক্তার ক্ষমতা বলে সম্পত্তি বিক্রয় করা হইতেছে। যদি কাহারো উক্ত দলিলের প্রতি কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে জানাইবেন।

তফশীল - জেলা-মুর্শিদাবাদ, থানা-নবগ্রাম, মৌজা- ১১৬ নং দফরপুর, এডি.এস.আর অফিস নবগ্রাম, এল.আর খতিয়ান নং ৮০৮, দাগ নং- ১৬২১ (আর.এস ও এল. আর), রকম-আমন, পরিমান-৩১.৬৭ শতক।

### ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, কৃষ্ণনগর-২ ব্লকভুক্ত ১৪ নং তাতলা মৌজায় অবস্থিত R.S. ও L.R. ৬৫১ নং দাগের ৬৬ শতক আউশ জমি **দিপালী চ্যাটার্জ্জী,** স্বামী- অসিত কুমার চ্যাটার্জ্জী, **রূপালী মুখার্জ্জী,** স্বামী- মেজর এস.কে. মুখার্জ্জী পক্ষে আমমোক্তার ও স্বয়ং **মিনুরাণী ভট্টাচার্য্য,** স্বামী- মার্কেন্দ্রেয় ভট্টাচার্য্য গত ইংরাজী ০৩/০৩/১৯৮১ তারিখে D.S.R. কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৭৯৪ নং সাফ বিক্রয় কোবালামূলে **আয়নাল সেখ,** পিতা-তেঁতুল সেখকে হস্তান্তর করেন। উক্ত **আয়নাল সেখ** উক্ত সম্পত্তি গত ইংরাজী ০৮.০৭.১৯৯৮ তারিখে A.D.SR. কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৯৯৮ সালের ৪২৬৩ নং সাফ বিক্রয় কোবালামূলে **শ্রী প্রভাস ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ, রঘুনাথ ঘোষ, সুভাষ ঘোষ,** সর্ব পিতা-শ্রী নসীরাম ঘোষ এবং **কল্পনা ঘোষ,** স্বামী- শম্ভু ঘোষকে হস্তান্তর করেন। উক্ত ক্রেতাগণ নামপত্তনের জন্য MN/2024/1310/6982, MN/2024/1310/6973, MN/2024/1310/6974, MN/2024 1310/6969 নং মিউটেশন কেস দাখিল করিয়াছেন। যদি কাহারো কোন দাবী-দাওয়া বা আপত্তি থাকে, তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর-২ BL & L.R.O. অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

**অর্কপ্রভ দত্ত (এ্যাডভোকেট)**
কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

### ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**(আমমোক্তার নামা)**

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **আব্দুল মালেক** পিতা আব্দুল ওহাব সাকিম তারাগুন, পোঃ হোয়েড়া, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৭ মহাশয়কে নিম্নোক্ত দুইটি আমমোক্তারনামা পত্র বলে আমমোক্তার নিযুক্ত করা হয়। যথাঃ 1) **ক)সাহিদা খাতুন খ)সেখ ইসরাইল** উভয়ের পিতা মরহুম সহিদুল ইসলাম, উভয়ের সাকিম পানপা, পোঃ মাগুরা থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৯, বিগত ইংরাজি 07/09/2016 তারিখে ডি.এস.আর.-I চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-0372/2016 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, যাহার **তপশীল - জেলা হুগলী, থানা মগরা, জে.এল নং 4, তারাগুন মৌজায় এবং জে.এল নং 2, মধুপুর মৌজার অন্তর্গত ওয়ারিশান সুত্রে প্রাপ্ত সকল সম্পত্তি।** অতঃপর 2) **ক)আসাদুল সেখ** পিতা মৃত নুরুল ইসলাম, **খ)কামারুল ইসলাম** পিতা আসাদুল সেখ, **গ)আয়েশা বিবি** স্বামী উমার আলি মন্ডল, **ঘ)জেসমিন খাতুন** পিতা আসাদুল সেখ সকলের সাকিম সুত্রগড় (মালঞ্চপাড়া), পোঃ ও থানা শান্তিপুর, জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১৪০৪, পঃবঃ বিগত ইংরাজি 01/12/2016 তারিখে এ.ডি.এস.আর. শান্তিপুর, নদীয়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-0191/2016 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যাহার **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা মগরা, জে.এল নং 4, তারাগুন মৌজায় এবং জে.এল নং 5, ফতেপুর মৌজার অন্তর্গত ওয়ারিশান সুত্রে প্রাপ্ত সকল সম্পত্তি। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত দুইটি আমমোক্তারনামা পত্র ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল **আব্দুল মালেক** বিগত ইংরাজি 23/04/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে তিনটি বিক্রয় কোবালাপত্র সম্পাদন করেন। যথাঃ- ক) I-4284/2024 নং দলিল মূলে **মহম্মদ আজহারউদ্দিন** পিতা মহম্মদ নিজামউদ্দিন সাকিম তারাগুন, পোঃ হোয়েড়া, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৭ মহাশয় কে- জে.এল নং 4, তারাগুন মৌজায়, হাল এল.আর ৯৩১, ৯৩২ ও ৯৩৩ খতিয়ানে, সাবেক ও হাল ৮৫ দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১৯ শতকের মধ্যে ০.১৬৬৭ অংশে ০৩ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলের আমমোক্তার মূলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। খ) I-4286/2024 নং দলিল মূলে **আবদুল সইফ আবদুল মালেক** সেখ পিতা আবদুল মালেক সাকিম তারাগুন, পোঃ হোয়েড়া, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৭ মহাশয় কে- জে.এল নং 4, তারাগুন মৌজায়, হাল এল.আর ৯৩২ ও ৯৩৩ খতিয়ানে, ১)সাবেক ও হাল ১১ নং দাগে পুকুর ষোল আনায় ৭৭ শতকের মধ্যে ০.০৭৫০ অংশে কমবেশী ০৬ শতক, ২) সাবেক ও হাল ৩৬ নং দাগে ডাঙ্গা জমি ষোল আনায় ৫৮ শতকের মধ্যে ০.০৭৫০ অংশে কমবেশী ০৪ শতক, ৩) সাবেক ও হাল ৩৭ নং দাগে পুকুর ষোল আনায় ৩৫ শতকের মধ্যে ০.০৭৫০ অংশে কমবেশী ০৩ শতক, ৪) সাবেক ও হাল ৩৮ নং দাগে পুকুর পাড় ষোল আনায় ২০ শতকের মধ্যে ০.১০০০ অংশে কমবেশী ০২ শতক, একুনে ৪ টি দাগে মোট ১৫ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলের আমমোক্তার মূলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। গ) I-4287/2024 নং দলিল মূলে **আবদুল সইফ আবদুল মালেক** সেখ পিতা আবদুল মালেক সাকিম তারাগুন, পোঃ হোয়েড়া, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৭ মহাশয় কে- জে.এল নং 4, তারাগুন মৌজায়, হাল এল.আর ৯৩১, ৯৩২ ও ৯৩৩ খতিয়ানে, ১)সাবেক ও হাল ৪৫৩ নং দাগে পুকুর ষোল আনায় ১৩০ শতকের মধ্যে ০.০১২৫ অংশে কমবেশী ১.৬৫ শতক, ২) সাবেক ও হাল ৪১৩ নং দাগে পুকুর ষোল আনায় ৩৭৭ শতকের মধ্যে ০.০০৯৪ অংশে কমবেশী ০৩ শতক, ৩) সাবেক ও হাল ৭৯১ নং দাগে পুকুর ষোল আনায় ১৬০ শতকের মধ্যে ০.০১২৫ অংশে কমবেশী ০২ শতক, ৪) সাবেক ও হাল ১৮৩/১৫২০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২২ শতকের মধ্যে ০.০৪১৭ অংশে কমবেশী ০.৯২ শতক, ৫)সাবেক ও হাল ১৮৩/১৫২১ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ০৯ শতকের মধ্যে ০.০৪১৭ অংশে কমবেশী ০.৩৮ শতক, ৬)সাবেক ও হাল ১০ নং দাগে ডাঙ্গা জমি ষোল আনায় ১৭ শতকের মধ্যে ০.১৫০০ অংশে কমবেশী ২.৫৫ শতক, একুনে ৬ টি দাগে মোট ১০.৫ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলের আমমোক্তার মূলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)মহম্মদ আজহারউদ্দিন** পিতা মহম্মদ নিজামউদ্দিন এবং **২)আবদুল সইফ আবদুল মালেক** সেখ পিতা আবদুল মালেক উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও, মগরা-চুঁচড়া, অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

**সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

### আমমোক্তারনামা

আমি শ্রী সুভাষ চন্দ্র সাউ, পিতা-শ্রী রমেশ চন্দ্র সাউ, সাং-৮০ নং রুদ্র সিং রোড, পোষ্ট- কাঁচরাপাড়া, থানা-বীজপুর, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩১৪৫ নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি ০৫.১১.২০১২ তারিখে নৈহাটী এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৪ নম্বর বহির ৮৭১৯ নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। উক্ত আমমোক্তারনাম দলিল বিষয়ে যদি কাহারো কোন আপত্তি বা অভিযোগ থাকে তাহা হইলে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন।

তপশীল সম্পত্তির পরিচয় :- জেলা-নদীয়া, থানা-কল্যাণী, মৌজা-৭৩ নং, গোকুলপুর। খতিয়ান নং - আর.এস ১৩৮, এল.আর ১২৮, দাগ নং - আর.এস ও এল.আর ৩০৬, জমির পরিমান- ০৩ কাঠা ১৫ ছটাক ১০ বর্গফুট।

**Prasun Mukhopadhyay Advocate, Kalyani Court**

### আমমোক্তারনামা

আমি শ্রী সনৎ সাহা, পিতা-স্বর্গীয় অনিল সাহা, সাং - মাজদিয়া, পোষ্ট-মদনপুর, থানা-চাকদহ, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১২৪৫ নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি ১৪.১২.২০২১ তারিখে কল্যাণী এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৪ নম্বর বহির ২৩৬ নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। উক্ত আমমোক্তারনাম দলিল বিষয়ে যদি কাহারো কোন আপত্তি বা অভিযোগ থাকে তাহা হইলে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন। তপশীল সম্পত্তির পরিচয় :- জেলা-নদীয়া, থানা-চাকদহ, মৌজা-৪২ নং, আলাইপুর। খতিয়ান নং - এল. আর ৪৪৩৮, দাগ নং - আর.এস ও এল.আর ১৭১৪, জমির পরিমান-৭.০১ শতক।

**Prasun Mukhopadhyay Advocate, Kalyani Court**

### আমমোক্তারনামা

আমি শ্রী সুব্রত দাস, পিতা-স্বর্গীয় সুধীর দাস , সাং- কাঁটাগঞ্জ, পোষ্ট-কাঁটাগঞ্জ, থানা-কল্যাণী, জেলা-নদীয়া, নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি ০২.০৫.২০২২ তারিখে কল্যাণী এ.ডি. এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৪ নম্বর বহির ১২২ নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। উক্ত আমমোক্তারনাম দলিল বিষয়ে যদি কাহারো কোন আপত্তি বা অভিযোগ থাকে তাহা হইলে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন।

তপশীল সম্পত্তির পরিচয় :- জেলা-নদীয়া, থানা-কল্যাণী, মৌজা-৮৬ নং কানপুর। খতিয়ান নং - আর.এস ৩৮, এল.আর ৮১, দাগ নং - আর.এস ১০২, এল.আর ১৫৪, জমির পরিমান-৩৯ শতক।

**Prasun Mukhopadhyay Advocate, Kalyani Court**

### আমমোক্তারনামা

আমি শ্রী সুব্রত দাস, পিতা-স্বর্গীয় সুধীর দাস , সাং-৫ নং কাঁটাগঞ্জ, পোষ্ট ও থানা-কল্যাণী, জেলা-নদীয়া, নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি ২৩.০২.২০২১ তারিখে কল্যাণী এ.ডি. এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৪ নম্বর বহির ৪৫ নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। উক্ত আমমোক্তারনাম দলিল বিষয়ে যদি কাহারো কোন আপত্তি বা অভিযোগ থাকে তাহা হইলে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন।

তপশীল সম্পত্তির পরিচয় :- জেলা-নদীয়া, থানা-কল্যাণী, মৌজা-৫৬ নং, চর কাঁচরাপাড়া। খতিয়ান নং - আর.এস ১১৯, এল.আর ৩৯৪, দাগ নং - আর.এস ৩৮, এল.আর ১৪, জমির পরিমান-৭০ শতক।

**Prasun Mukhopadhyay Advocate, Kalyani Court**

### আমমোক্তারনামা

আমি মানিক মন্ডল, পিতা-ফকির মন্ডল, সাং সাঁতরাপাড়া, পোষ্ট-কাঁটাগঞ্জ,থানা-কল্যাণী, জেলা-নদীয়া, নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি ০৪. ০৬.২০১৮ তারিখে কল্যাণী এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৪ নম্বর বহির ১৬৪ নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। উক্ত আমমোক্তারনাম দলিল বিষয়ে যদি কাহারো কোন আপত্তি বা অভিযোগ থাকে তাহা হইলে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন।

তপশীল সম্পত্তির পরিচয় :- জেলা-নদীয়া, থানা-কল্যাণী, মৌজা-৭৩ নং, গোকুলপুর। খতিয়ান নং - আর.এস ২২৭, এল.আর ১৮৮৮, দাগ নং - আর.এস ও এল.আর ৪০৬, জমির পরিমান-৪০ শতক।

**Prasun Mukhopadhyay Advocate, Kalyani Court**

### আমমোক্তারনামা

লিখিতং - রেহেনা বিবি পীর ওরফে রেহেনারা খাতুন, স্বামী- মহাবুল পীর, সাং-গয়েশপুর, পোঃ- গয়েশপুর, থানা-কল্যাণী, জেলা-নদীয়া দীগরের নিকট হইতে বিগত ইংরাজী ০১/০৬/২০২৩ তারিখে কল্যানী সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের ৭৪ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে মো: মানিক মন্ডল মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ১৩৮.৪ শতক জমি। উক্ত ক্ষমতার বলে জয়নুল মন্ডল ৩০/০৬/২০২৩ তারিখে ৩০৫৫ নং দলিল বলে জেলা-নদীয়া, ৮৭ নং গয়েশপুর মৌজার এল.আর ১৪৬ নং খতিয়ানের অর্ন্তগত আর.এস ১১৭৪ ও এল.আর ১৪৮০ নং দাগে ১ আনা জমির মধ্যে ০৮ শতক জমি আমমোক্তার নিকট খরিদ করেন এবং রেকর্ডের জন্য আবেদন করেন।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে এক মাসের মধ্যে তাহার সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন।

**জয়নুল মন্ডল, সাং ও পোঃ-ঘোড়াগাছা, থানা-কল্যানী, জেলা-নদীয়া**

### আমমোক্তারনামা

আমি শ্রী মানব মজুমদার, পিতা-শ্রী মনীন্দ্র মোহন মজুমদার, সাং-১৬২, গোকুলপুর, পোষ্ট-কৌটাগঞ্জ, থানা-কল্যাণী, জেলা-নদীয়া, নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি ১৬.০৫.২০০৬ তারিখে কল্যাণী এ. ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৪ নম্বর বহির ৮০ নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। উক্ত আমমোক্তারনাম দলিল বিষয়ে যদি কাহারো কোন আপত্তি বা অভিযোগ থাকে তাহা হইলে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন।

তপশীল সম্পত্তির পরিচয় :- জেলা-নদীয়া, থানা-কল্যাণী, মৌজা-৭৩ নং, গোকুলপুর। খতিয়ান নং - আর.এস ১৩৮, এল.আর ১২৮, দাগ নং - আর. এস ও এল.আর ৩০৬, জমির পরিমান- ৬.৫০ শতক।

**Prasun Mukhopadhyay Advocate, Kalyani Court**

### বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী ভগীরথ নাড়ু মহাশয় বিগত ইং ২০২৩ সালে এ.ডি.এস.আর - সোনারপুর অফিসে সম্পাদিত ৬৮৫৮ নং কোবালা দলিল বলে জমি ক্রয় করেন এবং দলিল মধ্যে বিগত ইং ২০২১ সালে এ.ডি.এস.আর - সোনারপুর অফিসে সম্পাদিত ডেজায়ার এগ্রো রিসর্টস ডেভলপমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ডাইরেক্টর শ্রী অশোক কুমার বোস মহাশয়ের পক্ষে ৪১২৪ দলিলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রীমতি সান্তনা নাড়ুর মহাশয়ের নাম উল্লেখ আছে। মৌজা-রামচন্দ্রপুর, এল.আর ১৬২৬ নং দাগ ও এল.আর ১৬৭ নং খতিয়ানে মোট ৩ কাঠা জমি ক্রয় করে মিউটেশনের জন্য কেস করেছেন। কেস নং- MN/2024/1615/32396 যদি কারোর আপত্তি থাকে আগামী ৭ দিনের মধ্যে সোনারপুর বি.এল. অ্যাণ্ড এল.আর. ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

Sd/-
Pampa Roy, B.A.L.L.B
Advocate
Judges'Court Alipore, Kolkata-700027
Regd. No. - F/1280/2017

### বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতি সুমিতা সরকার মহাশয়া বিগত ইং ২০২২ সালে এ.ডি.এস.আর - গড়িয়া অফিসে সম্পাদিত ৩৩৯৬ নং কোবালা দলিল বলে জমি ক্রয় করেন এবং দলিল মধ্যে বিগত ইং ২০১৯ সালে এ.ডি.এস.আর - গড়িয়া অফিসে সম্পাদিত শ্রীমতি ঝর্ণা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ার পক্ষে ৩১০ নং আমমোক্তার দলিলে নিযুক্ত আমমোক্তার জাফর আলি মোল্লা মহাশয়ের নাম উল্লেখ আছে। মৌজা-জয়কৃষ্ণপুর চিয়াড়ী, এল.আর ১৬৭ নং দাগ ও এল.আর ৩৪২৬ নং খতিয়ানে মোট ১ কাঠা ৮ ছটাক জমি ক্রয় করে মিউটেশনের জন্য কেস করেছেন। কেস নং- MN/2024/1615/32407 যদি কারোর আপত্তি থাকে আগামী ০১/১০/২০২৪ তারিখের মধ্যে সোনারপুর বি.এল. অ্যাণ্ড এল.আর. ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

Sd/-
Pampa Roy, B.A.L.L.B
Advocate
Judges'Court Alipore, Kolkata-700027
Regd. No. - F/1280/2017

### জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর ১ম সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিশন আদালত, মেদিনীপুর

**T.S. No. 596/2021**

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া থানার হলদিয়া টাউনশীপ পোষ্ট অফিসের অন্তর্গত **Quartre no. 5/27-H C.P.T.** নিবাসী (১) বকেন্দ্র নাথ মুর্ম্মু, পিতা- চাঁমটু মুর্ম্মু (২) শ্রীমতী সোমা মুর্ম্মু, স্বামী- বকেন্দ্র নাথ মুর্ম্মু, (৩) গুরভা সরেন, পিতা- রঁঘুনাথ সরেন, (৪) শ্রীমতী সরস্বতী সরেন, স্বামী- গুরভা সরেন কে জানানো যায় যে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানার রঘুনাথপুর মৌজার ৫৭৩ ও ৩৭০ নং খতিয়ান ভুক্ত ১৩৮ দাগে বাস্ত্ত ৬.০১ ডেঃ সম্পত্তি সম্বন্ধে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানার রঘুনাথপুর মৌজা নিবাসী শ্রীমতি কাবেরী ঘাঁটা শাসমল, স্বামী তুষার কান্তি শাসমল, আপনাদের বিরুদ্ধে স্বত্বপ্রচার ও নিষেধাজ্ঞার ডিক্রি প্রার্থনার উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে আপনাদের কোন আপত্তি দাখিলে আগামী ইং ১৭/১/২০২৫ তারিখে সকাল ১০.৩০ টায় উক্ত আদালতে নিযুক্ত উকিল বাবুর দ্বারা পেশ করিবেন। অন্যথায় আইনানুযায়ী কার্য্য করা হইবে।

তাং- ১৮/০৯/২০২৪ আদেশানুসারে,
শ্রী রবীন্দ্র নাথ গুচ্ছাইত সেরেস্তাদার,
১ম সিভিল জজ
জুনিয়র ডিভিশন আদালত, মেদিনীপুর

### বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী মৈনাক পাল, পিতা- শ্রী বিনয় পাল এর নির্দেশানুসারে সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, তিনি গত ইংরাজী ১২/০৩/২০২২ তারিখে এঃ আরঃ এঃ - ২ কোলকাতা অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ১৯০২০২৫০২ নং দলিলমূলে 'রোফার্স হোটেলস্ লিমিটেড' পক্ষে ম্যানেজিং ডিরেক্টর- শ্রী হীরক নাথ সউন্ত, পিতা- স্বর্গীয় ক্ষুদিরাম সউন্ত এর পক্ষে বিগত ইংরাজী ০২/১২/২০২১ তারিখে কল্যাণী এ. ডি. এস. আর. অফিসের ৪ নং বহির ১৩০৩০০২৪২ নং নিযুক্তীয় আমমোক্তার স্ত্রী বিনয় পাল, পিতা- স্বর্গীয় চন্দ্র কান্ত পাল- এর নিকট হইতে দক্ষিণ মেন্দাবাড়ি মৌজায়, জেঃ এলঃ নং ১০, এলঃ আরঃ ৪৪৪ নং খতিয়ানভুক্ত, আরঃ এসঃ ৭৪৭ নং তথা এলঃ আর; ২৫২৮ নং দাগে ০১ একর ৬৬ শতক ডাঙ্গা জমি, আরঃ এসঃ ৭৫৫ নং তথা এলঃ আরঃ ২৫৩০ নং দাগে ০২ শতক ডাঙ্গা জমি, আরঃ এসঃ ৭৫৪ নং তথা এলঃ আরঃ ২৫৩১ নং দাগে ১৭ শতক ডাঙ্গা জমি, আরঃ এসঃ ৭৫৩ নং তথা এলঃ আরঃ ২৫৩২ নং দাগে ০১ একর ৬০ শতক ডাঙ্গা জমি, আরঃ এসঃ ৭৫২ নং তথা এলঃ আরঃ ২৫৩৩ নং দাগে ১০ শতক ডাঙ্গা জমি, আরঃ এসঃ ৭৫৬ নং তথা এলঃ আর ২৫৩৭ নং দাগে ৪১ শতক ডাঙ্গা জমি, অর্থাৎ মোট ৬টি দাগে ০৩ একর ৯৬ শতক জমি আমার মক্কেল খরিদ করিয়া উহাতে ভোগদখলে কায়েম থাকাবস্থায় উক্ত সম্পত্তি নিজের নামে মিউটেশান (রেকর্ড) করিবার জন্য বি. এল. অ্যান্ড এল, আর. ও. শ্যামনগর, ব্যারাকপুর-১ অফিসে আবেদন করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারও কোন ওজর আপত্তি, বাধা বিঘ্ন থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বি.এল. এ্যান্ড এল. আর, অফিস শ্যামনগরে যোগাযোগ করিবেন অথবা আমার সহিত যোগাযোগ করিয়া আপত্তি জানাইবেন। নচেৎ উহা নাকচ হইবে।

ইতি
শ্রী মৃন্ময় মজুমদার
B.A. LL.B অ্যাডভোকেট,
ব্যারাকপুর কোর্ট
মোবাইল ঃ ৮০১৩৬১৪৫১৮

## বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী গৌতম কিশোরী মাইতি, পিতা-কিশোরী মাইতি, জাতি-হিন্দু, পেশা-ব্যবসা, হাল সাং-চক্ গোবিন্দ, পোঃ-ডিহি রতনপুর, থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪০৯, এতদ্বারা স্বীকার, প্রকাশ ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, গত ইংরাজী ০৪/০৭/২০২৩ তারিখে লিখিত ও সম্পাদিত হুগলী জেলার সিঙ্গুর থানার অধীন সিঙ্গুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে ৩৩০৫নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা পত্র দলিল মূলে সিঙ্গুর থানার অধীন সিঙ্গুর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জে.এল. ৫০নং গাজীপুর মৌজায় এল.আর ১৯৮৪নং খতিয়ানে আর.এস. ৪৮৯নং দাগ যাহা এল.আর. ৪১৪নং দাগে ১৫ শতক সম্পত্তি হুগলী জেলার সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত সাং ও পোঃ-নসিবপুর, পিন-৭১২২২৩, নিবাসী স্বর্গীয় কার্ত্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের পুত্র সাগর দেব চক্রবর্তী ও হুগলী জেলার সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত সাং- গোমুতিয়া, পোঃ-নান্দা, পিন-৭১২১২৪ নিবাসী স্বর্গীয় শৈলেন্দ্রনাথ সাঁতরা মহাশয়ের পুত্র পিন্টু সাঁতরা মহাশয়দ্বয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন ।

**দেবম চ্যাটার্জ্জী**
**এ্যাডভোকেট**
**Chandannagor Court & Judges' Court Chinsurah Hooghly,**
**Reg- F/1619/1124/2016**
**M-9433122623**

### ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**দরখাস্তকারী :- ১) মায়া কিস্কু,** স্বামী মৃত যীশু কিস্কু **(২) বিশ্বজিৎ কিস্কু ৩) তাপসী মুর্ম্মু, (৪) মানসী হাঁসদা,** ২,৩,৪ নং এর পিতা মৃত যীশু কিস্কু, (৫)সাইরাম কিস্কু (৬) **নেপালী মুর্ম্মু** (৭) **শেফালী মুর্ম্মু,** (৮) **রুপালী সরেন** (৯) **দিপালী হেমব্রম,** ৫নং হইতে ৯ নং এর পিতা মৃত কালো কিস্কু ওরফে কালা সাঁওতাল, সকলের সাং সোনাটিকরী, পো:-হরালদাসপুর, থানা-পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী ।

উপরোক্ত দরখাস্তকারীগণ সর্ব সাধারন কে অবগত করাইতেছেন যে, নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি দরখাস্তকারীগণের পূর্বাধিকারী কালো কিস্কু ওরফে কালা সাঁওতাল মহাশয়ের থাকা অবস্থায় উক্ত **কালো কিস্কু ওরফে কালা সাঁওতাল** পরলোক গমন করিলে উপরোক্ত দরখাস্তকারীগণ **কালো কিস্কু ওরফে কালা সাঁওতাল** এর ওয়ারিসান সূত্রে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া ভোগ দখলে কায়েম রহিয়াছেন। এক্ষনে উপরোক্ত দরখাস্তকারীগণের নগদ অর্থের প্রয়োজনে নিম্ন তপশীলবর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার কথা ঘোষনা করিলে কোন আদিবাসী সম্প্রদায় ক্রেতা পাওয়া যায়নি। বর্তমানে **শ্যামল কর্মকার,** পিতা-তারক কর্মকার, সাং-হরাল পোঃ- হরাল দাসপুর, থানা- পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী মহাশয় বর্তমান বাজার মূল্য- ৬,০০,০০০ ছয় লক্ষ টাকায় খরিদ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আমরা দরখাস্তকারীগণ তাহাতে সম্মত হই। নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয়ের ব্যাপারে যদি কোন ব্যক্তির কোনরূপ আপত্তি থাকে বা কোন আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বা কেউ খরিদ করিতে ইচ্ছুক হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্ন লিখিত মোবাইল নম্বরে বা দরখাস্তকারীগনের সহিত যোগাযোগ করিবেন ।

// তপশীল //

জেলা-হুগলী, থানা-পান্ডুয়া, মৌজা- সোনাটিকরী, জে. এল. নং -৭২, হাল দাগ নং- ১১৮/১১৯৮, শ্রেণী-শুনা পরিমান : ১৲ আনায়- ০৮ আট শতক ।

**মোবাইল নং-৯৮৩২৯৬৭৪৩৪**

**তন্ময় মুখার্জী (উকিল বাবু)**
**জাজেস কোর্ট, হুগলী**

## NOTICE

This is to notify that Sanjay Kumar Chowdhry (Chief Promoter) Amity Co-Operative Housing Society Ltd (Proposed) 7B, Kiran Shankar Roy Road, Punwani Chamber, Post Office - Kolkata G. P. O., Kolkata-700001, HIG Category Plot No. IIB – 680 issued this Notice to Ms. Ipsita Goswami alias Smt. Ipsita Goswami Jaiswal who resigned dated 31.07.2018 from the Co-Operative but not to confirm her resignation before HIDCO Marketing Officer. She is requested to attend HIDCO Marketing Office within 15 (Fifteen) Days from the issuance of this Notice to raise her claim, demand if any. If no objection have been received within the said period, Co-Operative have the liberty to take any suitable new member in her place.

Chief Promoter
Mobile No.9831081115

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**অ্যাড কানেক্সন**
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

**এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র**
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,** সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,** প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

**নদিয়া**

**টাইপ কর্ণার,** নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

**রাজ টেলিকম,** অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,** শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

**অবসর,** ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

**সবিতা কমিউনিকেশন,** প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

**পূর্ব মেদিনীপুর**

**আইনক্স অ্যাড এজেন্সি**
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

**শ্যাম কমিউনিকেশন,** দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

# সেনকো গসিপ নিয়ে এল শারোদ কালেকশন



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস নিয়ে এল ২০২৪ শারদোৎসবের গসিপ কালেকশন। ফ্যাশন এবং লাইফস্টাইল জুয়েলারি ব্র্যান্ড গসিপের প্রচারাভিযান শুরু হল 'সাজি লো রে'-গানের ছন্দে। এই ভিডিওতে রয়েছে তাদের পুজো কালেকশনও। দুর্গা পুজোর এই চারটে দিনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে বঙ্গবাসী। তাই গসিপের এই সংগ্রহটি ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পাঁচটি ভিন্ন দিনের পুজোতে নিজেকে সাজানোর পাঁচটি ভিন্ন উপায় সম্পর্কে তুলে ধরা হয়েছে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের তরফ থেকে।

সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস-এর ডিরেক্টর এবং মার্কেটিং ও ডিজাইনের প্রধান মিসেস জয়িতা সেন জানান, 'সাজি লো রে' হল মা দুর্গার উদযাপন। আনন্দ, আড্ডায় গসিপের সঙ্গে এই দুর্গা পুজোকে কীভাবে স্টাইলিশ এবং গ্ল্যামারাস করা যায়, তার উপায় বলে দেওয়া। ভিডিওটি দুর্গাপুজোর চেতনা উদযাপন করে আমাদের শিকড় এবং আধুনিকতার অনন্য মিশ্রণ যা উৎসবকে সংজ্ঞায়িত করে। ভিডিওটিতে ফ্যাশন এবং সিলভার জুয়েলারি বিভাগে আমেরিকান ডায়মন্ড জুয়েলারি, অ্যান্টিক লুক-অ্যালাইক জুয়েলারি, পোলকি এবং কুন্দন লুক-অ্যালাইক জুয়েলারি এবং সিলভার অক্সিডাইজড জুয়েলারি, পশ্চিমী রূপালী ডিজাইনের মতো প্রধান বিভাগগুলিকে হাইলাইট করে। ৫০০ টাকা থেকে শুরু করে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত বর্তমান ফ্যাশন ট্রেন্ডের সঙ্গে ঐতিহ্যের সমন্বয়ে, দর্শকদের তাদের লুক নিয়ে পরীক্ষা করতে অনুপ্রাণিত করার জন্য প্রতিটি অংশকে স্টাইল করা হয়েছে।



*মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ২০২৪-২৫ এর নতুন সভাপতি নির্বাচিত হলেন অমিত সারৌগী। বুধবার কলকাতার তাজ বেঙ্গল হোটেলে এমসিসিআই-এর ১২৩তম বার্ষিকী সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এদিনই আনমোল ফিডস প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অমিত সারৌগীকে এমসিসিআই-এর নতুন সভাপতি পদে নির্বাচিত করা হয়।*

# নেতানিয়াহুকে খুনের ষড়যন্ত্র তেহরানের, গ্রেপ্তার এক

**জেরুজালেম, ১৯ সেপ্টেম্বর:** গোলা-বারুদের গন্ধে আকাশ ভারী মধ্যপ্রাচ্যের। হামাস নিধনে গাজায় রক্তগঙ্গা বইয়ে দিচ্ছে ইজরায়েল। এখন লেবাননে হেজবোল্লাদের বিরুদ্ধেও 'অন্য যুদ্ধ' শুরু করেছে ইহুদি দেশটি। ইজরায়েলের বুকে ভয়ংকর আঘাত হানার হুঙ্কার দিয়েছে ইরান। এই পরিস্থিতিতে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে খুনের ষড়যন্ত্র করেছিল তেহরান! সেই পরিকল্পনা মতো নাকি কাজে লাগানো হয়েছিল এক ইজরায়েলিকে। কিন্তু সেই ছক ধরে ফেলে ইজরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। তাদের থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত জুলাই মাসে তেহরানে হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়েহর খুনের ঘটনার পর থেকে ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘাত তীব্র হয়েছে ইরানের। এছাড়া ইসলামিক দেশটির মদতে হাউথি, হেজবোল্লারাও ইজরায়েলে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। সূত্রের খবর, ইজরায়েলের গুপ্তচর সংস্থা শিন বেটের কাছে খবর আসে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু-সহ দেশের একাধিক নেতা-মন্ত্রীদের হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ৩ আশ্বিন ১৪৩০ শুক্রবার

# আরজি কর কাণ্ডে এক হোটেল কর্মীকে তলব সিবিআইয়ের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** চিকিৎসক তরুণীর ওপর যে নৃশংস ঘটনা ঘটে তাতে প্রথম থেকেই একটি বিষয় নিয়ে ধন্দ তৈরি হচ্ছিল। নির্যাতিতার বাবা-মা থেকে শুরু করে চিকিৎসকদের একাধিক সংগঠন, সবাই আওয়াজ তুলেছিলেন, যে নৃশংস অত্যাচার করা হয়েছে, তা কারও একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। ধৃত সিভিক ভলান্টিয়র একাই, নাকি এর পিছনে আরও অনেকে জড়িত সে রহস্য এখনও জিইয়ে রয়েছে।

এবার চিকিৎসক হত্যাকাণ্ডের তদন্তে নাটকীয় মোড়। সল্টলেকের এক হোটেলের কর্মীকে তলব করল সিবিআই। চাওয়া হয়েছে ওই হোটেলের রেজিস্ট্রার ও সিসিটিভি ফুটেজ। কিন্তু কেন সল্টলেকের হোটেলের কর্মীকে ডাকা হল তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। সূত্রে খবর, সল্টলেকের ওই হোটেলের কোনও এক বিশেষ 'গেস্ট' সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। জানা যাচ্ছে, আশিস পাণ্ডে নামে এক হাউজ স্টাফ ও আরজি করের টিএমসিপি ইউনিটের সভাপতির সম্পর্কে বিশেষ খোঁজ খবর নিতে চাইছেন তদন্তকারীরা। ওই হোটেলে ৯ অগাস্ট উঠেছিলেন আশিস কুমার পাণ্ডে। ১০ অগাস্ট তিনি ওই হোটেল ছেড়ে দেন। ৯ অগস্ট সকালে আরজি করের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন। আশিস পাণ্ডের গতিবিধি জানতেই হোটেলের কর্মীকে তলব করেছেন তদন্তকারীরা।

বুধবার থেকেই দেখা যাচ্ছিল, তৃণমূলের বিধায়ক চিকিৎসক আরজি করের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান সুদীপ্ত রায়ের কল রেকর্ডস নিয়ে তৎপর সিবিআই। আদালতেও উঠেছিল কল রেকর্ডস প্রসঙ্গ। সেদিন বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন সুদীপ্ত রায়। এর আগে এই কল রেকর্ডসের সূত্র ধরেই মেডিক্যাল কলেজের এমএসভিপি-কে তলব করা হয়েছিল। ক্যালকাটা হার্ট রিসার্চ ক্লিনিকেরও এক চিকিৎসককে তলব করা হয়েছিল। জানা যাচ্ছে, কল ডিটেইলসে আশিস পাণ্ডের নাম প্রকাশ্যে আসার পর সুদীপ্ত রায় স্বীকার করেন, ঘটনার পর টিএমসিপি ইউনিটের সভাপতি হিসাবে আশিসকে সেদিন যেতে বলেছিলেন। আশিস পাণ্ডেকে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক দফা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলেও সূত্রে খবর। তিনি যে ঘটনাক্রম বলেছিলেন, তার সঙ্গে হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে হোটেল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য শুনতে চাইছে সিবিআই।

# দক্ষিণবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি তৈরির জন্য রাজ্যকে দুষলেন সুকান্ত

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বৃহস্পতিবার বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের একাধিক জায়গায় পরিদর্শনে গেলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। কারণ, ডিভিসির ছাড়া জলে বানভাসি গ্রামের পর গ্রাম। হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম সহ বিস্তীর্ণ জেলায় বহু মানুষ কার্যত ঘরবন্দি। সূত্রে খবর, প্রথমেই তিনি যান পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ায়। সেখানকার একাধিক গ্রামে গিয়ে কী অবস্থায় রয়েছেন স্থানীয় মানুষজন তা খতিয়ে দেখেন। পাঁশকুড়ার পর পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল এবং দাসপুরেও যান সুকান্ত মজুমদার।

প্রসঙ্গত, বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরেজমিনে হুগলি এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল ও একাধিক জায়গা পরিদর্শন করেন। বন্যা পরিস্থিতির জন্য ডিভিসিকেই দায়ী করেন তিনি। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় নির্দেশও দেন। এরপর বৃহস্পতিবার, বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হওয়া একাধিক এলাকায় যাওয়ার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। আর এইদিনই পাঁশকুড়া, ঘাটাল-সহ একাধিক জেলার বানভাসী বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করলেন সুকান্ত মজুমদার। তিনি বন্যা পরিস্থিতির জন্য সরাসরি রাজ্য সরকারকে দায়ী করলেন। এর পাশাপাশি বিজেপির রাজ্য সভাপতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি নিশানা করে বলেন, 'দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার জন্য দায়ী রাজ্য সরকার।'

## বেঙ্গল শপিং ফেস্টিভ্যালের সূচনা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পূর্ব নির্ধারিত সূচি মেনে শুক্রবার থেকে বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে প্রথম বেঙ্গল শপিং ফেস্টিভ্যাল। তবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকছেন না মুখ্যমন্ত্রী। আরজিকর কান্ড থেকে শুরু করে রাজ্যের সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি। একাধিক নেতিবাচক ঘটনার কারণেই নিজের মস্তিষ্ক প্রসূত এই সমাবেশ থেকে দূরেই থাকছেন তিনি। সে কারণে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সরকারি আমন্ত্রণ পত্রে মুখ্যমন্ত্রীর নাম নেই। যদিও উদ্যোক্তাদের দাবি উৎসবের সূচিতে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। যতটা ব্যাপ্তি নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে এই উৎসব আয়োজনের কথা ছিল ততটাই করা হচ্ছে।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার-সহ আরও একাধিক দেশ এই উৎসবে অংশগ্রহণ করছে। দেশ-বিদেশের নামী-দামী ব্র্যান্ডের পণ্যের পাশাপাশি বাংলার জিআই-স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ২৭টি পণ্যও থাকছে এই উৎসবে। উৎসব চলবে ২৪শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র, অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য-সহ রাজ্য মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য এবং বণিক সভার প্রতিনিধিরা শুক্রবার বিকেলে উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। শপিং ফেস্টিভ্যালে জামাকাপড়, ইলেকট্রনিক্স, আসবাবপত্র, গৃহসজ্জা, ভোগ্যপণ্য, হস্তশিল্প, ফ্যাশন, ইলেকট্রনিক্স, গাড়ি, গয়না, খেলাধুলার জিনিসপত্র পাওয়া যাবে। ফুড ফেস্টিভ্যাল, গানের ইভেন্টও থাকবে। মানুষের আগ্রহ বাড়াতে জিনিসপত্রে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা থাকছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে তৈরি জিনিসও পাওয়া যাবে ফেস্টিভ্যালে। এ প্রসঙ্গে রাজ্যের শিল্প মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'দুবাই বা স্পেনের কেনাকাটার উৎসবকে সামনে রেখেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য রাজ্যের পণ্য এবং খুচরো ব্যবসাকে তুলে ধরা।'

লক্ষণভোগ, হিমসাগর, ফজলি আম থেকে শুরু করে রসগোল্লা, মিহিদানা, জয়নগরের মোয়া সবই থাকবে ফেস্টিভ্যালে। মঞ্জুশা, তন্তুজ, বাংলার শাড়ি, বিশ্ব বাংলা মার্কেটিং কর্পোরেশন, বঙ্গশ্রী, রেশম শিল্পীদের স্টল থাকবে ফেস্টিভ্যালে।

# হাওড়ায় শাসক দলের যুবনেতার গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি, বরাত জোরে রক্ষা!

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** হাওড়ার শাসক দলের যুব নেতার গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি। হাওড়ার বেলুড় এলাকাতে তৃণমূল নেতার গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় বরাতজোরে রক্ষা পেয়েছেন হাওড়া সদর তৃণমূল যুব সভাপতি কৈলাস মিশ্র। যদিও গুলি চালানোর ঘটনা অস্বীকার করেছে পুলিশ। তবে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।

সূত্রের খবর বুধবার কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিয়ে ফিরছিলেন হাওড়ার যুব তৃণমূল সভাপতি কৈলাশ মিশ্র। গাড়িতে উপস্থিত ছিল পরিবারের সদস্যরা। তৃণমূল নেতার অভিযোগ, জিটি রোডের কাছে তাঁর গাড়িতে সজোরে কিছু এসে লাগে। তবে কৈলাশের দাবি, হয়ত গুলি চালানো হয়েছে তাঁকে উদ্দেশ্য করে। গুলি লাগে গাড়ির পিছনের কাচে। তবে কাচ ভেদ করে গুলি ভিতরে প্রবেশ করেনি। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন তৃণমূল নেতা ও তাঁর বাড়ির সদস্যরা।

গোটা ঘটনায় বেলুড় থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তবে গুলি চালানোর সত্যতা স্বীকার করা হয়নি পুলশের পক্ষ থেকে। তৃণমূল নেতার আরও অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবেই তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছে। তাঁকে হত্যা করতেই এই হামলা। গাড়িতে তাঁর নিরাপত্তারক্ষী ও পরিবার ছিলেন। ঘটনায় কেউই আহত হননি। কিন্তু ব্যাপক আতঙ্কিত সকলেই। রাতের অন্ধকারে যারা হামলা চালিয়েছে, তাদের মুখ দেখা যায়নি। গতকাল রাতেই হামলার ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তৃণমূল নেতা। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ। হামলার নেপথ্যে কারা, কী কারণে হামলা চালানো হল, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ঘটনা প্রসঙ্গে কৈলাশ বলেন, 'আমরা গতকাল পুজো দিয়ে ফিরছিলাম। গাড়ির ভিতরে তিন বছরের মেয়ে ও গোটা পরিবার ছিল। আচমকা মাঝ রাস্তায় হঠাৎ কিছু একটা এসে লাগল। আমার অনুমান গুলি চলেছে। গাড়িতেও সেই দাগ আছে। পুলিশকে বলেছি তদন্ত করতে। তবে অ্যাকশন তো নেওয়া হবেই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস থেকেও ফোন এসেছিল। খোঁজ নেওয়া হয়েছে। যাঁরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাঁরা ছাড় পাবে না।' নিজের লেটার হেডে দলকে বিস্তারিত জানিয়েছেন কৈলাস মিশ্র।

# পার্থদের জামিনের বিরোধিতায় সিবিআইকে লিখিত যুক্তি পেশের নির্দেশ হাইকোর্টের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার সিবিআইকে জামিন বিরোধিতার ক্ষেত্রে লিখিত যুক্তি পেশ করতে বলল হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুবীরেশ ভট্টাচার্য, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের জামিন মামলায় সিবিআইকে এই নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। সঙ্গে এও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর মধ্যে দিতে হবে লিখিত যুক্তি। আদালত সূত্রে খবর, ২৭ সেপ্টেম্বর দুপুর সাড়ে ১২টায় পরবর্তী শুনানি।

এদিক এদিন শুনানির সময় সিবিআইয়ের আইনজীবী ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল ধীরাজ ত্রিবেদী জানান, 'আর পাঁচটা সাধারণ মামলার সঙ্গে এসএসসি মামলার পার্থক্য আছে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জনস্বার্থ জড়িয়ে। প্রত্যেকেই প্রভাবশালী। জামিন দিলে তদন্তে ও জনমানসে বিরূপ প্রভাব পড়বে।'

সঙ্গে এও বলা হয়, 'চুরি বিদ্যা মহাবিদ্যা যদি না পড়ো ধরা।' এই শব্দবন্ধ মাথায় রেখেই দিনের পর দিন নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্তরা দুর্নীতি চালিয়ে নিয়ে গেছেন। যারা চেয়ারে ছিল না তারাই এই নিয়োগ দুর্নীতিতে আসল ম্যাজিক করেছে। অভিযুক্তদের সাংবিধানিক অধিকারের কথা বলা হচ্ছে। যারা বঞ্চিত হয়েছে তাদের সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার কী হবে? নিয়োগ দুর্নীতির জামিন মামলায় সওয়াল সিবিআইয়ের।

সিবিআইয়ের আইনজীবী ধীরাজ ত্রিবেদী আদালতে এই মামলার সাক্ষী প্রসঙ্গে বলেন, '২০ থেকে ২৫ জন এমন সাক্ষী আমাদের কাছে আছে যাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।' তিনি আদালতে সওয়াল করেন, 'অভিযুক্তরা নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে। অভিযুক্তদের রাজনৈতিক ক্ষমতাও ছিল। সরকারি পদে থাকা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ট্রায়াল শুরু করার অনুমতি রাজ্য দেয়নি।' যদিও বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'সিবিআইয়ের তরফ থেকেও অনুমতি পাওয়ার জন্য কোনও চেষ্টা দেখা যাচ্ছে না।'

# এবার দুর্গাপুজোর চাঁদার বিলে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্ট্যাম্প

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আরজি করে চিকিৎসক তরুণীকে ধর্ষণ হত্যার বিচার চেয়ে আগেই সরকারি অনুদান ফিরিয়েছিল মুদিয়ালি, আমরা ক'জন পুজো কমিটি। এবার পুজোর চাঁদা তুলতে গিয়ে অভিনব এক প্রতিবাদ দেখাচ্ছেন তারা। চাঁদার বিলে একটি সিল মারা হচ্ছে, যেখানে লেখা 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'। পুজো কমিটির অধিকর্তাদের বক্তব্য, বাঙালির সেরা উৎসব দুর্গাপুজো। সেই পুজো তারা করলেও এবার হচ্ছে না জাঁকজমক। পাশাপাশি বিচারের বার্তাও পৌঁছে দিচ্ছেন তাঁরা।

পুজোর চাঁদার বিলে 'উই ওয়ান জাস্টিস' লেখার কারণ হিসেবে তাঁরা বলছেন, এই চাঁদার বিল কম করে এলাকার দুই থেকে আড়াই হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। ফলে পুজোর আনন্দে আরজি করের চিকিৎসক তরুণী যে বিচার পাননি, সেটা মানুষজন ভুলে যাবেন না। অর্থাৎ পুজো করলেও, তাঁরা চান সাধারণ মানুষ যাতে মানসিকভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। সেই কারণেই চাঁদার বিলে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্ট্যাম্প লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আরজি কর কাণ্ডের আবহে রাজ্যের একাধিক ক্লাব রাজ্য সরকারের দেওয়া অনুদান ফিরিয়ে দিয়েছে ইতিমধ্যেই। বিভিন্ন জেলার পুজো কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাদ যায়নি কলকাতার পুজো কমিটিও। প্রসঙ্গত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার প্রতি বছরই দুর্গাপুজো কমিটিগুলোকে আর্থিক সাহায্য করে। প্রতি বছর বাড়ছে সেই অনুদানের অঙ্ক। গত বছর এই অনুদানের অঙ্ক ছিল ৭০ হাজার। এবার সেটা বেড়ে হয়েছে ৮৫ হাজার টাকা।

## লক্ষ্মীভাণ্ডারকে টেক্কা কন্যাশ্রীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** জনপ্রিয়তার নিরিখে এবার লদীর ভাণ্ডার প্রকল্পকেও টেক্কা দিতে চলেছে কন্যাশ্রী। চলতি বছরে এই প্রকল্পের জন্য সারা রাজ্য জুড়ে ৩ কোটিরও বেশি আবেদন ইতিমধ্যেই মঞ্জুর হয়ে গিয়েছে যেখানে লদীর ভাণ্ডারের প্রাপক সংখ্যা ২ কোটির সামান্য বেশি। সরকারি তথ্য বলছে, রাজ্যের ১৮ হাজার ১৮৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ৩ কোটি ৬ লক্ষ ২৯ হাজার ৭৫৫জন পড়ুয়া এবারের কন্যাশ্রী প্রকল্পের জন্য আবেদন জানিয়েছিল যা কার্যত এক নয়া মাইল ফলক স্পর্শ করে ফেলেছে। এই ৩ কোটি আবেদনের মধ্যে চলতি মাসের তথ্য বলছে, ইতিমধ্যেই ৩ কোটি ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ৯০টি আবেদন এই প্রকল্পের জন্য মঞ্জুর হয়েছে। এই ৩ কোটির মধ্যেই রয়েছে নতুন করে এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করা পড়ুয়ারা আবার রয়েছে পুরাতন পড়ুয়ারাও। মানে কন্যাশ্রী প্রকল্পের কে-১, কে-২ ও কে-৩ ৩টি স্তরের পড়ুয়ারাই রয়েছে এই ৩ কোটির হিসাবের মধ্যে।

## মীনাক্ষীকে তলব সিবিআইয়ের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ১৪ই অগাস্ট হাসপাতাল কেন ভাঙচুর করা হল এবার তা খতিয়ে দেখতে চাইছেন সিবিআই আধিকারিকরা। এই সবের জন্য জিজ্ঞাসাবাদও চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। এরই মধ্যে এবার সিবিআই অফিসে ডাক পড়ল ডিওয়াইএফআই নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের। এর আগেও সিবিআই আধিকারিকরা ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে। তবে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকার কারণে সেখানে যেতে পারেননি মীনাক্ষী। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা নাগাদ সিবিআই দফতরে যান বামনেত্রী। মূলত, ১৪ অগাস্ট আরজি করে ভাঙচুরের ঘটনা নিয়ে কথা বলার জন্য মীনাক্ষীকে ডেকে পাঠানো হয় বলে সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে। সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সিজিওতে যান মীনাক্ষী। তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে বলে সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে। চিকিৎসক তরুণী ধর্ষণ হত্যার ঘটনার পর ১৪ই অগাস্ট প্রথম 'রাত দখলের' কর্মসূচি ছিল। সেইদিন ওই সময় মীনাক্ষীর নেতৃত্বে বামেরা ঘটনাস্থলে অবস্থান করছিল। বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছিলেন তাঁরা। আচমকা সেই সময় একদল দুষ্কৃতী এসে হামলা চালায়। ভাঙচুর করা হয় হাসপাতাল। পুলিশ কর্মীদেরও মারধরের অভিযোগ ওঠে। তারপর থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে আরজি করের ঘটনার প্রমাণ লোপাটের জন্যই দুষ্কৃতীরা সেদিন হামলা চালিয়েছিল কিনা, তা নিয়ে। যেহেতু সেদিন ভাঙচুরের সময় তিনি সেখানে ছিলেন, সেই কারণে ওই দিন রাতে ঠিক কী হয়েছিল সেই বিবরণ জানার জন্যই ডেকেছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা আধিকারিকরা। এর পাশাপাশি পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ময়নাতদন্তের পরই নির্যাতিতার দেহ বাবা মায়ের হাতে তুলে না দিয়ে অন্ধকারে রীতিমতো 'লুঠ' করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখন পুলিশের গাড়ি আটকানোর মরিয়া চেষ্টা করেন এই বাম নেত্রী। সেই দিনের গোটা বিষয়টি জানতেও মীনাক্ষীকে ডাকলেন গোয়েন্দারা বলেই জানানো হয়েছে সিবিআইয়ের তরফ থেকে। এদিক বৃহস্পতিবার সিজিওতে ঢোকার পূর্বে মীনাক্ষী বলেন, 'ওইদিন গাড়ি আটকে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। আর ভাঙচুরের ঘটনার ভিডিয়ো ফুটেজ আছে।

**আরজি করের প্রাক্তন এমএসভিপিকে তলব:** আরজি করের তরুণী চিকিৎ সককে খুন এবং ধর্ষণ মামলায় এবার প্রাক্তন এমএসভিপি বুলবুল মুখোপাধ্যায়কে ডেকে পাঠাল সিবিআই। প্রসঙ্গত, আরজি কর কাণ্ডে প্রাক্তন মেডিক্যাল সুপারিন্টেডেন্ট কাম ভাইস প্রিন্সিপাল (এমএসভিপি) বুলবুল মুখোপাধ্যায়কে এর আগেও তলব করেছিল সিবিআই। পাশাপাশি ডেকে পাঠান হল টালা থানার দুই এএসআইকেও। এই তলব পেয়ে বৃহস্পতিবার সিজিওতে হাজিরাও দেন তিনি।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, সিজিও কমপ্লেক্সে এসে হাজিরা দেওয়ার কিছু পরেই তাঁকে বেরিয়ে যেতেও দেখা যায়। তাঁর কাছ থেকে কিছু নথি চেয়েছে সিবিআই, এমনটাই জানা গিয়েছে। অন্যান্য বিষয়েও প্রশ্ন করা হয়েছে প্রাক্তন এমএসভিপিকে।

ইতিমধ্যেই সিবিআই হেফাজতে রয়েছে টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। তাঁর বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ নষ্ট-সহ আরও একাধিক অভিযোগ উঠে এসেছে। এবার সেই থানারই দুই এএসআইকেও তলব করল সিবিআই। বৃহস্পতিবার সিজিও কমপ্লেক্সে যান দুই পুলিশ আধিকারিক।

# পুজোর প্রস্তুতি বৈঠক কলকাতা পুলিশের

**নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুলিশের নয়া পুলিশ কমিশনার হিসাবে সবে দায়িত্ব নিয়েছেন মনোজ বর্মা। এরপরই পুজোয় নিয়ে প্রস্তুতি পর্বও শুরু করেছে লালবাজার। লালবাজার সূত্রে খবর, আলিপুরে ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে পুজো সমন্বয় বৈঠকের আয়োজনও করে ফেলেছে লালবাজার। আগামী ২৫ শে সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যা ছটায় লালবাজারের পদস্থকর্তারা, একইসঙ্গে সমস্ত ডিভিশনের ডিসি এবং সমস্ত থানার ওসিদের নিয়ে এই বৈঠক বলে জানা যাচ্ছে। পাশাপাশি পুরসভা, দমকল, বিদ্যুৎ বণ্টন বিভাগের আধিকারিকদেরকেও থাকতে বলা হয়েছে ওই বৈঠকে।**

**পুজোর সময় বড় মণ্ডপগুলির কাছে সাধারণ মানুষের বিচারের দাবিতে আন্দোলনের বিষয়টি উড়িয়ে দিচ্ছেন না লালবাড়ির কর্তারা। তাই সেই বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে বিঘ্নিত না হয় সেটাও নজরে রাখছেন পুলিশ কর্তারা। প্রসঙ্গত, প্রতি বছরই পুজোর আগে এই ধরনের সমন্বয় বৈঠক করেন লালবাজারের কর্তারা। কিন্তু, আরজি কর আবহে যে এই বৈঠক এবারে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।**

# প্রতিবছরের মতো 'পুজো পরিক্রমা' নিয়ে এল পর্যটন দফতর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পুজো শুরু হতে আর একমাসও বাকি নেই। পুজোর কেনাকাটার সঙ্গে সঙ্গে চলছে ঠাকুর দেখার পরিকল্পনা। প্রতিবারের মতো এ বছরও পুজো পরিক্রমার আয়োজন করেছে পর্যটন দফতর। পর্যটন দফতরের সঙ্গে তারা একাধিক আকর্ষণীয় প্যাকেজ নিয়ে এসেছে পুজো উপলক্ষে। শহরের নামিদামী পুজো, বনেদি বাড়ির পুজো এমনকি জেলার পুজো ঘুরিয়ে দেখানো হবে। ৬ অক্টোবর থেকে এই পুজো পরিক্রমা শুরু হবে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে তারা। ১০ ও ১১ অক্টোবর শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাসে দুই ভাগে শহরের বনেদী বাড়ি ও হুগলি জেলার ঐতিহ্যবাহী পুজোগুলি ঘুরিয়ে দেখানো হবে বলে জানান হয়েছে। পর্যটন দপ্তরের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট বা অফলাইনে গিয়ে টিকিট বুক করা যাবে। তিন রকম প্যাকেজ থাকছে। উদ্বোধনী সারারাত ধরে কলকাতার সর্বজনীন পুজো দেখতে চাইলে এই প্যাকেজ বেছে নিতে হবে। রবীন্দ্র সদন থেকে মাত্রা শুরু হবে। কলেজ স্কোয়ার, মহম্মদ আলি পার্ক, কাশী বোস লেন, ৬৬ পল্লি, মুদিয়ালি, শিব মন্দির, একডালিয়া, সিংহী পার্ক, একডালিয়া এভারগ্রিন, হিন্দুস্তান পার্ক, বাদামতলা আষাঢ় সংঘ ইত্যাদি জায়গায় ঠাকুর ঘুরিয়ে দেখানো হবে। তৃতীয়া ও চতুর্থীতে রাত ১০টা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত এই প্যাকেজের সুবিধা নিতে পারবেন। থাকছে এসি বাসে চেপে ঘোরানোর বন্দোবস্ত এবং ডিনারের ব্যবস্থা। মাথাপিছু মাত্র ২,০৯৯ টাকা খরচ করলেই উদ্বোধনী প্যাকেজে প্যান্ডেল হপিং সেরে ফেলতে পারবেন দর্শনার্থীরা।

সনাতনী শহরের বনেদি বাড়ির পুজো ঘুরতে দেখতে চান? এই সুবিধা পাবেন সনাতনী প্যাকেজে। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর সকালে ঘুরে দেখতে পারবেন বনেদি বাড়ির পুজো। শোভাবাজার রাজবাড়ি, ছোটুবাবু লাটুবাবু বাড়ি, চন্দ্র বাড়ি, রানি রাসমণি বাড়ি, ঠনঠনিয়া দত্ত বাড়ি ইত্যাদি জায়গার পুজো ঘুরিয়ে দেখানো হবে এই সনাতনী প্যাকেজের মধ্যে। এছাড়া থাকছে ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চের সুবিধা। মাথাপিছু মাত্র ১,৯৯৯ টাকা খরচ করলেই সনাতনী পুজো পরিক্রমার অংশ হতে পারবেন দর্শনার্থীরা।

হুগলি সফর শহরতলির পুজো দেখার জন্য পর্যটন দফতর 'হুগলি সফর' প্যাকেজ নিয়ে এসেছে। শ্রীরামপুর গোস্বামী বাড়ি, বুড়ি দুর্গা, শেওড়াফুলি রাজবাড়ির পুজো, হংসেশ্বরী মন্দির ও অনন্ত বাসুদেব মন্দির, হুগলি গুপ্তিপাড়া দুর্গাবাড়ি পুজো, গুপ্তিপাড়া সেনবাড়ির মন্দির ইত্যাদি ঘুরিয়ে দেখানো হবে এই প্যাকেজে। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী থাকছে হুগলি সফর। সকাল ৭টায় রবীন্দ্র সদন থেকে বাস ছাড়া হবে এবং সন্ধে সাড়ে আটটায় আবার বাস রবীন্দ্র সদন আসবে। এই প্যাকেজে ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চ মিলবে। মাথাপিছু মাত্র ৩,৪৯৯ টাকা খরচ পড়বে এই প্যাকেজে।

## সম্পাদকীয়

# উৎসবের বাদ্যিতেও যেন চাপা না পড়ে মোদের স্বর ‘জাস্টিস ফর আরজি কর’

সিদ্ধিদাতা গণেশকে দিয়ে উৎসব শুরু হল। অবাঙালির কুলুঙ্গি ছেড়ে তিনি পাড়ার প্যান্ডেলে অতিসমারোহে নেমে এসেছেন মাত্র ক’বছর হল। এর পর বিশ্বকর্মা পুজো। এক সময় তো ‘বাবু কালচার’-এ রীতিমতো জাঁকিয়ে ঘুড়ির লড়াই চলত। টাকা উড়ত। ক্ষমতার দম্ভ আস্ফালন করত। এ বারেও ঢাক-মাইক বাজবে। আমাদের গলার স্বর ক্ষীণ হতে থাকবে। তার পর দুর্গাপুজো এলে ঢাক, কাঁসর, ডিজে বক্স আরও উদ্দাম হবে। আর আমরা তখনও চিৎকার করে যাব, ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’। ভয় করছে, এই জন্যই অপেক্ষা চলছে না তো? যাতে আমাদের গলার স্বর ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে এক সময় আর না শোনা যায়। কিছু মানুষের মুখে শোনা যাবে, তপুজো তো বচ্ছরকার। ছেলেপুলে নিয়ে সংসার। ওদের কি বাধা দেওয়া যায়?দ যায় না। কারণ যেখানে রাষ্ট্র অন্যায়কে জেনে, বুঝে দেখেও এড়িয়ে যায়, সেখানে কে কাকে বাধা দেবে? নতুন শাড়ির খসখস, নতুন জামার গন্ধ, নবমীর মেনু ভুলিয়ে দেবে না তো সেই অভাগী মেয়েটার কথা? যার দু’চোখ জুড়ে বড় ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন ছিল। সে-ও তো এ বছর অষ্টমীর অঞ্জলি দিতে পারত। কিন্তু সে পারেনি। তবে সে জীবিত থাকতে রাষ্ট্র তাকে যত না ভয় পেয়েছে, তার থেকে বেশি ভয় পাচ্ছে মৃত অবস্থায়। তাই তাকে তড়িঘড়ি দাহ করা। কপাল গুণে আমি-আপনি, সেই মেয়ের বাবা-মা নই। কিন্তু আগামী দিন যদি থাকে আমাদের পালা? তখন কী হবে? তখনও কি এমন ভাবেই উৎসবের বাদ্যিতে চাপা পড়ে যাবে আমাদের স্বর? আশা রাখি, সন্ধিপুজোর একশো আটটা প্রদীপের আলো মশাল হয়ে জ্বলে উঠবে। প্রতি মণ্ডপে প্রতিমার মুখের দিকে তাকালে ভেসে উঠবে সেই মেয়ের মুখ। পিছনে চাঁদমালার বদলে লেখা থাকবে, ‘আমরা বিচার চাই’। আর সব কিছুকে ছাপিয়ে শোনা যাবে মেয়েদের চিৎকার, এ রাত আমাদের। কাল রাত আমাদের। সব রাত আমাদের। সমুদ্র গর্জনের মতো বার বার দেশ-বিদেশে সর্বত্র আছড়ে পড়বে, ‘বিচার চাই, বিচার চাই।’

## শব্দবাণ-৫০

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ১ | | | ২ | | ■ |
| ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| ৩ | | ৪ | ■ | ৫ | | ৬ |
| | ■ | | ■ | | ■ | |
| ৭ | | | ■ | ৮ | ৯ | |
| ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| ■ | ১০ | | | | | ■ |

**শুভজ্যোতি রায়**

**সূত্র—পাশাপাশি:** ১. অন্তর্যামী পুরুষ ৩. চক্রাকার ৫. অধিকারী, কর্তা ৭. ধোপা ৮. গ্রাম নয় ১০. প্রবল বন্যা।

**সূত্র—উপর-নীচ:** ১. বহু, প্রচুর ২. পাজি ৩. উড়ানি, গায়ে জড়াবার আলোয়ান ৪. রক্তপদ্ম ৬. খাতির, সম্মান ৯. হত্যা।

### সমাধান: শব্দবাণ-৪৯

**পাশাপাশি:** ১. অভিমুখ ৩. পাইল ৪. উরগ ৬. রজনী ৯. কাগজ আর ১০. লঙ্কাধীশ।

**উপর-নীচ:** ১.অলক ২. খচ্চর ৩. পারাবার ৫. গলাবাজি ৭. জটিল ৮. আকাশ।

## জন্মদিন

### আজকের দিন

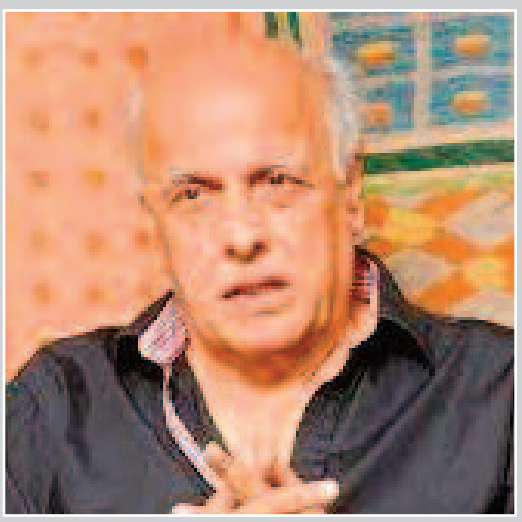

মহেশ ভাট

১৯২৩ *বিশিষ্ট অভিনেতা আকিনেনি নাগেশ্বর রাওয়ের জন্মদিন।*
১৯৪৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক মহেশ ভাটের জন্মদিন।*
১৯৭৫ *বিশিষ্ট চিলচ্চিত্রাভিনেতা অভিমন্যু সিংয়ের জন্মদিন।*

# রিমঝিম ঝিম বৃষ্টি

**সিদ্ধার্থ সিংহ**

বৃষ্টি শুরু হয়েছে কি হয়নি, শুধু আকাশে মেঘ করেছে দেখেই, অনেকে আছেন যাঁরা ছাতা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। যে সব মেয়েরা জলের ছাঁট থেকে বাঁচার জন্য সামান্য কোনও শেডের তলায় দাঁড়িয়ে আছেন বা বড় বড় ফোঁটা পড়ার আগেই বাস স্টপেজে পৌঁছে যাওয়ার জন্য ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যেই লম্বা লম্বা পা ফেলে প্রায় ছুটছেন কিংবা মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই অল্প*বৃষ্টি*মাথায় নিয়ে যাঁরা রাস্তায় নেমে পড়েছেন, তাঁদের মাথায় একটু ছাতা ধরার সুযোগ পাওয়ার জন্য।

না, পুরুষ হলে হবে না। বাচ্চা হলেও নয়। মেয়েই হতে হবে এবং বয়স হতে হবে ষোলো থেকে ছত্রিশের মধ্যে। না হলে ছাতা ধরে কী লাভ! কারও কারও ক্ষেত্রে এই বয়সের গণ্ডিটা অবশ্য একটু কম বেশি হয়।

আর এই সব পুরুষরা বেরোবার সময় মনে মনে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেন, হে মা কালী, ও বাবা লোকনাথ, হে জগধাত্রী, আজ যেন কোনও মেয়েই ছাতা নিয়ে বেরিয়ে না থাকে। বেরোলেও সেই সব ছাতা যেন দরকারের সময় না খোলে কিংবা হ্যান্ডেল ভাঙা থাকে। হে মা, হে বাবা, এই অভাগাকে একটু দেখো!

এই সব পুরুষরা সারা বছর ধরে অপেক্ষা করেন, কবে আসবে আষাঢ় এবং শ্রাবণ মাস! কারণ, এই দু'মাসই হল বর্ষাকাল।

বৃষ্টির সঙ্গে আমাদের প্রেম সেই আদিকাল থেকেই।*বৃষ্টি*আমাদের প্রথম প্রেমিক, আমাদের প্রথম প্রেমিকা। তাই বর্ষায় জমে ওঠে অনন্য প্রেম। বর্ষা নিয়ে কত যে গল্প, ছড়া, কবিতা, গান লেখা হয়েছে তার কোনও ইয়ত্তা নেই। সেই জন্যই হয়তো বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, ‘বাঙালির শ্রেষ্ঠ কবিতা বর্ষার কাব্য; বর্ষাকে অবলম্বন করেই বাঙালির প্রেমের কবিতা।’ এটা আসলে কবিদের ঋতু। রবীন্দ্র-নজরুলের ঋতু।

রবীন্দ্রনাথের কাছে সব ঋতু প্রিয় হলেও বর্ষার প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল নিঃসন্দেহে একটু বেশি। তাই বারবার তাঁর লেখায় ধরা পড়েছে বর্ষার আগমন, সৌন্দর্য আর প্রস্থান। বর্ষা নিয়ে তিনি লিখেছেন গান, কবিতা, ছড়া, গল্প এমনকি জীবনস্মৃতিও। তাঁর বর্ষাবন্দনা এতই সমৃদ্ধ যে, বাংলা সাহিত্যে এমন বর্ষাবন্দনা সত্যিই মেলা ভার।

তিনি নিজেই বলেছেন, তাঁর সব কবিতা বিষয়বস্তু অনুসারে সাজানো হলে দেখা যাবে বর্ষার কবিতাই সবচেয়ে বেশি। গানের ক্ষেত্রেও তাই। গীতবিতানে প্রকৃতি পর্যায়ের গানের সংখ্যা ২৮৩টি। তার মধ্যে বর্ষা পর্যায়ের গানের সংখ্যাই ১২০টির মতো। তিনি লিখেছেন, আজি ঝর ঝর মুখর বাদলদিনে / জানি নে, জানি নে কিছুতেই / কেন মন লাগে না... কিংবা এমন দিনে তারে বলা যায় / এমন ঘনঘোর বরিষায়, / এমন মেঘস্বর বাদল-ঝরঝরে / তপনহীন ঘন তমসায়...

‘বাদল দিনের প্রথম কদমফুল’ হাতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন কবি। বলতেন, ‘মন মোর মেঘের সঙ্গী, / উড়ে চলে দিগ-দিগন্তের পানে...’ কিংবা*বৃষ্টির ছোঁয়ায় যখন আনন্দে নেচে উঠত মন, তিনি গেয়ে উঠতেন--- হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে / ময়ূরের মতো নাচে রে...

বর্ষার মধ্যে রয়েছে এমনই সুর, ল'য়ের মাদকতা যে, বসন্তকালকে বাদ দিলে দেখা যাবে ছয় ঋতুর মধ্যে কেবল বর্ষাকালই দখল করে আছে রাগ-রাগিণীর বেশির ভাগ জায়গা। সংগীতশাস্ত্রে বর্ষার জন্য আলাদা ভাবে বরাদ্দ হয়েছে--- মেঘ, মল্লার।

শুধু গান বা কবিতা নয়, কত গল্প উপন্যাসে যে রবীন্দ্রনাথ বর্ষাকে ধরেছেন! বর্ষার প্রেমে পড়ে ১৩২১ সালের আষাঢ় মাসে ‘আষাঢ়’ নামে একটি প্রবন্ধও লিখেছেন তিনি।

বর্ষায় যে কত লোক প্রেমে পড়েছেন! এক সময় তো বাংলা সিনেমায় আকছারই দেখা যেত, আচমকা বর্ষার কবলে পড়ে কোনও গাড়িবারান্দার নীচে কিংবা ঝাঁকড়া মাথাওয়ালা কোনও গাছের তলায় অথবা কোনও পরিত্যক্ত নির্জন ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে নায়ক-নায়িকা। হঠাৎ আকাশ বিদীর্ণ করে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বাজ পড়ল কোথাও, আর সেই বিকট শব্দে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে নায়িকা সপাটে জাপটে ধরল নায়ককে। শুরু হল প্রনয় পর্ব।

বর্ষায় সব কিছু কি শুধু বড়দেরই হয়! ছোটদের কিছুই হয় না! অবশ্যই হয়।

বৃষ্টির দিনে অন্ধকার নামলেই বাচ্চারা এক জায়গায় জড়ো হয়ে এখনও ঠাকুমা-দিদিমাকে ধরে ভূতের গল্প শোনার জন্য। কালবৈশাখীর ঝড় শুরু হলেই টপাটপ পড়তে থাকা আম কুড়োনোর জন্য ছুটে যায় কিংবা শিলাবৃষ্টির সময় শিল কুড়োনোর জন্য সটান নেমে পড়ে ঝড়-জলের মধ্যেই। খোলা আকাশের নীচে। বড় হয়ে গেলে ফের এই স্বাদ পাওয়ার জন্য বড়দের মন বড় ছটফট করে।

একটু বড় বয়সে*বৃষ্টিতে ভিজে এসে চা চাননি, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। তেলেভাজা গিয়ে মুড়ি খাওয়াও বর্ষার একটা অঙ্গ। আর সকাল থেকে*বৃষ্টি*শুরু হলে? খিচুড়ি অবধারিত। সঙ্গে বেগুন ভাজা।

গভীর রাতে টিনের চালে একটানা পড়া বর্ষার বড় বড় ফোঁটার শব্দ যাঁরা শোনেননি, তাঁরা বড়ই অভাগা। সেই শব্দ শুনে এক কবি বলেছিলেন, বর্ষাকন্যার উদ্দাম নৃত্য।

বহুকাল আগে আর এক কবি, কালিদাস এ ভাবেই মুগ্ধ হয়েছিলেন আষাঢ়ের রূপে। ‘আষাঢ়’ শব্দটার মধ্যে কেমন যেন একটা গুরুগম্ভীর ভাব আছে। আছে স্বপ্নাবিষ্ট এক মোহময়তা। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে অতিষ্ঠ প্রাণকে ঠান্ডা করার জন্য বর্ষাকালের কোনও জুড়ি নেই।

প্রতি বছর আটই জুন বর্ষা আসার কথা থাকলেও সব সময় যে তিনি একেবারে ঠিক সময় মতো আসেন, তা কিন্তু নয়। তবে আষাঢ় মাসেই আসেন। থাকেন একটানা ভাদ্র মাস অবধি।

আর বর্ষা এলেই সব খাল, বিল, পুকুর, নদী, নালা জলে ভরে ওঠে। এর পুকুর মিশে যায় ওর পুকুরের সঙ্গে। এ পুকুরের মাছ চলে যায় তার পুকুরে। তখন শুধু বড়রাই নয়, কচিকাঁচারাও গামছা নিয়ে নেমে পড়ে মাছ ধরতে। মাছ খাওয়ার চেয়েও মাছ ধরার যে কী মজা, তা একমাত্র তাঁরাই জানেন, যাঁরা বর্ষাকালে জমা জলে শখ করে মাছ ধরেন।

এই সময় চারিদিকে শুরু হয়ে যায় ইলিশ উৎসব। গঙ্গার ইলিশ। পদ্মার ইলিশ। তার কত রকম রান্নার গাল ভরা নাম--- ইলিশ কোপতা কারি, লেবু ইলিশ, ইলিশ কাসুন্দি, আস্ত বেকড ইলিশ, কাঁটা গলানো ইলিশ, টক মিষ্টি ইলিশ, ইলিশ কোরমা, নোনা ইলিশ ভুনা, আনারস ইলিশ, ইলিশ মালাইকারি, আস্ত ইলিশ রোস্ট, ইলিশ ভিন্দালু, লবনে বেকড ইলিশ, অরেঞ্জ ইলিশ, ইলিশ কোপতা, ইলিশ পোলাও--- বলে শেষ করা যাবে না। তবে ও সব নয়, বাঙালির পাত মূলত ভরে ওঠে ইলিশ মাছের পাতুরি, ইলিশ ভাপা, সরষে ইলিশ, ইলিশের টক আর খুব বেশি হলে— দই ইলিশে। এমনি ছোট ছোট বেগুন দিয়ে ইলিশ মাছের পাতলা ঝোলও যেন বাঙালির কাছে অমৃতের সমান। কোনও অংশে কম যায় না, মচমচে ইলিশ ভাজাও। সেই মাছ ভাজার তেল আর কাঁচালঙ্কা দিয়েই কেউ কেউ অনায়াসে সাবাড় করে দিতে পারেন পুরো এক থালা ভাত। তাই বর্ষা মানেই ইলিশ মাছ। আর ইলিশ মাছ মানেই বর্ষা। একটা যেন আরেকটার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

বর্ষাকে নানা জন নানা রকম ভাবে দেখেন। কাজী নজরুল ইসলাম বর্ষাকে দেখতেন, ‘বাদলের পরী’ হিসেবে। বর্ষাকে তিনি উপভোগ করেছেন অন্তর থেকে। তাই তো বর্ষা চলে যাওয়ার সময় তাঁর মন বলে উঠেছে--- ওগো বাদলের পরী! / যাবে কোন দূরে, / ঘাটে বাঁধা তব কেতকী পাতার তরী।

ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকেও বর্ষার রূপ আকৃষ্ট করেছিল প্রবল ভাবে। তাই তিনি বর্ষার সৌন্দর্য দারুণ ভাবে বর্ণনা করেছেন তাঁর বিভিন্ন কবিতায়।

আসলে বর্ষা হল, মৌসুমী বায়ু যে অঞ্চলগুলোর ওপর দিয়ে বয়ে যায়, সেই সব অঞ্চলের একটি ঋতু। মৌসুমী বায়ুর প্রভাব যখন সক্রীয় হয, তখন প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুয়ায়ী এটি বছরের দ্বিতীয় ঋতু। বর্ষার আগের ঋতুটি হল রৌদ্রতপ্ত--- গ্রীষ্মকাল। আর পরের ঋতুটি হল সুন্দর--- শরৎকাল।

বর্ষা মানেই শুধু গোটা দেশ সবুজে সবুজ হয়ে যাওয়া নয়। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে তরতর করে গাছেদের বেড়ে ওঠা নয়। চাষিদের মুখে হাসি ফোটা নয়।* বর্ষা মানে গোটা দেশ ফুলে-ফুলেও ছেয়ে যাওয়া। এই সময় মন ভাল করে দেয়--- কদম, বকুল, কলমি ফুল, স্পাইডার লিলি, দোলনচাঁপা, সুখদর্শন, ঘাসফুল, শাপলা, সন্ধ্যামালতি, কামিনী, গুল নার্গিস, দোপাটি, অলকানন্দ, রঙ্গন।

কদম বর্ষা মানেই কদম ফুল। গাছে গাছে ফুটে থাকা কদমফুল বর্ষার প্রকৃতিতে এনে দেয় নজরকাড়া সৌন্দর্য।

বকুল এই ফুল শুকিয়ে গেলেও এর সুবাস অনেক দিন পর্যন্ত থাকে। তাই একে সুবাসিত ফুল বলা চলে। পাঁচ বৃন্তের এ ফুলে অসংখ্য পাপড়ি থাকে।

শাপলা খাল, বিল, পুকুর বা যে কোনও জলাশয়ে বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা ফুটে থাকার দৃশ্য গ্রাম-বাংলার সৌন্দর্য আরও ফুটিয়ে তোলে। আমাদের দেশে সাদা, গাঢ় লাল, নীল ও গোলাপি রঙের শাপলা বেশি দেখা যায়।

কচুরিপানা প্রকৃতির অসম্ভব সুন্দর আর এক ফুল--- কচুরিপানা। খুব অবহেলিত হলেও এর সৌন্দর্য হৃদয় কাড়ে। গ্রামাঞ্চলের খাল, বিল, পুকুরে প্রচুর কচুরিপানা হয়। গাঢ় সবুজ পাতার ওপরে সাদা আর বেগুনি রঙের মিশেল ফুলগুলোকে অসম্ভব সুন্দর করে তোলে।

কলমি ফুল কলমি গাছের বৈশিষ্ট্য হল বর্ষার জল যত বাড়ে, গাছ তত লম্বা হয়। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারে বেগুনি রঙের মন-মাতানো কলমি ফুল।

দোপাটি বর্ষায় খুব আকর্ষণীয় গোলাপি, লাল, বেগুনি, আকাশি, নীল, সাদা-সহ বেশ কয়েকটি রঙের দোপাটি ফুল মানুষকে চোখ ফেরাতে দেয় না। দোপাটি একক এবং জোড়ায় জোড়ায়ও ফুটতে দেখা যায়।

দোলনচাঁপা সাদা রঙের ফুল। বড় বড় পাপড়ি দুটি প্রজাপতির ডানার মতো দেখায় বলে এর ইংরেজি নাম--- ‘বাটারফ্লাই লিলি।

চালতা ফুল বর্ষার*বৃষ্টিতে চিরসবুজ চালতা গাছের রূপ ফুটে ওঠে তার ফুলের বাহারে। আকারে বেশ বড়, সাদা রঙের পাপড়ি ও হলদে পরাগকেশরের মিশেলে দৃষ্টিনন্দন চালতা ফুল বর্ষার প্রথম দিকে ফোটে।

বাংলা ভাষার অমর কাব্য ‘মেঘদূত’-এর মহাকবি কালিদাস তো এই আষাঢ়স্য প্রথম দিবসেই বিরোহী যক্ষ্ম মেঘকে দূত করে সুদূর দুর্গম কৈলাশের চূড়ায় পাঠিয়েছিলেন বিরোহিনী প্রিয়ার কাছে। তিনি এই আষাঢ় মাসেই চিরায়ত কাব্যগ্রন্থ ‘মেঘদূত’ রচনা করেছিলেন।

এই বর্ষাকে কত লোক যে কত ভাবে কাজে লাগায়! ছিটেফোঁটা*বৃষ্টি*হয়েছে কি হয়নি, ফাঁকিবাজ কত লোক যে তার দোহাই দিয়ে অফিস কামাই করে, তার ঠিক নেই। আবার*বৃষ্টি*হলে কেউ কেউ বলে ওঠেন--- হে বর্ষা, এত বেশি ঝোড়ো না যে, আমার প্রেয়সী আমার কাছে আসতে না পারে! ও আসার পরে এত মুষলধারায় ঝোড়ো, যেন ও যেতেই না পারে।

প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ দাশ আষাঢ়কে বলেছেন, ‘ধ্যানমগ্ন বাউল-সুখের বাঁশি।’ অন্য দিকে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত লিখেছেন ধ্রুপদী সেই পঙতি, ‘গভীর গর্জন করে সদা জলধর / উথলিল নদ-নদী ধরণীর উপর।’

কবি মধুবন চক্রবর্তী লিখতে আসার পর থেকে বৃষ্টিকে নিয়ে এত কবিতা লিখেছেন যে, তাঁকে অনায়াসে বর্ষার কবিও বলা চলে। তিনি তাঁর ‘জন্ম’ কবিতায় লিখেছেন,

’বর্ষা একটু আড়াল হতেই, / সব উপেক্ষাকে ছোবল মেরে সরিয়ে / কালবৈশাখীর ভয়াল চুম্বন কামড়ে ধরল বর্ষার নাভি... / বৃষ্টি পুড়ছে... / ওই তো ঘ্রাণ শোনা যায়... / আলপথ দিয়ে হাঁটছে একাকিত্ব... / শুনতে পাচ্ছে বৃষ্টির গোঙানি...’

বাঙালির অতি প্রিয় এই ঋতুর আগমনে পুরো প্রকৃতি তার রূপ ও রং বদলে ফেলে। পেখম মেলে নাচতে শুরু করে ময়ূর।

এর পাশাপাশি, যাঁরা কবিতার ধার ধারেন না, তাঁদের অনেকের কাছেই বর্ষাকালটা খুব ভোগান্তির। কেননা আষাঢ় মানেই*বৃষ্টির ঘনঘটা।*বৃষ্টির তোড়ে যাওয়া যায় না ঘরের বাইরে। কমে যায় দিনমজুরের আয়-উপার্জনও।

তবু বর্ষা ঋতুকে বরণ করে নিতে প্রতি বছরই বর্ষা উৎসবের আয়োজন করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন। বর্ষাপ্রেমীদের মনেপ্রাণে বেজে ওঠে---‘পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে, / পাগল আমার মন জেগে ওঠে।’

পুরনো ভারতীয় সাহিত্যে কবিরা বর্ষাকালকে বিরহের কাল হিসেবেই বিবেচিত করতেন। কারণ, ভারতে বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গে পথঘাট ও মাঠপ্রান্তর জলে ডুবে যেত। চলাচলের জন্য সে রকম কোনও যানবাহন তখন ছিল না। প্রবাসী স্বামীরা বর্ষা নামার আগেই বাড়ি ফিরতেন। বণিকেরাও তাই করতেন। কিন্তু কেউ যদি বর্ষার আগে বাড়ি ফিরতে না পারতেন, তা হলে তাঁকে পুরো বর্ষাকালটাই কাটাতে হত নিঃসঙ্গতার মধ্য দিয়ে। বর্ষাকে নিয়ে যত না লেখা হয়েছে প্রেমের কবিতা, তার চেয়ে বেশি লেখা হয়েছে বিরহের কবিতা। সে জন্য বর্ষাকে বিরহের কালও বলা হয়।

বৈষ্ণব কবিদেরও বিরহের সঙ্গে বর্ষার একটি নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে দেখা যায়। পদাবলী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহাজন, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস আর বিহারীলালের কবিতায় বর্ষা এসেছে একাধিকবার। বিদ্যাপতির বিরহের কবিতায় বর্ষা ও বিরহ একাকার হয়ে গেছে, যা নতুনত্ব হিসেবে দেখা দিয়েছিল মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতায়। সেখানে বর্ষা এসেছে রাধিকার প্রেমকে উসকে দেবার জন্য। বিশেষ করে অভিসার আর বিরহ পর্বে। এ বর্ষা যেন প্রেমানলে ঘৃতের ছিটে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রাধার কণ্ঠে বেজে উঠেছে— এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা / কেমনে আইলো বাটে / আঙ্গিনার মাঝে বঁধূয়া ভিজিছে /দেখিয়া পরান ফাটে। (চণ্ডীদাস)।

আবার রাধা বলেছে— এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর / এ ভরা বাদর মাহ বাদর / শূন্য মন্দির মোর। (বিদ্যাপতি)।

এখানে বৃষ্টির জল যেন রাধার চোখের অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ছে। যা পৃথিবীর সকল প্রেমিকাকেই ব্যাকুল করে তোলে। ব্যাকুল করে তোলে এখনকার লোকজনকেও। তাই তুমুল*বৃষ্টির পরেই যখন কলকাতার ঠনঠনিয়া, কলেজ স্ট্রিট, গড়িয়াহাট-সহ শহরতলির বিভিন্ন নিচু জায়গায় জল জমে যায়, তখন বহু পুরুষ মানুষ, প্রায় হাঁটু অবধি কাপড় তুলে জল ভেঙে ভেঙে কোনও রকমে টাল সামলাতে সামলাতে হেঁটে যাওয়া মেয়েদের দেখার জন্য উসখুস করেন।

না, কেউ কেউ যে এর ব্যতিক্রম নয়, তাও নয়। তাই যে লোকটা একের পর এক সেলুলয়েড বানিয়ে এই একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে দর্শকদের মজিয়ে রেখেছেন, নির্ভেজাল আনন্দে ভরিয়ে রেখেছেন, সেই চার্লি চ্যাপলিন অনায়াসেই বলে ওঠেন, আমি বৃষ্টিতে হাঁটতে ভালবাসি, যাতে কেউ আমার চোখের জল দেখতে না।

## আনন্দকথা

একপার্শ্বে একটি পিলসুজে প্রদীপ জ্বলিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে শাঁখঘণ্টা বাজিয়া উটিল। ঁকালীবাড়িতে আরতি হইতেছে। শুক্লা দশমী তিথি, চতুর্দিকে চাঁদের আলো। আরতির কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে বসিয়া মণির সহিত একাকী নানা বিষয়ে কথা কহিতেছেন। মণি মেঝেতে বসিয়া।

**(“কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন”)**

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — নিষ্কামকর্ম করবে। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর যে-কর্ম করে সে ভাল কাজ — নিষ্কামকর্ম করবার চেষ্টা করে।

মণি — আজ্ঞা হাঁ। আচ্ছা, যেখানে কর্ম সেখানে কি ঈশ্বর পাওয়া যায়? রাম আর কাম কি এক সঙ্গে হয়? হিন্দীতে একটা কথা সেদিন পড়লাম।

‘‘যাহাঁ রাম তাহাঁ নাহি কাম, যাহাঁ কাম তাহাঁ নাহি রাম।’’

শ্রীরামকৃষ্ণ — কর্ম সকলেই করে — তাঁর নামগুণ করা এও কর্ম — সোহহংবাদীদের ‘আমিই সেই’ এই চিন্তাও কর্ম — নিঃশ্বাস ফেলা, এও কর্ম।

*(ক্রমশঃ)*

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# বিশ্বসেরা বিজ্ঞানীদের তালিকায় জায়গা পেলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ অধ্যাপক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** বিশ্বসেরা গবেষক বিজ্ঞানীদের তালিকায় স্থান করে নিল মালদার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচজন অধ্যাপক। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় ২০২৪- ২৫ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের ২৬০ জন বিজ্ঞানী বিভিন্ন বিভাগের গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্বসেরা বিজ্ঞানীর জায়গা পেয়েছে। যার মধ্যে মালদার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ জন অধ্যাপক রয়েছেন। তাদের নাম - স্বদেশ পাল, সুনীল সাহা, অরজিত দাস। এই তিনজন অধ্যাপক গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন। পাশাপাশি গণিত



বিভাগের অধ্যাপক সনাতন দাস এবং জীববিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক শ্যামাপদ মণ্ডলের বিশ্বসেরা গবেষক বিজ্ঞানীর তালিকায় নাম উঠে এসেছে।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন, মালদার গণিখান চৌধুরি কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও একজন গবেষক এই তালিকায় রয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সারা বিশ্বের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা সংস্থার বিজ্ঞানীদের মান নির্ধারণে যৌথ সমীক্ষা করে থাকে। গবেষণার উৎকর্ষতা, পেপার পাবলিকেশন সহ ৫৪টি ক্ষেত্রের মাপকাঠির ভিত্তিতে এই মূল্যায়ন হয়ে থাকে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর এই তালিকা প্রকাশিত হয়। সেই তালিকা সামনে আসতেই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচজন অধ্যাপকের নাম উঠে এসেছে।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যার অধ্যাপক শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, একজন গবেষক বিজ্ঞানী অধ্যাপক হিসাবে এই সম্মান পাওয়ায় অত্যন্ত খুশি। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ দাস বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গোটা বিশ্বের ২ লক্ষ ২৩ হাজার ১৯২ জন গবেষক বিজ্ঞানীর তালিকা প্রকাশ করেছে। যার মধ্যে ভারতের গবেষক বিজ্ঞানী রয়েছেন ৫,৩৫১জন। পশ্চিমবঙ্গে ২৬০ জন বিজ্ঞানী এবং মালদার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন অধ্যাপককে নাম গবেষক বিজ্ঞানীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আগামীতে গৌড়বঙ্গের এই অধ্যাপকেরা তাদের গবেষণার কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ জায়গা করে নেবে বলেও আশা রাখছি।

## বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা:** মাছ ধরতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল বছর ৩৪ এর অমিত বাওয়ালি নামে এক যুবকের। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দেগঙ্গার কলসুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কামদেবকাটি গ্রামে। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে জন্য বারাসাত হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কামদেবকাটি গ্রামে অমিতের বাড়ির সামনে আছে বিশাল বিল। বিলের উপর দিয়ে গিয়েছে হাই টেনশন বিদ্যুৎ লাইন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টা নাগাদ একটা ছিপ নিয়ে বিলে মাছ ধরছিল অমিত। সে সময় অসাবধানবশত অমিতের মাছ ধরার ছিপ বিদ্যুতের তারে গিয়ে লাগে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন অমিত। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাবড়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে মৃত্যু হয় অমিতের।

**SABDARNAGR GRAM SABHA SAMABAY KRISHI UNNYAN SAMITY LIMITED**
Regd. No. 164, Dated- 12/06/1963
Vill & P.O.- Sabdarnagar, P.S.- Nowda, Dist- Murshidabad, Pin- 742175

এতদ্বারা সব্দরনগর গ্রাম সভা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সমস্ত সদস্য সদস্যাগণকে জানানো যাইতেছে যে গত ২৪/০৮/২০২৪ তারিখে '**একদিন**' পত্রিকাতে বিশেষ সাধারন সভার মাধ্যমে নির্বাচনী নির্ঘন্ট প্রকাশিত হয়েছিল তাহা অনিবার্য কারন বসত স্থগিত রাখা হইল। পরবর্তি নির্বাচনী নির্ঘন্ট এর দিনক্ষন সংবাদ পত্রিকা এবং সমিতির নোটিস বোর্ডে দেওয়া হইবে।

Sagari Mandal, ARO
Sabdarnagar G.S. SKUS Ltd.

# মদ্যপ অবস্থায় রায়গঞ্জের রাস্তায় পুলিশ কর্মী, ভাইরাল ভিডিও ঘিরে বিতর্ক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ:** আরজি কর কাণ্ডের জেরে গোটা রাজ্যে পুলিশের কার্যকলাপ নিয়ে প্রশ্ন তুলছে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন মহল। এই পরিস্থিতিতে রায়গঞ্জ শহরে উর্দি পড়ে মদ্যপ অবস্থায় এক পুলিশ কর্মীর ভিডিও ভাইরাল স্যোশাল মিডিয়ায়। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ শহরের ঘড়িমোড় এলাকায়। ওই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর আবার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে শহরজুড়ে। এই ঘটনা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছে বিরোধী রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে, বুধবার রাতে রায়গঞ্জ শহরের ঘড়িমোড় এলাকায় রাস্তায় মদ্যপ অবস্থায় ড্রেস পরিহিত অবস্থায় ঠিকমতো হাঁটতেও পারছেন না ওই পুলিশ কর্মী। কোনওক্রমে সেখান থেকে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি। সেই অবস্থায় তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন স্থানীয় মানুষ কিন্তু ঠিক মতো কথাও বলতে পারছেন না। তার নাম জিজ্ঞেস করলে নিজের নেমপ্লেটটিও হাত দিয়ে ঢেকে দেন তিনি। মদ্যপ ওই পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে ইভটিজিংয়ের অভিযোগ করছে স্থানীয় বাসিন্দারা। পরবর্তী সময়ে স্থানীয়রা সেই পুলিশ কর্মীকে একটি টোটোতে তুলে দেন।



বিজেপির জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার জানিয়েছেন, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার কঙ্কালসার অবস্থা, যা বারেবারে সামনে আসছে। বুধবার পৌনে দশটা নাগাদ এক উর্দিধারী পুলিশ অফিসার তিনি গলি থেকে টলতে-টলতে বেরোচ্ছেন, গলির মধ্যে মেয়েদের কটূক্তি করছেন। ঘড়ি মোড়ে যখন এসেছেন তিনি হাঁটতে পারছেন না। আর এই পুলিশ সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দেবে? হাস্যকর ব্যাপার! এ রাজ্যের পুলিশের এই কঙ্কালসার অবস্থার জন্য দায়ী রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। আমরা চাই পুলিশ মন্ত্রী অবিলম্বে পদত্যাগ করুক।

অপরদিকে ঘটনায় তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি অরিন্দম সরকার বলেন, উনি যে কাজটি করেছেন তা সমর্থনযোগ্য নয়। উর্দি পড়ে কেউ যদি মদ খায় তবে সেটি একধরনের ক্রাইম। এবিষয়ে অবশ্যই জেলা পুলিশ প্রশাসন আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই পুলিশকর্মী ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্মড পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত। জেলা পুলিশ লাইনে। উকিলপাড়ার বাসিন্দা ওই পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে এর আগেও মদ্যপ অবস্থায় থাকার জন্য বেশ কয়েকবার অভিযোগ উঠেছে। জানা গিয়েছে, ওই পুলিশ কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

# হাসপাতালের নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়ে অনুষ্ঠিত হল বিশেষ বৈঠক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** হাসপাতালের নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়ে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পুলিশের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ, বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা, বালুরঘাট সদর হাসপাতালে ডেপুটি সুপার অরিন্দম রায়, বালুরঘাট নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের প্রিন্সিপাল অনিন্দিতা দাস সহ আরো অনেকে।

জানা গিয়েছে, আরজি করের ঘটনার পর হাসপাতালে নিরাপত্তার উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই এদিন বালুরঘাট সদর হাসপাতাল, বালুরঘাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করা হয়। এদিনের বৈঠকে হাসপাতালে সিসিটিভি ক্যামেরা, লগ বুক, মহিলা কর্মীদের সেফটি ও সিকিউরিটি সহ বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে। জানা গিয়েছে, এখন থেকে এই ধরনের নিরাপত্তা সম্পর্কিত বৈঠক নিয়মিত করা হবে।



এ বিষয়ে ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ জানান, 'আমরা এখন নিয়মিত বিভিন্ন হাসপাতালের নিরাপত্তার বিষয়গুলো পর্যালোচনা করছি। যে সমস্ত বিষয়গুলির উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল- হাসপাতালে প্রবেশ এবং বাহির পথে সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে কিনা, হাসপাতালে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রয়েছে কিনা, প্রাইভেট সিকিউরিটির দায়িত্বে যারা রয়েছে তাঁদের পরিচয় পত্রের ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি মহিলা কর্মীদের সেফটি ও সিকিউরিটির বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলা হয়। লগবুকের ব্যবস্থা, পুলিশ টিম এবং উইনার্স টিম নিরাপত্তার বিষয়ে হাসপাতালে কিভাবে কাজ করবে সেই বিষয়গুলো অবগত করা।'

এবিষয়ে বালুরঘাট ব্লাড সেন্টারের চিকিৎসক ডা দেবব্রত দে জানান, 'আগামী ১৪ দিন পর আবার একটি রিভিউ মিটিং করা হবে। আমাদের আজ সদর্থক আলোচনা হয়েছে। যে সমস্ত ঘাটতি রয়েছে সেগুলো মিটিয়ে ফেলা আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।'

## গর্তের জমা জলে পড়ে মৃত্যু শিশুর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা:** কয়েক দিন পরেই ছিল জন্মদিন, তার আগেই গর্তের জমা জলে পড়ে মৃত্যু হল প্রায় তিন বছরের শিশু অয়নজিৎ সান্যালের। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে দেগঙ্গা কলসুর পঞ্চায়েতের মগরা গ্রামে। বিষয়টি জানার পরেই স্থানীয়রা তড়িঘড়ি উদ্ধার করে শিশুকে নিয়ে আসেন হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসক ওই শিশুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মগরা গ্রামেই থাকেন অরিজিৎ সান্যাল। তিনি পেশায় দিনমজুর। তাঁর একমাত্র ছেলে অয়নজিৎ। বয়স তিন বছর। অরিজিতের এক প্রতিবেশী বাড়ি তৈরি করছেন। বাড়ির ভিতে মাটি দেওয়ার জন্য তিনি একটি গর্ত করেন। গর্ত থেকে মাটি ফেলতেন বাড়ির ভিতে। সম্প্রতি টানা বৃষ্টির জেরে প্রতিবেশীর তৈরি করা ওই গর্তে জল জমে গিয়েছে। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গর্তের সামনে খেলা করে। বিপদ বুঝে ওই প্রতিবেশীকে গর্তের চারদিকে বেড়া দিয়ে আটকে দেওয়ার কথা বলেছিলেন গ্রামের বাসিন্দারা। অভিযোগ, গ্রামের বাসিন্দাদের পরামর্শ তিনি মানেনি। তিন বছরের একটি শিশু খেলতে খেলতে বেসামাল হয়ে ওই গর্তের জমা জলে পড়ে যান। বিষয়টি জানার পর গর্ত থেকে বাচ্চাটিকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা নিয়ে আসেন হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। কিন্তু ডাক্তার শিশুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

**SBI** এসবিআই আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, আসানসোল
২য় তল, বিজয় পাল সরণি (আসানসোল শাখা প্রেমিসেস) আসানসোল - ৭১৩৩০৪
ই-মেল- rasmeccc.asansol@sbi.co.in
**দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - IV (রুল ৮(১))

Loan A/c No. : 1) 38721267523 (HBL) 2) A/C NO. 38797671254 (ARDL.HBL) 3) 38722037972(SURAKSHA)

যেহেতু
**স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএএসএমইসিসিসি আসানসোল** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২১.০৬.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **১) প্রয়াত শ্রী রাকেশ প্রসাদ ২) শ্রীমতি স্বাতী প্রসাদ ফ্ল্যাট নং ৩০৬, ৪র্থ তল, বিনায়ক কমপ্লেক্স ব্লক - ২, রূপনারায়ণপুর, মৌজা - বানাগোরিয়া, থানা - সালানপুর, পিন - ৭১৩৩৬৪** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৩৬,৫৫,৭২৮.০০ টাকা (ছত্রিশ লাখ পঞ্চান্ন হাজার সাতশ আঠাশ টাকা) টাকা ২১.০৬.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ ২২.০৬.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে** চুক্তি মোতাবেক হারে উপরোক্ত পরিমাণের সহিত তাৎক্ষণিক ব্যয়, ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে (যদি দাবি নোটিশের পরে পরবর্তী আদায় দেওয়া হয়ে থাকে) আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএএসএমইসিসিসি আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান জেলা** নিকট বকেয়া **৩৬,৫৫,৭২৮.০০ টাকা (ছত্রিশ লাখ পঞ্চান্ন হাজার সাতশ আঠাশ টাকা) টাকা ২১.০৬.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম প্রয়াত শ্রী রাকেশ প্রসাদ এবং শ্রীমতি স্বাতী প্রসাদ।**
**সম্পত্তির বিস্তারিত :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট/ইউনিট ফ্ল্যাট নং ৩০৬ , ৪র্থতলে, '**বিনায়ক কমপ্লেক্স ব্লক -২**' ভবনে, উক্ত 'এ' তে সম্পূর্ণ বর্ণিত মতে ঢাকা এরিয়া ১০৪৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩১০ বর্গফুট, তিন বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং স্পেস, এক কিচেন, দুই টয়লেট, এক ব্যালকনি এবং পূজা ঘর, এবং সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সকলের ব্যবহারের এরিয়া নির্মিত 'এ' তপশিল অনুযায়ী ভবনে এবং এক চার চাকা কার পার্কিং স্পেস পরিমাণ ১২০ বর্গফুট এবং দুই চাকা যানের পার্কিং স্পেস পরিমাণ ২৫ বর্গফুট, উভয়ই অবস্থিত বেসমেন্ট তলে, উল্লেখ্য দলিল নং ০০২২৪০২৯১৬-২০১৯ সালের নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০২২৪-২০১৯, পৃষ্ঠা ৫৭০৯৮ থেকে ৫৭১২৭, **প্রয়াত শ্রী রাকেশ প্রসাদ এবং শ্রীমতি স্বাতী প্রসাদ এর নামে, মৌজা : বানাগড়িয়া, থানা : সালানপুর, পিন : ৭১৩৩৬৪।**
**সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১০ ফুট সড়ক এবং "বিনায়ক কমপ্লেক্স ব্লক-২"; **দক্ষিণে :** ১০ ফুট চওড়া সড়ক এবং বামে ভেন্ডার ; **পূর্বে :** ১৫ ফুট দুর্গা মন্দির রোড ; **পশ্চিমে :** ভেন্ডারের জমি এবং রেলওয়ের জমি।

তারিখ - ১২.০৯.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান - আরএএসএমইসিসিসি আসানসোল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

**AXIS BANK** অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ১ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১
**দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমান সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
**ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।**

| ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা | ক. নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ<br>খ. দাবি নোটিশের তারিখ<br>গ. প্রতীকী দখলের তারিখ | স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত |
|---|---|---|
| ১. **সাকেত ইনফ্রাডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড (এসআইপিএল)** ৪৬ বিপিন বিহারি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, ২য় তল, রুম নং ৪, কলকাতা - ৭০০০১২<br>২. **শ্রী সাকেত খতিয়ান (জামিনদাতা)** পিতা শশী কান্ত খেতন<br>৩. **শ্রীমতি কিরণ খতিয়ান (জামিনদাতা)** স্বামী শশী কান্ত খেতন, উভয়ের ঠিকানা ফোর্ট রেসিডেন্সি, ব্লক ১, ফ্ল্যাট ১এ, ৩৮ এস এন রায় রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৮<br>৪. **শ্রী অরবিন্দ কুমার মিশ্র (জামিনদাতা)** পিতা প্রথম নারায়ণ মিশ্র, রানিয়া, এ প্রাগ পার্ক, বহরমপুর, থানা - সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০০৯৬<br>৫. **শ্রী সৌরভ খেতন** ফোর্ট রেসিডেন্সি, ব্লক ১, ফ্ল্যাট ১এ, ৩৮ এস এন রায় রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৮<br>৬. **মেসার্স শ্রেয়সী ট্রেডকম প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিন)** ১ এবং ৩ ব্রাবোর্ন রোড, ইলাকো হাউস, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০০১ | ক) **২,২৯,৫৩,১৭৯.২৬ টাকা** (দুই কোটি উনত্রিশ লাখ তিপান্ন হাজার একশ উনআশি টাকা এবং ছাব্বিশ পয়সা) লোন এ/সি নং ৯১৫০৩০০৪৯৭৮৯২২১ ০৪.০৩.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.০১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ)<br>খ) ২৯.০৫.২০২৪<br>গ) ১৮.০৯.২০২৪ | ১.৩১ একর পরিমাপের কারখানা জমির সমস্ত অংশ, মৌজা- বনহুগলি, জেএল নং- ৬, দাগ নং- ৪৯৫, মডিফায়েড খতিয়ান নং ১৩৬২ (খাজনা গ্রহণের তারিখ ০১.০৯.২০১৫ অনুযায়ী) মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং- ১২৬ বিটি রোড, হোল্ডিং নং- ৫৩৯, কলকাতা- ৭০০০৩৫, থানা - বরানগর, বরানগর পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং- ১৪, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, এডিএসআর - কাশীপুর দমদম অধীন। |

তারিখ : ২০.০৯.২০২৪, স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

**SBI** এসবিআই, আরএসিপিসি বিধাননগর শাখা, কোড নং - ১৫৩৪২
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৫ম তল), ১/১৬ ভি আই পি রোড, বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৫৪
**ই-নিলাম নোটিশ**

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : নিমা লামু লেপচা, ই-মেল আইডি : sbi.15342@sbi.co.in মোবাইল নং: ৯৬৭৪৭২৬০৫৯

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সহিত পঠিত রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত সম্পদ যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নে উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী।

**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৭.১০.২০২৪**
**সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ**

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ০৭.১০.২০২৪** তারিখে '**যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৯,৩৯,১৪৫.০০ টাকা (উনিশ লাখ উনচল্লিশ হাজার একশ পঁয়তাল্লিশ টাকা)** ০২.০৩.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **শ্রী জয় সাহা,** পিতা প্রয়াত জগন্নাথ সাহা **এবং শ্রীমতি অনিমা সাহা,** স্বামী প্রয়াত জগন্নাথ সাহা, **উভয়ের ঠিকানা** - কামারথুবা ৩ নং সুভাষ বোস রোড, পো. এবং থানা - হাবরা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩২৬৩ (এ/সি নং ৩৮৬১৪৩৭০১৫৬ (এইচবিএল) এবং এ/সি নং ৩৮৭৩৭৮৮৭৫৩৮ (সুরক্ষা) কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য - **১৬,৫৬,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা (ইএমডি) - **১,৬৫,৬০০.০০ টাকা** এবং ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : **১০,০০০ টাকা।**

**জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ**
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এ-২, ২য়তলে, জি-৪ তলা '**রায় টাওয়ার**' নামে ভবনে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭২০ বর্গফুট মৌজা : জ্যাংরা, জেএল নং ১৬, সিএস দাগ নং ১৪২৯, আরএস দাগ নং ১৪৭০, আরএস খতিয়ান নং ৮১, ওয়ার্ড নং ১৫, হোল্ডিং নং এএস-২০/১৫/১৩৮০/বিএল-জিপি/১১-১২, মৌজা : জ্যাংরা, বটতলা, পো : রঘুনাথপুর, থানা : রাজারহাট বর্তমানে বাগুইআটি, কলকাতা : ৭০০০৫৯, বিধাননগর পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫২০-২০০, পৃষ্ঠা ৫০০৬ থেকে ৫০৫৪, দলিল নং ১৫০২০২১৩৯ -২০১৯ সালের তারিখ ২৫.০৭.২০১৯, সাব রেজিস্ট্রি অফিস ডিএসআর-২, উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসত, পশ্চিমবঙ্গ।
**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রীমতি অনিমা সাহা,** স্বামী প্রয়াত জগন্নাথ সাহা এবং **শ্রী জয় সাহা** পিতা প্রয়াত জগন্নাথ সাহা, কামারথুবা ৩ নং সুভাষ বোস রোড, কামারথুবা, পো এবং থানা : হাবড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩২৬৩।
**চৌহদ্দি : উত্তরে :** আরএস দাগ নং ১৪৭০ (অংশ ); **পূর্বে :** ১২ ফুট সাধারণ চলার পথ; **দক্ষিণে :** এ কে পালের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** প্রয়াত শ্রীমতি রাখা সাঁতরার সম্পত্তি।
**দখলের ধরণ : স্বত্ব দখলীকৃত**
**পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০১.১০.২০২৪**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

তারিখ : ২০.০৯.২০২৪ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা এসবিআই, আরএসিপিসি বিধাননগর

**Bank of India BOI** Relationship beyond banking
**ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বেলেঘাটা শাখা**
২, হেম চন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা - ৭০০০১০
ফোন : ০৩৩ ২৩৭০ ৯৫৪৯/২৩৭৩ ১৬৪৪ ইমেল : beliaghata.kolkata@bankofindia.co.in

পরিশিষ্ট -IV-A
(দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬) সংস্থান)
**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ**
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী/স্বত্ব দখলীকৃত "**যেখানে যে অবস্থায় আছে**", "**যেখানে যা আছে**" এবং "**যেখানে যেমন আছে**" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে ৩০.০৯.২০২৪ তারিখে **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বেলেঘাটা ব্রাঞ্চ কর্তৃক শ্রীমতি অমিয় মান্না** কাছ থেকে ২০,৫০,৮৪১.৬০ টাকা আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য ১৮,৫৭,০০০.০০ টাকা এবং বায়না মূল্য ১,৮৫,৭০০.০০ টাকা।
**সম্পত্তির বিবরণ**
ফ্ল্যাট নং জি/০৫, ৩য়তল, পিছনের দিকে, মৌজা : সরসুনা, হোল্ডিং নং ৪০/৪৬, জেএল নং ১৭, তৌজি নং ৬৩, ৬৪ , প্রেমিসেস নং ৪০, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা: ৭০০০৬১, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৫০ বর্গফুট জি-৩ তলা ভবনে।
বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট www.bankofindia.co.in দেখুন।
তারিখ : ৩০.০৮.২০২৪ স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পরিশিষ্ট -IV-A
(দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬) সংস্থান)
**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ**
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী/স্বত্ব দখলীকৃত "**যেখানে যে অবস্থায় আছে**", "**যেখানে যা আছে**" এবং "**যেখানে যেমন আছে**" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে ৩০.০৯.২০২৪ তারিখে **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বেলেঘাটা ব্রাঞ্চ কর্তৃক প্রতিভা দাস** কাছ থেকে ১৫,৭২,৬৫৬.৩০ টাকা আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য ২৩,৭৭,০০০.০০ টাকা এবং বায়না মূল্য ২,৩৭,৭০০.০০ টাকা।
**সম্পত্তির বিবরণ**
হোল্ডিং নং ১২৫৪, নব কুমার গাতি কলোনি, পো : যুগবেড়িয়া, থানা : নিউ বারাকপুর, বিলকান্দা নং ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১১০।
বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট www.bankofindia.co.in দেখুন।
তারিখ : ৩০.০৮.২০২৪ স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

**SBI** স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
**ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ**

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]**

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২২.১০.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ**

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত ২২.১০.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৫৩,১৮,৯০৩.০০ টাকা (তিপান্ন লাখ আঠার হাজার নশো তিন টাকা) টাকা ২৯.০৪.২০২৪ পর্যন্ত** পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রীমতি সংঘমিত্রা কর্মকার (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী বিশ্বজিৎ কর্মকার, **ঠিকানা** - ১২সি/১, রাখাল দাস আড্ডি রোড, ৪র্থ তল, পো. এবং পো. - আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭ **এবং** ৮ডি, মহেশ চন্দ্র দত্ত লেন, ৩য় তল, বি জি প্রেসের নিকট, পো. আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭ **এবং** ৪ডি, রাখাল দাস আড্ডি রোড, কলকাতা - ৭০০০২৭ **শ্রী বিশ্বজিৎ কর্মকার (ঋণগ্রহীতা)** পিতা মদন কর্মকার **ঠিকানা** - ১২সি/১, রাখাল দাস আড্ডি রোড, ৪র্থ তল, পো. এবং পো. - আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭ **এবং** ৮ডি, মহেশ চন্দ্র দত্ত লেন, ৩য় তল, বি জি প্রেসের নিকট, পো. আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭ **এবং** প্রযত্নে ক্রিয়েটিভ ইন্টেরিয়র, ৪ডি, রাখাল দাস আড্ডি রোড, কলকাতা - ৭০০০২৭ কাছ থেকে।

**(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)**
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেল মেঝে সমন্বিত বসবাসের ফ্ল্যাট ৪র্থতলে, পরিমাণ আনুমানিক ১০০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, দুই বেড রুম, এক ডাইনিং তথা ড্রইং, এক কিচেন, দুই টয়লেট, এবং এক ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সংশ্লিষ্ট মোট জমির পরিমাণ ০২ কাঠা ০২ ছটাক কমবেশি তদস্থিত জি-৪ তল ভবনে প্রেমিসেস নং ১২সি/১, রাখাল দাস আড্ডি রোড, (পূর্বতন পরিচিত প্রেমিসেস নং ২/১/১স ব্রিজ রোড), ওয়ার্ড নং ৮২, স্থানীয় কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, উল্লেখ্য অ্যাসেসি নং ১১-০৮২-১৪-০২০৩-৭, থানা : নিউ আলিপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০২৭।
স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০১-২০২০,পৃষ্ঠা ৬২১০৪ থেকে ৬২১৩১, দলিল নং ১৯০১০১৩৬১-২০২০ সালের।
**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রীমতি সংঘমিত্রা কর্মকার,** স্বামী শ্রী বিশ্বজিৎ কর্মকার।
**সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং ৪এ, রাখাল দাস আড্ডি রোড ; দক্ষিণে : ৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং ১২সি, রাখাল দাস আড্ডি রোড ; পূর্বে : রাখাল দাস আড্ডি রোড ; পশ্চিমে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং সলিল দাস এবং অন্যান্যর ভবন।
**সংরক্ষিত মূল্য ৫০,২০,০০০.০০ টাকা,বায়না জমা ৫,০২,০০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য ১০,০০০.০০ টাকা।**

**পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৪.১০.২০২৪** প্রতীকী দখলীকৃত যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

তারিখ ঃ ২০.০৯.২০২৪ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে অনুমোদিত অফিসার
স্থান ঃ কলকাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক কলকাতা মেন ব্রাঞ্চ**
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১
পরিশিষ্ট - IV-A" [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)] স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

**ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের বিক্রির জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে**
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কলকাতা মেন ব্রাঞ্চ (নির্ধারিত ঋণদাতা) অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে "যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" **২১.১০.২০২৪ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (নির্ধারিত ঋণদাতা)** নিম্নোক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

| ক্র. নং | ঋণগ্রহীতা এবং শাখার নাম | সম্পত্তির বিস্তারিত | ক) দখলের ধরণ<br>খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা<br>গ) সংরক্ষিত মূল্য<br>ঘ) ইএমডি পরিমাণ<br>ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ<br>চ) সম্পত্তির আইডি<br>ছ) বকেয়া পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ১ | রুম্পা গুইন<br>শাখা : কলকাতা মেন | ফ্ল্যাট নং বি১, পরিমাণ ৮৮০ বর্গফুট , ২য়তলে, উইন্ড ভিলা, প্রেমিসেস নং ৩০৫, মহাত্মা গান্ধি রোড,ওয়ার্ড নং ১৪২, কেএমসি অধীন, কলকাতা : ৭০০১৪০৪। | ক) স্বত্ব<br>খ) জানা নেই<br>গ) ২৭.৫৫ লাখ টাকা<br>ঘ) ২.৭৬ লাখ টাকা<br>ঙ) ১০,০০০ টাকা<br>চ) IDIB30015911390<br>ছ) ২৭,৩৩,৭৮৭ টাকা (২৪.০৮.২০২২ অনুযায়ী) |
| ২ | শ্রী সঞ্জয় কুমার দাস এবং মেসার্স আলিশা আদিত্য এন্টারপ্রাইজেস, স্বত্বা : সঞ্জয় কুমার দাস, ৫৩০, এস এন রায় রোড, কলকাতা: ৭০০০৩৮।<br>শাখা : কলকাতা মেন। | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৪ কাঠা ৬ ছটাক, প্লট নং ১০ এবং ১২, মৌজা : কোদালিয়া, জেএল নং ৩৫, আরএস দাগ নং ২১৯৯, এলআর দাগ নং ২৩৩৬, হোল্ডিং নং ৭৭২, জে এন বসু রোড, থানা : সোনারপুর, ওয়ার্ড নং ২১, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জি-৩ তলা ভবন নির্মিত তদস্থিত। | ক) প্রতীকী<br>খ) জানা নেই<br>গ) ৯৫.০৪ লাখ টাকা<br>ঘ) ৯.৫১ লাখ টাকা<br>ঙ) ১০,০০০ টাকা<br>চ) IDIB30246821796<br>ছ) ৫২,২৬,৮৯৪.০১ টাকা (৩১.০৫.২০২১ অনুযায়ী) |
| ৩ | মেসার্স সারদা এন্টারপ্রাইজ, শ্রী স্বপন মজুমদার এবং শ্রীমতি স্বপ্না ঘোষ (জামিনদাতা) প্রেমিসেস নং ১১৪, শাখা পঞ্চাননতলা রোড,পো : বি ডি সোপান, কলকাতা : ৭০০১১৬।<br>শাখা : কলকাতা মেন। | ফ্ল্যাট পরিমাণ ১২৭০, একতলায় , প্রেমিসেস নং ১১৪, শাখা পঞ্চাননতলা রোড, পো : বি ডি সোপান, কলকাতা : ৭০০১১৬। | ক) প্রতীকী<br>খ) জানা নেই<br>গ) ২৮.২৯ লাখ টাকা<br>ঘ) ২.৮৩ লাখ টাকা<br>ঙ) ১০,০০০ টাকা<br>চ) IDIB30218389473<br>ছ) ৪৫,০৪,৫৩৬ টাকা (২৮.০৩.২০২৪ অনুযায়ী) |
| ৪ | শীর্ষেন্দু পাত্র, ফ্ল্যাট -এ২, ২য়তল, প্রেমিসেস নং জে-২২৪, পাহারপুর রোড, কলকাতা : ৭০০০২৪,<br>শাখা : কলকাতা মেন। | ফ্ল্যাট এ২, ২য়তল, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৪৪.১৪ বর্গফুট , প্রেমিসেস নং জে-২২৪, পাহারপুর রোড, ওয়ার্ড নং ১৩৩, কেএমসি অধীন, কলকাতা : ৭০০০২৪। | ক) প্রতীকী<br>খ) জানা নেই<br>গ) ২৩.৬১ লাখ টাকা<br>ঘ) ২.৩৭ লাখ টাকা<br>ঙ) ১০,০০০ টাকা<br>চ) IDIB30139670022<br>ছ) ২৬,১৪,৩০৩ টাকা (৩১.০৩.২০১৭ অনুযায়ী) |

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি-র স্ট্যাটাসের জন্য support.ebkray@psballiance.com ইমেল করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://www.ebkray.in এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি., যোগাযোগ নং "৮২৯১২ ২০২২০"-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
**যোগাযোগের ব্যক্তি : দীপক কুমার দে, অনুমোদিত অফিসার (০৩৩) ২২৩০ ৮৯৯২/২২৩০ ৬৭৭২**
তারিখ : ১৮.০৯.২০২৪, স্থান : কলকাতা স্বা/-, অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

## নির্যাতিতা ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে দেখা লকেটের

# অভিযুক্তর কঠোর শাস্তির দাবিতে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** বাঁকুড়ার সোনামুখীতে নির্যাতিতা স্কুল ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে দোষী পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষর কঠোর শাস্তির দাবিতে দলমত নির্বিশেষে মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের।

আরজি কর কাণ্ড নিয়ে যখন সারা দেশ তোলপাড় তার মাঝেই এক স্কুল ছাত্রীকে নিজের বাড়িতে আটকে রেখে দিনের পর দিন ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল সোনামুখী পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ নারায়ণ মিত্রর বিরুদ্ধে। এবার সেই ঘটনায় নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়।



পাশাপাশি এই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে এগিয়ে এসে অভিযুক্তর কঠোর শাস্তির দাবিতে রাস্তায় নামার আহ্বান জানান লকেট চট্টোপাধ্যায়।

সম্প্রতি বাঁকুড়ার সোনামুখী থানা এলাকার পূর্ব পরিচিত এক স্কুল ছাত্রীকে নিজের বাড়িতে আটকে রেখে দিনের পর দিন ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে সোনামুখী পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির সোনামুখী ব্লকের সভাপতি নারায়ণ মিত্রর বিরুদ্ধে। গত শুক্রবার নির্যাতিতা ছাত্রী কোনও ক্রমে মুক্তি পেয়ে সোনামুখী থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ ওইদিনই তড়িঘড়ি অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

এই ঘটনার কয়েকদিন যেতে না যেতেই বুধবার সন্ধ্যায় নির্যাতিতার পরিবারে হাজির হন বিজেপির মহিলা নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলে ঘটনার বিবরণ নেন তিনি। কথা বলেন নির্যাতিতার সঙ্গেও। পরে তাঁর অভিযোগ, অভিযুক্ত তৃণমূলের নেতা হওয়ায় তাঁকে বাঁচাতে পুলিশ নিয়ে চলে গিয়েছে। মানুষের হাতে পড়লে মানুষ তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলত। এই ধরনের অপরাধীদের গাছে বেঁধে পেটানো দরকার। একই সঙ্গে লকেট চট্টোপাধ্যায় আরজি কর কাণ্ডের মতো এই ঘটনাতেও অভিযুক্তর কঠোর শাস্তির দাবিতে দলমত নির্বিশেষে মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। নির্যাতিতার পরিবারও এদিন অভিযুক্তর কঠোরতম শাস্তির দাবি জানান লকেট চট্টোপাধ্যায়ের কাছে।

## বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ শান্তনু ঠাকুরের



**নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা:** মুখ্যমন্ত্রীকে কখনো 'বেবোধ' কখনও 'চেটো' বলে আক্রমণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের। গাইঘাটার বলদেঘাটায় জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শনে এসে নিজেই নৌকো চালিয়ে জলবন্দি মানুষের কাছে পৌঁছে তাদের হাতে ত্রিপল তুলে দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। ডিভিসি জল ছাড়া নিয়ে কেন্দ্রের উপর দায় চাপিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন তার পাল্টা উত্তরে কেন্দ্রীয় প্রমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, বেবোধ মুখ্যমন্ত্রী হলে যা হয় আর কি বাঁধে যদি জলের চাপ পড়ে বাঁধ ভেঙে গেলে তো মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িও ভেসে যাবে। পাশাপাশি এদিন জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলন স্থল থেকে প্লাস্টিকের ত্রিপল এবং ফ্যান সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে শান্তনু ঠাকুর বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর যে চটি-চাটাগুলো আছে তাদের কাজই এটা, ডেকে নিয়ে গিয়ে এদের আন্দোলনটাকে ভঙ্গ করা এরাও টোপে পড়ে গেল। ওকে আমরা চিনি ভালো করে। চেটো চেনো? চেটো লাগলে পরে ছাড়ায় না উনি হচ্ছেন সেই চেটো এমনটাই কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের। উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটার সুটিয়া পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন অবস্থায় রয়েছেন অনেক মানুষ ঘরছাড়া রয়েছেন। বলদেঘাটায় প্রায় দেড়শোর পরিবার জলবন্দি হয়ে রয়েছে। এদিন বিকেলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বনগাঁ লোকসভার সাংসদ শান্তনু ঠাকুর নিজেই নৌকো চালিয়ে জলবন্দি থাকা বেশ কয়েকটি বাড়ি পরিদর্শন করলেন। এদিন শান্তনু ঠাকুর রাজ্যের নেতৃত্বের উপরে দোষারোপ চাপালেন এলাকার জল নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় প্রশাসনের ওপরে ক্ষোভ উগরে দেন। জলবন্দি বাসিন্দারা দাবি করেন এখনো পর্যন্ত তাদের কাছে কোনও ধরনের ত্রাণ পৌঁছয়নি। তারা বলছেন, ত্রিপল দিয়ে কি হবে? খাল সংস্কারের ব্যবস্থা করা হোক। খাল সংস্কার না হয় প্রতি বছর তারা জলে ঢুকে যাচ্ছে। পাল্টা কটাক্ষ করেন তৃণমূল। বনগাঁ সংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, শান্তনু বাবু ইছামতির সংস্কারের নাম করে ১০০ কোটি টাকার উপরে নিজের পকেটে পুরে নিয়েছেন তাই সংস্কার হয়নি। বাংলার মানুষ জানে মুখ্যমন্ত্রী মানুষের পাশে রয়েছেন ইতিমধ্যেই ত্রাণ পাঠানোর কাজ শুরু করেছেন আমরা প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দেব।

## নদী গর্ভে চাষের জমি তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা



**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** 'নদীর ধারে বাস, চিন্তা বারো মাস', তবে শুধু চিন্তা নয়, চরম দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে ইন্দাসের রোল গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার দামোদর তীরবর্তী ভাসনা এলাকার মানুষের। ফি বছর জলের তোড়ে পাড় ভাঙছে দামোদরের, নদী গর্ভে চাষের জমি তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন গ্রামের মানুষ।

স্থানীয়দের দাবি, প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও কেনো কাজ হয়নি। গ্রামবাসী ফাল্গুনী ঘোষ, সাথী মণ্ডলরা বলেন, বর্তমানে যা পরিস্থিতি রাতে ঘুমোতে পারিনা। নদীর ধারেই চাষের জমি, এই জমিই নদীগর্ভে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। চোখের সামনে চাষযোগ্য জমি এভাবে বিলীন হতে দেখা ছাড়া কোন উপায় নেই। প্রশাসনকে বারবার জানালেও নদী ভাঙন প্রতিরোধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে তাঁরা দাবি করেন।

ইন্দাসের বিডিও সুরেন্দ্রনাথ পতি বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, 'আমি ওই এলাকায় গিয়েছিলাম, চাষের জমির কাছাকাছি নদী পৌঁছে গিয়েছে। ভাঙন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।' এবিষয়ে প্রস্তাব তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবেন বলে জানান।

## ডিভিসি আড়াই নয়, সাড়ে ৩-৪ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ার দাবি বেচারামের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** ডিভিসির জল ছাড়ার ফলে ভাসছে হুগলি। বানভাসি হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া থেকে তারকেশ্বর ও আরামবাগের বড় অংশ। দামোদর, মুণ্ডেশ্বরী, রূপনারায়ণ ও দারকেশ্বর এই চার নদীর জলস্তর বিপদসীমা ছাড়িয়ে বইছে গ্রামের ওপর দিয়ে। ফলে ঘর ছাড়া প্রায় কয়েক লক্ষ মানুষ।

সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হুগলির আরামবাগ সাব ডিভিশন। খানাকুল ১ ও ২ ব্লকের মোট তেইশটি গ্রাম পঞ্চায়েত সম্পূর্ণ জলের তলায় চলে গিয়েছে। আরামবাগ শহরের ৮টি পঞ্চায়েত সম্পূর্ণ জলমগ্ন, চারটি পঞ্চায়েত আংশিক জলমগ্ন। ফুঁসছে রূপনারায়ণ, ভেঙেছে বাঁধ, জল ঢুকেছে খানাকুলের গ্রামে! ভেঙেছে একাধিক বাঁধ, দক্ষিণবঙ্গে কড়া নাড়ছে বন্যা! ঘরছাড়া হাজার হাজার মানুষ বুধবারও বিপুল পরিমাণ জল ছাড়ল ডিভিসি! পুজোর আগে বহু জেলায় ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কা। পুড়শুড়া এলাকার মোট ছয়টি পঞ্চায়েত এখনও জলের তলায়। গোঘাট এক এলাকায় ৪টি পঞ্চায়েত ও গোঘাট ২ এর ২ টি পঞ্চায়েত জলমগ্ন। জাঙ্গিপাড়া এলাকার তিনটি পঞ্চায়েতও ডিভিসির জলে ভেসে গিয়েছে।

অন্যদিকে তারকেশ্বরের চারটি পঞ্চায়েতও জলমগ্ন হয়ে রয়েছে এই মুহূর্তে। বুধবারের পাওয়া আপডেট অনুযায়ী মোট ১ লক্ষ ১৫ হাজার মানুষকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিভিন্ন ত্রাণশিবিরে। জেলা জুড়ে ১৩৭টি প্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। এরপরেও এখনও বহু মানুষ রয়েছেন গৃহহীন। মনে করা হচ্ছে মোট গৃহহীন মানুষের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষের কাছাকাছি। পর্যাপ্ত পরিমাণের পানীয় জল ও খাবার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে প্রশাসন। সেচ দপ্তরের সূত্র অনুযায়ী, প্রায় আড়াই লক্ষ কিউসেক জল বইছে দামোদরের ওপর দিয়ে। দামোদর দারকেশ্বর রূপনারায়ণ কংসাবতী-সহ একাধিক নদী বিপদসীমার চেয়ে প্রায় দেড় মিটার ওপর দিয়ে বইছে। যার ফলে বিভিন্ন বাঁধে ভাঙন ধরছে। জানা যাচ্ছে, ডিভিসির জল ছাড়ার ফলেই অতিরিক্ত জলের চাপে ভেঙেছে সমস্ত নদী বাঁধ! পরিবহনমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর বন্যা পরিদর্শনে গিয়ে জানান, ডিভিসি পরিকল্পনা করে মাঝে-মাঝে যদি জল ছাড়ে তা হলে এইভাবে প্লাবিত হয় না। মুখ্যমন্ত্রী অনেকবার ডিভিসি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছেন যে খেপে খেপে বা ধীরে ধীরে জল ছাড়তে, কিন্তু ডিভিসি কর্তৃপক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর কথায় কর্ণপাত করেনি। যে ভাবে ডিভিসি জল ছাড়ছে নতুন করে অনেক গ্রামেই প্লাবিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ বিষয়ে কৃষি ও বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না অভিযোগ করেছেন, ডিভিসি আড়াই লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ার দাবি করলেও, তাঁদের অনুমান, সেই পরিমাণটা সাড়ে তিন থেকে চার লক্ষ কিউসেক। সেই কারণেই বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। বেচারাম মান্না আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন, দুর্গত মানুষদের সবরকম সাহায্য করতে সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে প্রশাসন।

## তারকেশ্বরের একাধিক এলাকা জলবন্দি, ত্রাণ না পেয়ে ক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** বানভাসি সাধারণ মানুষ। ঘরবাড়ি গিয়েছে জলের তলায়। হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া যে দিকে তাকানো যায় চিত্রটা কার্যত এক। ত্রাণ না পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে বন্যা কবলিত এলাকার মানুষজন। হুগলির তারকেশ্বরের কেশবচক গ্রাম পঞ্চায়েতের নছিপুরের পাত্রপাড়া, দেবীপুর, নছিপুর, উত্তরপাড়া এলাকায় প্রায় দুশো থেকে আড়াইশোটির বেশি পরিবারের বসবাস। বুধবার থেকে জলবন্দি অবস্থায় দিন কাটছে তাদের। প্রশাসনের তরফ থেকে কোনও সহযোগিতা মেলেনি বলে অভিযোগ নছিপুর গ্রামের বাসিন্দাদের।

গলা অবধিও জল ছিল এই এলাকায়। বৃহস্পতিবার একটু পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। কোমর পর্যন্ত জল আছে এলাকায়। এলাকার পুরুষরা জল পেরিয়ে অন্য গ্রাম থেকে পানীয় জল বা পর্যাপ্ত খাবারের ব্যবস্থা করছেন নিজেরাই। তবে প্রশাসনের কোনও সহযোগিতা না পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন বন্যা কবলিত এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'আমাদের খাবার নেই। জল নেই। দেখুন না কী অবস্থা। মানুষ যে যাতায়াত করবে, বোট ব্যবহার করবে তাও নেই। প্রশাসনের দেখা নেই। আমাদের একটু ত্রাণের ব্যবস্থা তো করতে পারে? কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।'

## বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে সহকারী সভাধিপতি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট:** সভাধিপতির পর এবার সহকারী সভাধিপতি বীণা মণ্ডল স্বরূপনগরের বন্যা দুর্গত এলাকায় সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে দুর্গত এলাকায় পৌঁছলেন। কথা বললেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সহকারী সভাধিপতি তথা স্বরূপনগরের বিধায়ক বীণা মণ্ডল সহ একটি প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার স্বরূপনগরের শুশুনা গ্রাম পঞ্চায়েত, চারঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত, গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ও সারাফুল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরে দেখেন। এই বিস্তীর্ণ এলাকা অতি বৃষ্টির কারণে জলের তলায়। সমস্যায় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে গবাদি পশুরা। সেইসব এলাকা ঘুরে দুর্গত মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং মহিলাদের শাড়ি ও শিশুদের নতুন পোষাক তুলে দেন বীণা মণ্ডল। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো আমরা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করে ও মানুষের সমস্যার কথা শুনে গেলাম। এই রিপোর্ট যেমন জেলা পরিষদে যাবে তেমনি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরেও যাবে। মানুষ যাতে সুরাহা পায় রাজ্য সরকার তার ব্যবস্থা করবে বলেও জানান সহকারী সভাধিপতি।

## বেচারামের নেতৃত্বে সাবওয়ের দাবিতে সিঙ্গুর স্টেশনে ধরনা অবস্থান বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাবওয়ে সংক্রান্ত অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন, কিন্তু সাবওয়ে আজও নির্মিত হয়নি। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রকের কাছে মন্ত্রী বেচারাম মান্না (সিঙ্গুরের বিধায়ক) বারংবার রেল দপ্তরের কাছে আবেদন করলেও কোনও কর্ণপাত করেনি বলে অভিযোগ। সিঙ্গুর গোলাপ মোহিনী মল্লিক উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও সিঙ্গুর মহামায়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা রেললাইন পারাপারে যাতে কোনও রকম সমস্যা না হয়, তার জন্য বৃহস্পতিবার সাবওয়ের দাবিতে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিরাট বিক্ষোভ কর্মসূচি হয় সিঙ্গুর ১নং রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে। নেতৃত্ব দেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না ও সিঙ্গুরের একাধিক নেতৃত্ববৃন্দ ও স্থানীয় গ্রামবাসীরা।

এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী তথা সিঙ্গুরের বিধায়ক বেচারাম মান্না বলেন, 'সিঙ্গুরের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি সিঙ্গুর স্টেশনে অবিলম্বে সাবওয়ে জরুরি দরকার। সিঙ্গুর স্টেশনের পাশেই স্কুল কলেজ হাসপাতাল বাজার আছে ছাত্র-ছাত্রীরা রেললাইন



পার হয়ে যাওয়া আসা করে দৈনিক লক্ষ লক্ষ মানুষ রেললাইন পার হয়ে যাওয়া আসা করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি এই সাবওয়ের অনুমোদন করেছিলেন। গত চার বছর ধরে সাবওয়ে তৈরির জিনিসপত্র পড়ে আছে কিন্তু তৈরি হচ্ছে না। আগের এমপি এই নিয়ে কিছুই করেননি। তাই এই আন্দোলন বৃহস্পতিবার সারাদিন ধরে সিঙ্গুর স্টেশনে শান্তিপূর্ণ অবস্থান ধারনা চলে। এখান থেকে রেল লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করে তা হলে কেন করবে না? এরপরে রেল যদি না করে তা হলে আমাদের বৃহত্তর আন্দোলন করতে হবে এবং রেলকে করতেই হবে এই সাবওয়ে যতরকম সহযোগিতা আছে পঞ্চায়েত ও আমরা সহযোগিতা করব।'

## ক্ষতিপূরণ-বিমার দাবিতে বিক্ষোভ চাষি কমিটির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** আলু চাষিদের ক্ষতিপূরণ ও বিমার দাবিতে বিক্ষোভ দেখানো হল পূর্ব বর্ধমান কৃষি ঐক্যমঞ্চ মেমারি ১ ও ২ নম্বর ব্লকের চাষি কমিটির পক্ষ থেকে। চাষিরা জানিয়েছেন, অতি বৃষ্টিতে একদিকে ১০০ শতাংশ আলু চাষের ক্ষতি হয়েছে। দুবার করে চাষ করতে হচ্ছে একই জায়গায়। তার ওপরে চাষে আলুর ফলনেও ক্ষতি হয়েছে। এদিকে বিমা কোম্পানি ও প্রশাসন নামমাত্র টাকা দেওয়ার ঘোষণা করার পরেও আলু চাষিরা বিমা পাওয়া থেকে বঞ্চিত। তাই এদিন মেমারির এক ও দুই নম্বর ব্লকের চাষিরা বিক্ষোভে সামিল হন। ক্ষতিগ্রস্ত আলু চাষিদের ১০০ শতাংশ বিমা প্রদানের দাবিতে পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসক দপ্তরের সামনে এদিন বিক্ষোভ দেখান ও জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।

এর পাশাপাশি কৃষি ঋণ মকুব, কৃষিতে বাঘগ্রহীত বিদ্যুৎ বিনা পয়সায় দিতে হবে, সারের কালোবাজার রোধ সহ কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবি জানান মেমারির আলু চাষিরা। এদিন বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেন মহিলা সহ পুরুষ শ্রমিক চাষিরাও।

## ম্যানমেড বন্যা অভিযোগে ভিনরাজ্যের সঙ্গে পণ্য পরিষেবা বন্ধ করল প্রশাসন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল:** নিম্নচাপের জেরে বাংলা সহ ঝাড়খণ্ডে ব্যাপক বৃষ্টির কারণে এই দুই রাজ্যের জলাধার বিপদ সীমার উপর বইছিল। এই কারণ দেখে ব্যাপক পরিমাণে জল ছাড়া হয় পাঞ্চেত ও মাইথন ড্যাম থেকে। শুধু তাই নয়, জল ছাড়া হয় দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকেও এর ফলে নিম্ন দামোদর এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

পরিস্থিতি সরজমিনে খতিয়ে দেখতে বন্যা কবলিত এলাকায় পরিদশনে আসেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন ম্যানমেড বন্যা এবং ডিভিসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করছেন বলে ঘোষণা করেন তিনি। এরপরই উঠে পড়ে লাগল বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানার আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ বাহিনী। ভিনরাজ্য থেকে বিশেষ করে ঝাড়খণ্ড থেকে আসা পণ্যবাহী ট্রাককে আটকে দিল আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ। এদিন ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে বারাবনি থানার পুলিশের তৎপরতায় আটকে দেওয়া হয় ঝাড়খণ্ড থেকে আগত পণ্যবাহী ট্রাককে।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, বাংলাকে বঞ্চিত করতে বরাবর সচেষ্ট কেন্দ্র সরকার তাই জলাধারগুলিকে ডোজিং না করে আর জল ধরার ক্ষমতা নেই বা জলধারগুলির জল ধারণ ক্ষমতা বিপদসীমার ওপরে বইছে এই অজুহাত দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে কৃত্রিম বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। উল্লেখ্য, এই দিন বারাবনি থানার অন্তর্গত ঝাড়খণ্ড থেকে আগত বিভিন্ন পণ্যবাহী ট্রাককে আটকে দেয় বারাবনি থানার পুলিশ।

## ত্রাণশিবির পরিদর্শনে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের শাহ হোসেনপুর এলাকায় অস্থায়ী ত্রাণশিবির পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আর এক মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ সহ ব্লক ও জেলা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা।

গত শুক্রবার থেকে একটানা বৃষ্টির পাশাপাশি বিভিন্ন জলাধার থেকে জল ছাড়ার ফলে দামোদর নদে বেড়ে যায় জলস্তর। নিম্ন দামোদর নদের তীরবর্তী এলাকাগুলি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। যার ফলে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। বিঘের পর বিঘে চাষের জমি চলে গিয়েছে জলের তলায়। বাড়িঘর ছেড়ে আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নেয় বহু মানুষ। ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেয় প্রায় তিনশো জন গৃহহীন মানুষ। বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায় চলে যায়।



সেখানে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। সেই ত্রাণ শিবির পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের মন্ত্রী সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। কথা বললেন শিবিরে থাকা মানুষজনের সঙ্গে। খতিয়ে দেখেন এলাকার পরিস্থিতি। যে সমস্ত মানুষজন শিবিরে বসবাস করছেন তাদের সঙ্গে কথা বলে এলাকার যেমন খোঁজখবর নেন পাশাপাশি ত্রানশিবিরে কী ব্যবস্থা রয়েছে সে সম্পর্কেও খোঁজখবর নেন মন্ত্রী এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা। সমস্ত রকমের সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়। ত্রাণশিবিরে থাকা মানুষজনের খাবার যাতে ঠিকমতো দেওয়া হয় সে বিষয়েও নির্দেশ দেন মন্ত্রী। শিবিরে থাকা মানুষদের এদিন নিজের হাতেও খাবার পরিবেশন করতে দেখা যায় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে।

## মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে সুপারের ঘরের সামনে জুনিয়র ডাক্তারদের বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** কলকাতার আরজি কর কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া সন্দীপ ঘোষের অন্যতম মাথা অভীক দে'র সঙ্গে একই অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে সুপার প্রসেনজিৎ বরকে। অভীক দে'র পাশে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা মেডিক্যাল কলেজের সুপারের পোস্টার মালদা মেডিক্যাল কলেজের দেওয়ালে টাঙিয়ে নতুন করে বিক্ষোভ শুরু করলেন জুনিয়র ডাক্তাররা। গোটা মেডিক্যল কলেজের দেওয়ালে এই পোস্টারে ছয়লাপ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ২০২৩ সালের একটি অনুষ্ঠান মঞ্চে অভীক দে'র সঙ্গে ছিলেন মালদা মেডিক্যল কলেজ ও হাসপাতালে সুপার প্রসেনজিৎ বর। আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারেরা এই অভিযোগ তুলেই মালদা মেডিক্যাল কলেজের সুপারের ঘরের সামনেই নতুন করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন। মোতায়েন করা হয়েছে ইংরেজবাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

বৃহস্পতিবার ২০২৩ সালের সেই অনুষ্ঠান মঞ্চের ছবি প্রিন্ট আউট করে পোস্টার লাগানো হয়েছে গোটা হাসপাতাল জুড়ে। হাসপাতালের সুপার প্রসেনজিৎ বরের ঘরের সামনেই রয়েছে একাধিক পোস্টার। যেখানে দেখা যাচ্ছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সুপারের উপস্থিতিতে অভীক দে চিকিৎসকদের ডিগ্রি তুলে দিচ্ছেন। তাই মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকরা জানতে চায় সন্দীপ ঘোষের অন্যতম মাথা এই অভীক দে কি কারণে মালদা মেডিক্যাল কলেজে আনাগোনা ছিল। মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও থ্রেট কালচার অবশ্যই রয়েছে। আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তাররা জানান, অবিলম্বে কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহি করতে হবে এই অভীক দে কি কারণে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এসেছিল।

## গ্যারেজের পাওনা টাকা চাওয়া নিয়ে শ্রমিক খুন, গ্রেপ্তার ২

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট:** গ্যারেজের পাওনা টাকা চাওয়া নিয়ে বচসা। তার জেরে পিটিয়ে এক শ্রমিককে খুনের অভিযোগ। খুন করে শ্রমিককে নদীতে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ। মৎস্যজীবীদের জালে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার। ঘটনায় আহত আরও দুই শ্রমিক। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল মাটিয়া থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষ্যে মদ খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে মদ্যপ অবস্থায় গন্ডগোল হয় তার জেরে মৃত বছর ২৯ এর বিশ্বজিৎ মুন্ডা। গ্রেপ্তার বাবু মণ্ডল ও তার সাকরেত রায়হান বিশ্বাস। অভিযুক্ত দুই জনকেই বৃহস্পতিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার মাটিয়া থানার শ্রীনগর মাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলতলা এলাকায়। জানা গেছে, চলতি মাসের ১৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দিন বিশ্বজিৎ মুন্ডা সহ তিন সহকর্মী এরা কলকাতায় শ্রমিকের কাজ করেন। রাত্রিবেলা শিয়ালদা-হাসনাবাদ ডাউন লোকালে মালতীপুর স্টেশনে নামেন। সেখান থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে প্রথমে ঘুগনি খেয়ে টাকা দেওয়া নিয়ে গন্ডগোল হয় বিক্রেতার সঙ্গে। তারপর সাইকেল গ্যারেজে থেকে সাইকেল নিতে যান তিন বন্ধু। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, সাইকেল নিতে গেলে গ্যারেজ মালিক পাওনা টাকা দাবি করেন। এই নিয়ে বিশ্বজিৎ মুন্ডা সহ তিন শ্রমিককে গ্যারেজ মালিক বাবু মণ্ডল, তার ছেলে সহ ঘুগনিওয়ালা মারধর করে। দুই শ্রমিক পালিয়ে গেলেও বিশ্বজিৎ মুন্ডা পালাতে পারেনি। সে বাড়িতে স্ত্রীকে ফোন করেও মারধরের কথা জানায়। তাকে পিটিয়ে খুন করে পাশে বিদ্যাধরী খালে ফেলে দেয়। যুবকের স্ত্রী মাটিয়া থানায় নিখোঁজের ডায়েরি করেন। ৩৬ ঘণ্টা পর তার মৃতদেহ মৎস্যজীবীদের জালে ওঠে। স্ত্রী পায়েল মুন্ডার অভিযোগ, সামান্য টাকার জন্য বচসা গন্ডগোল মারধর করে খুন করে পাশে নদীতে ফেলে দিয়েছে বাবু মণ্ডল সহ বেশ কয়েকজনের। তাদের বিরুদ্ধে মাটিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতের স্ত্রী। নদী থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ ইতিমধ্যে এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করে ধৃতদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলে। এর পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে কিনা সেটাও তদন্তকারীরা খতিয়ে দিচ্ছে। বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার মেহেদী হোসেন রহমান জানান, মদ খেয়ে অশ্লীল ভাষায় কথাবার্তা বলায় একটি গন্ডগোল হয় ঘুগনি বিক্রেতা ও সাইকেল গ্যারেজের মালিকের সঙ্গে। তদন্ত চলছে।

## রেল দুর্ঘটনায় মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া:** ট্রেন দুর্ঘটনায় ৪৩ বছর বয়সি সুলেন্দর চৌধুরীর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের জামুড়িয়ার ১ নম্বর ওয়ার্ডের থানা মোড় রেলগেটে। পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, গত রাত সাড়ে ৯টার দিকে রেলওয়ের দু'টি ইঞ্জিন অণ্ডাল থেকে জামুড়িয়া হয়ে দেওঘর যাওয়ার সময় জামুরিয়া থানা মোড়ের কাছে রেল ফটকের সামনে ইঞ্জিনিয়ার সামনে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় বোরিংডাঙ্গার শান্তিনগরের বাসিন্দা সুলেন্দর চৌধুরী নামে এক ব্যক্তির। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজনের ভিড় জমে যায় জামুড়িয়া থানা মোড় সংলগ্ন রেলগেটের কাছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জামুড়িয়া থানার পুলিশ ও রেলওয়ের কর্মকর্তারা। অণ্ডাল থেকে জিআরপির জওয়ানরা এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যান। ঘটনার জেরে ওই লাইনে বেশ কিছুক্ষণ রেল চলাচল বন্ধ থাকে।

## বন্যার জলে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়ার উদয়নারায়নপুর থানা এলাকার কুলটিকরিতে বন্যার জলে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। নাম সুমিত থাকলে প্রামানিক। বয়স ৪০। জানা গিয়েছে এদিন সকালবেলা তিনি রাস্তার উপর দিয়ে বয়ে চলা বন্যার জল ভেঙে দোকান যাচ্ছিলেন সেই সময় তীব্র স্রোতে পা হড়কে পড়ে যান এবং জলে তলিয়ে যান। প্রায় এক ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর তার দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয় এবং তার মৃত্যু হয়।

## একহাতে ২৫ টি দুর্গা প্রতিমা গড়েছেন ম্যাজিকাল মৃৎশিল্পী উত্তম পাল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** একা হাতে গড়েছেন ২৫ টি দুর্গা প্রতিমা, ৭৭ টি বিশ্বকর্মা, ৫৫ টি দেবী মনসার মূর্তি। এখনো তাঁর কারখানায় রয়েছে ১০টি রেডিমেড কালীমূর্তি। বিষয়টি শুনতে আশ্চর্য লাগলেও এটাই বাস্তব। ইনি হলেন মালদার বুলবুলচন্ডী এলাকার মৃৎশিল্পী উত্তম কুমার পাল। যিনি শুধু মালদাবাসী নন উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে ম্যাজিকাল মৃৎশিল্পী নামে পরিচিত হয়ে গিয়েছেন। সারা বছরই তিনি প্রতিমা গড়েন। প্রয়োজন ছাড়া কখনোই নিজের কারখানায় অতিরিক্ত শ্রমিক ব্যবহার করেন না। মালদার হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচন্ডী হাসপাতাল মোড় এলাকায় মৃৎশিল্পী উত্তমবাবুর বাড়ি। তাঁর বাড়ির সংলগ্ন বিশাল কারখানাটি মানুষের কাছে রেডিমেড মূর্তি গড়ার কারখানা হিসেবেই পরিচিত। আর উত্তমবাবু এলাকার মানুষের



কাছে ম্যাজিকাল মৃৎশিল্পী বলেই পরিচিত হয়ে গিয়েছেন।

বছরের শুরু হোক অথবা শেষ সময়। সব সময় তাঁর কারখানাতেই যে কোনো ধরনের রেডিমেড দেব দেবীর মূর্তি তৈরি থাকে। গত বছর পুজোর একদিন আগে মালদা শহরের রবীন্দ্রভবন সংলগ্ন একটি ক্লাবে হঠাৎ করে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নষ্ট হয়ে যায় মূর্তিটি। সেই সময় ওই ক্লাবের মুখরক্ষা করেছিলেন বুলবুলচন্ডীর মৃৎশিল্পী উত্তমবাবু। তাঁর কারখানাতে অঢেল বানানো থাকে যেকোনো ধরনের দেব- দেবীর মূর্তি। তাঁর হাতে তৈরি প্রতিমাও সম্পূর্ণ নিখুঁত এবং অতি সুন্দর বলেও পুরস্কৃত হয়েছেন একাধিকবার। মালদা শুধু নয়, উত্তর দিনাজপুর আসাম থেকেও অনেক পুজো উদ্যোক্তারা উত্তমবাবুর কাছে এসে দুর্গা প্রতিমা নিয়ে যান। বর্তমানে দুর্গা মূর্তির কাজ সম্পন্ন করে, ইতিমধ্যে শুরু করতে চলেছেন অন্যান্য দেব দেবীর কাঠামো তৈরির কাজ। পরিবারের স্ত্রী, সন্তান সকলেই রয়েছেন। প্রতিমা তৈরি একমাত্র পেশা মৃৎশিল্পী উত্তমবাবুর। প্রতিমা গড়েই সংসার চালান তিনি। তবে বিভিন্ন ধরনের প্রতিমা গড়ার ক্ষেত্রে নানান উপকরণের দাম যেভাবে বাড়ছে, তাতে কিছুটা হলেও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছেন মৃৎশিল্পী উত্তমবাবু। যদিও সামান্য লাভ রেখেই গত কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন ধরনের দেবদেবীর মূর্তি বানিয়ে চলেছেন এই মৃৎশিল্পী।

হবিবপুরের মৃৎশিল্পী উত্তম কুমার পাল বলেন, ফেব্রুয়ারি মাস থেকে দুর্গা প্রতিমা বানানো শুরু করি। ২৫ টি দুর্গা প্রতিমা আমার কারখানায় সম্পূর্ণভাবে তৈরি করে রাখা রয়েছে। তার মধ্যে ১৫ টি দুর্গা প্রতিমাই বায়না হয়ে গিয়েছে। এবছর ৭৭ টি বিশ্বকর্মা প্রতিমা তৈরি করেছিলাম। তবে যেভাবে প্রতিমা তৈরির উপকরণের দাম বাড়ছে, সেই তুলনায় লাভের পরিমাণ অনেকটাই কমে গিয়েছে। প্রতিমার দাম বাড়াতে গেলেও অনেক পুজো উদ্যোক্তারা রাজি হন না। ফলে অনেকের অনুরোধ মেনে পুরনো দামেই এখনো দেবী দুর্গা সহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিমা বিক্রি করছি।

# টেস্ট শতরান করে অশ্বিন বুঝিয়ে দিলেন টি-টোয়েন্টির গুরুত্ব কতটা!

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ঘরের মাঠে আরও এক বার শতরান রবিচন্দ্রন অশ্বিনের। এই শতরান ভারতকে ম্যাচে ফিরিয়ে আনল। তাঁর ৯১.০৭ স্ট্রাইক রেট নজর কেড়েছে। সাধারণত অশ্বিনকে টেস্টে এত দ্রুত রান করতে দেখা যায় না। বৃহস্পতিবার ১০টি চার এবং দু'টি ছক্কা মেরে ১১২ বলে ১০২ রান করে অপরাজিত অশ্বিন। এমন ইনিংস খেলার রহস্য ফাঁস করলেন তিনি নিজেই।

ভারত-বাংলাদেশ টেস্টের আগে অশ্বিন ব্যস্ত ছিলেন তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগে। সেখানে টি-টোয়েন্টি খেলছিলেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। অশ্বিন বলেন, তঘরের মাঠে শতরান করতে পারার অনুভূতিটাই আলাদা। এই মাঠে খেলতে দারুণ লাগে। প্রচুর স্মৃতি রয়েছে আমার এই মাঠে। এই শতরানটা খুবই স্পেশ্যাল। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলছিলাম। সেটাই আমাকে সাহায্য করেছে চেন্নাইয়ে এমন ইনিংস খেলতে। ব্যাটিং নিয়ে পরিশ্রম করেছি। অফ স্টাম্পের বাইরেই শুধু খেলতাম আগে। এখন আমি ব্যাট চালাই। আর চালালে (ঋষভ) পন্থের মতো চালাই, না হলে চালাই না।



ধন্যবাদ দিলেন জাডেজাকে

শতরান করে অশ্বিন ধন্যবাদ জানিয়েছেন রবীন্দ্র জাডেজাকেও। তাঁরা ১৯৫ রানের জুটি গড়েছেন। শুক্রবার দিনের শুরুটাও করবেন তাঁরা। একসঙ্গে বল হাতে বহু ম্যাচ জিতিয়েছেন অশ্বিন এবং জাডেজা। বৃহস্পতিবার ব্যাট হাতেও তাঁদের জুটি বিপক্ষের উপর চাপ তৈরি করে দিল। অশ্বিন বলেন, তজাডেজা আমাকে খুব সাহায্য করেছে। একটা সময় আমি খুব ঘামছিলাম। ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। জাডেজা সেটা লক্ষ করে। ওর সাহায্যেই আমি ওই সময়টা পার করি। গত দু'বছর ধরে জাডেজা আমাদের অন্যতম সফল ব্যাটার। খুব ভাল ব্যাট করে ও। জাডেজা আমাকে ক্লান্ত হয়ে যেতে দেখে সিঙ্গলস নেওয়া কমিয়ে দেয়। দু'রানের জায়গায় তিন রান নেওয়ার চেষ্টা করে না। সেগুলো আমাকে সাহায্য করে।

৮০ ওভার খেলে ভারত প্রথম দিনে ৩৩৯ রান তুলেছে। ১৪৪ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর দলকে বাঁচান অশ্বিন এবং জাডেজা। দু'জনেই দিনের শেষে অপরাজিত। জাডেজা ব্যাট করছেন ৮৬ রানে। অশ্বিন অপরাজিত ১০২ রানে। শুক্রবার তাঁদের উপর নির্ভর করছে কত রানে শেষ করবে ভারত।

# ১৯৫ রানের জুটি! বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রেকর্ড অশ্বিন-জাডেজার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ১৪৪ রানে ৬ উইকেট পড়ে গিয়েছিল ভারতের। সেখান থেকে ভারতকে টানলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাডেজা। প্রথম দিনের শেষে ভারতের রান ৬ উইকেটে ৩৩৯। অশ্বিন ও জাডেজার মধ্যে ১৯৫ রানের জুটি হল। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রেকর্ড করলেন ভারতীয় জুটি।

টেস্টে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সপ্তম উইকেটে সবচেয়ে বেশি রানের জুটি গড়লেন অশ্বিন ও জাডেজা। এর আগে এই রেকর্ড ছিল সচিন তেন্ডুলকর ও জাহির খানের মধ্যে। ১৩৩ রান করেছিলেন তাঁরা। সেই রেকর্ড এই ম্যাচে ভেঙে দিলেন অশ্বিন ও জাডেজা। দিনের খেলা শেষ হওয়ার সময় তাঁদের জুটি ১৯৫ রানের। এখনও অপরাজিত রয়েছেন তাঁরা। দ্বিতীয় দিন এই জুটি আরও বড় করার চেষ্টা করবেন ভারতের দুই ব্যাটার।

ঘরের মাঠে সপ্তম উইকেটে সবচেয়ে বেশি রানের জুটিতে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন অশ্বিন ও জাডেজা। শীর্ষে কপিল দেব ও সৈয়দ কিরমানি। ভারতের মাটিতে ১৪টি ম্যাচে ৬১৭ রান করেছেন তাঁরা। অশ্বিন ও জাডেজা ১৪টি ম্যাচে ৫৯৫ রান করেছেন। দ্বিতীয় দিন কপিল-কিরমানি জুটিকে ছাপিয়ে যেতে পারেন ভারতের দুই স্পিনার-অলরাউন্ডার।

৬ উইকেট পড়লেও শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিলেন অশ্বিন ও জাডেজা। পাল্টা বড় শট খেলতে থাকেন তাঁরা। তাঁদের আক্রমণে চাপে পড়ে যায় বাংলাদেশ। দিনের শেষ পর্যন্ত টিকে দুই ব্যাটার। অশ্বিন ১১২ বলে ১০২ রানে খেলছেন। টেস্টে ষষ্ঠ শতরান করেছেন তিনি। ১০টি চার ও দু'টি ছক্কা মেরেছেন অশ্বিন। অন্য দিকে জাডেজা ১১৭ বলে ৮৬ রানে খেলছেন। তিনিও ১০টি চার ও দু'টি ছক্কা মেরেছেন। দ্বিতীয় দিন তাঁর কাছেও সুযোগ রয়েছে শতরান করার।

# বাঁহাতি কোহলি! মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট 'হাত বদল' সম্প্রচারকারী চ্যানেলের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বিরাট কোহলি কি বাঁ হাতে ব্যাট করেন? তেমনটাই জানাচ্ছে সম্প্রচারকারী চ্যানেল। চেন্নাইয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভাল খেলতে পারেননি কোহলি। মাত্র ছ'বল খেলে আউট হয়ে গিয়েছেন তিনি। তার মাঝেই কোহলিকে বাঁহাতি ব্যাটার বানিয়ে দিয়েছে সম্প্রচারকারী চ্যানেল।

প্রথম দিন শুভমন গিল আউট হওয়ার পরে ব্যাট করতে নামেন কোহলি। তখন সম্প্রচারকারী চ্যানেলে তাঁর যে গ্রাফিক দেখানো হয় তাতে তাঁর খেলার বিভিন্ন পরিসংখ্যান ছিল। সেখানে কোহলির ছবি, বয়স, ক'টি ইনিংস খেলে কত রান করেছেন, ব্যাটিং গড়, অর্ধশতরান ও শতরানের সংখ্যাও উল্লেখ করা ছিল। সবই ঠিক ছিল। তাল কাটে তাঁর ব্যাট করার ধরনে। সেখানে লেখা, 'বাঁহাতি ব্যাটার'। এই গ্রাফিক সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। অনেকেই সম্প্রচারকারী চ্যানেলকে নিয়ে মশকরা করেন। অনেকে আবার সেখানে কোহলির ব্যাটিংকে টেনে এনে মজা করেছেন। তাঁদের মতে, বাঁ হাতে ব্যাট করলেও একই রান করতেন তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে গত ১৯টি ইনিংসে শতরান করতে পারেননি তিনি। আরও এক বার ব্যর্থ হন।

বৃহস্পতিবার সকালে আকাশে মেঘ থাকায় পরিস্থিতি পেসারদের কাছে আদর্শ ছিল। তা কাজে লাগান বাংলাদেশের পেসারেরা।

## একদিন আমার দেশ/আমার দুনিয়া

# জবলপুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক শিশু-সহ ৭, আহত ১১

**জবলপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর:** মধ্যপ্রদেশের জবলপুরে টেম্পো এবং ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক শিশু-সহ সাত জনের মৃত্যু হল। আহত হয়েছেন আরও ১১ জন।

পুলিশ সূত্রে খবর, মালবোঝাই একটি ট্রাক দ্রুত গতিতে আসছিল। সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টো দিক থেক আসা একটি টেম্পোকে ধাক্কা মেরে সেটিকে ঘষটে ১০০ মিটার টেনে নিয়ে যায়। তার পরই ট্রাকটি উল্টে যায় অটোর উপরে। টেম্পোকে থাকা যাত্রীরা ট্রাকের নীচে চাপা পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সাত জনের।

স্থানীয় সূত্রে খবর, লুঞ্জি গ্রামের কাছে সিহর-মাঝগাঁওয়া রাস্তায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বিকেলে। দুর্ঘটনার পর পরই স্থানীয়েরা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রাকটিকে সরিয়ে যাত্রীদের বার করার চেষ্টা করেন। আহতদের উদ্ধার করে সিহোরা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত এবং আহতেরা সকলে প্রতাপপুরা গ্রামের বাসিন্দা। তাঁরা জবলপুরের একটি জায়গা থেকে গ্রামে ফিরছিলেন। সেই সময়েই এই দুর্ঘটনা ঘটে। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, হঠাৎই মালবোঝাই ট্রাকটি টেম্পোতে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে। বিকট আওয়াজে স্থানীয়েরা রাস্তায় বেরিয়ে এসে দেখেন একটি ট্রাক উল্টে গিয়েছে। তার নীচে চাপা পড়েছে একটি টেম্পো। আর্ত চিৎকার ভেসে আসছিল। স্থানীয়েরাই কয়েক জনকে উদ্ধার করেন। কিন্তু ট্রাকের নীচে টেম্পোর যে অংশটি চাপা পড়ে গিয়েছিল, সেখানে থাকা যাত্রীদের বার করা হয় ট্রাকটিকে তোলার পর। কিন্তু ততক্ষণে কয়েক জনের মৃত্যু হয়েছিল।

**সুটকেসের ভিতরে মহিলার দেহ উদ্ধার:** রাস্তার পাশে পড়ে একটি সুটকেস। বৃহস্পতিবার সকালে পরিত্যক্ত ওই সুটকেসটি দেখতে পেয়েই স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। তখন তাঁরা পুলিশ খবর দেন। পুলিশ এসে সুটকেসটি খুলতেই ভিতর থেকে দলা পাকানো অবস্থায় এক মহিলার দেহ উদ্ধার হয়। চেন্নাইয়ের ব্যস্ত রাস্তায় এবং বসতি এলাকার মধ্যে সুটকেসে মহিলার দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে থোরাই পক্কমের আইটি করিডরে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করছে, অন্য কোথাও খুন করে মহিলার দেহ আইটি করিডরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মহিলা স্থানীয় কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

**Chakdaha Municipality**
**NOTICE**
Chakdaha Municipality invites Quotation vide Spot **N.I.Q. NO:07/Elce.Dept/Electrician/C.M/2024-2025, Spot N.I.Q. NO:08/Elce.Dept/Electrician/C.M/2024-2025 & Spot N.I.Q. NO:09/Elce.Dept/Electrician/C.M/2024-2025;** Dated : **19/09/2024,** supplying experienced electrician for completing the internal wiring of new Office Building (G+4). For further information please visit Chakdaha municipal office or Municipal office notice board.

**ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION**
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 53/PW/Eng/24 Dt. 18.09.24
Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC
**SE, Asansol Municipal Corporation**

**KRISHNANAGAR MUNICIPALITY**
**Krishnanagar, Nadia**
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/BEUP/NIQ-5/3RD CALL/ 2024-25** for **"Supply of "Type C" Basic Life Support Ambulance AC PS ABS BSVI.2 3350 Wheel base " as per specification".** The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. Tender id: **2024_MAD_753950_1.**
Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

**PANIHATI MUNICIPALITY**
P.O. - Panihati, P.S.-Khardah, Dist. - North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel No. - 033 2553-2909, 033 25634457
**Tender Notice No. PM/PWD/IT/2023-2024/01(3rd Call)**
**Tender ID. - 2024_MAD_752680_1**
**Bid Submission Start Date- 19-September-2024 10:00 AM.**
**Bid Submission End Date- 28-September-2024 5:00 PM.**
Sealed Tenders prescribed forms are hereby invited by the Executive Officer, Panihati Municipality from the bonafide contractors/firms/agencies having experience in civil work. Repairing & Renovation, of Road, at different Place in ward no. 08 under Panihati Municipality. For details please see the website **www.panihatimunicipality.in** & **https://wbtender.gov.in**
Sd/
Executive Officer,
Panihati Municipality

**খড়গপুর ডিভিসনে হল্ট কন্ট্র্যাক্টর নিয়োগ**
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর কর্তৃক নিম্নলিখিত কর্মসূচি মেনে টিকিট বিক্রয়ের জন্য ০২ (দুই)টি প্যাসেঞ্জার হল্ট অর্থাৎ সাঁতরাগাছি-বড়গাছিয়া-আমতা শাখায় (১) মাজু-হরিশদাদপুর পি.এইচ স্টেশনের মধ্যে জালালসি (জেএলআই) পিএইচ এবং (২) জালালসি-আমতা স্টেশনের মধ্যে হরিশদাদপুর (এইচডিসি) পিএইচ-এ হল্ট কন্ট্র্যাক্টর নিয়োগের জন্য আমন্ত্রণপত্র আহ্বান করা হচ্ছে ঃ
হল্ট কন্ট্র্যাক্ট ঃ নোটিফিকেশন নং সিওএম/জি৩০/পিএইচ/করেস./পিটি। তারিখ ১৯.০৯.২০২৪ ক্র. নং ১, রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার হল্ট স্টেশনের নাম ঃ জালালসি (জেএলআই)। যে স্টেশনগুলির মধ্যবর্তী ঃ মাজু-হরিশদাদপুর পি.এইচ। ক্র. নং ২, রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার হল্ট স্টেশনের নাম ঃ হরিশদাদপুর (এইচডিসি)। যে স্টেশনগুলির মধ্যবর্তী ঃ জালালসি-আমতা। চুক্তির মেয়াদ ঃ ০৫ (পাঁচ) বছর। আবেদন/টেন্ডার দাখিলের তারিখ ঃ ১৪.১০.২০২৪ তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টে। আবেদন/টেন্ডার বাক্স খোলার তারিখ ঃ ১৪.১০.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। স্থান ঃ সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের কার্যালয়/খড়গপুর। যোগ্যতা শর্তাবলি, স্থান, আবেদনপত্রের বয়ান এবং অন্যান্য বিশদ www.ser.indianrailways.gov.in-এ পাওয়া যাবে। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুরের কার্যালয় থেকে যেকোনো কাজের দিনে কাজ চলাকালীন সময়ে এই টেন্ডার সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে জানা যাবে। বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ যদি আবেদনপত্র দাখিল/টেন্ডার খোলার তারিখে কেন্দ্রীয়/রাজ্য সরকারের নির্দেশমতো স্বাভাবিক জীবন/কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়, তাহলে তা স্থগিত রাখা হবে। তাহলে পরবর্তী স্বাভাবিক কাজের দিনে একই স্থানে ও সময়ে আবেদনপত্র দাখিল/টেন্ডার বাক্স খোলার কাজটি পুনর্নির্ধারিত হবে।
(PR-628) ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), খড়গপুর
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

**MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT**
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH
**E-TENDER INVITING NOTICE**
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- i) MAK-II/NIT/22/2024-25, dated 18.09.2024, Fund: 15TH FC (TIED).** Bid submission start date: **19.09.2024 at 9.00 AM.** Last date of Bid submission: **25.09.2024 upto 3.00 PM.** Date of opening: **27.09.2024 at 3.00 PM.** Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT

**Daluibazar-I Gram Panchayat**
Rasulpur, Memari, Purba Bardhaman
**Notice Inviting e-Tender**
e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for executation the different development work vide **Tender Reference No.: 505/DB-I/24-25 & Tender ID: 2024_ZPHD_754052_1, Date : 19.09.2024.** Bid Submission Start Date (Online) : **20.09.2024 at 11:00 AM.** Bid Submission Closing Date (Online): **24.09.2024 up to 11.00 AM.** Bid Opening Date (Technical): **26.09.2024 at 11.00 AM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP office.
Sd/-
Prodhan
Daluibazar-I Gram Panchayat

**WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.**
( A Govt. Undertaking )
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
**NIeT-109 to 116/ 2024-2025 Dated. 19-09-2024**
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Bankura, Burdwan & Paschim Medinipur, District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- **20-09-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **04-10-2024 upto 3.00 pm**
**Date: 19.09.2024** **Sd/- Executive Engiueer**

**TENDER NOTICE**

| N.I.T No. | Name of Work | Value of Work |
|---|---|---|
| WBMAD/ULB/RSM/324/24-25 Dated 19.09.2024 | Reparing of Road (Patch Type) at Radhanagar Road,Badamtala Road, Rounagar Road,Bose bagan & Ghoshpara in Ward No. - 11 within Rajpur-Sonarpur Municipality | Rs. 8,77,116.00 |
| WBMAD/ULB/RSM/325/24-25 Dated 19.09.2024 | Reparing of Road (Patch Type) at Padmamadhur Road via ESR, Mathurapur Road via Dimond Raliline, Ghasiara more to Natunpally club, Abakjalpan more to Canning Railline via Sanjukta parishad via Youth club in Ward No.-12 within Rajpur-Sonarpur Municipality. | Rs. 9,55,788.00 |
| WBMAD/ULB/RSM/326/24-25 Dated 19.09.2024 | Reparing of Road (Patch Type)at Vivekanandapally Road, Gorkhara Road, Uttrayanpally Road, A.P.Nagar Jhalpar & Badal Ganguli Gali in Ward No. - 11within Rajpur-Sonarpur Municipality. | Rs. 5,90,590.00 |
| WBMAD/ULB/RSM/327/24-25 Dated 19.09.2024 | Reparing of Road (Patch Type) at Krishtala to Kadamtala, Approach to ROB (beside Sonarpur P.S) & Sonarpur Sahebpara more to Khirishtala more via P.O. gali via Vidyapith School to Heavens Ghaden & Deshbandhu park shib mandir to Modhuban in Ward No.-13 within Rajpur-Sonarpur Municipality | Rs.5,82,715.00 |
| WBMAD/ULB/RSM/328/24-25 Dated 19.09.2024 | Construction of Bats Consolidation Road at Baguipara main road & Chaplinepally Main road in Ward No- 14 & 15 within Rajpur-Sonarpur Municipality | Rs. 8,50,657.00 |
| WBMAD/ULB/RSM/329/24-25 Dated 19.09.2024 | Construction of Concrete Road from H/O Satya Ghosh to H/O Arjun Adhikari via H/O Aurobindu Adhikari at Ghoshpara ( Nischantapur ) & H/O Gurudas Mondal to Black Top Road at Rabindra pally ( Nischantapur ) in Ward No. - 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality | Rs. 8,97,722.00 |
| WBMAD/ULB/RSM/330/24-25 Dated 19.09.2024 | Reparing of Road (Patch Type) at Narendrapur Station Road & R.K.Pally Main Road,Nischantapur road & Madrasah road in Ward No. - 08 within Rajpur-Sonarpur Municipality. | Rs. 5,01,307.00 |

Bid Submission end date: **27.09.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

**UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY**
**CORRIGENDUM NOTICE**
**Notice Inviting e-Tender No. : UKM/PWD/009(e)/2024-25 Dt:- 30-08-2024. Tender ID: - 2024_MAD_742066_1**
Date Corrigendum published.
For Details: **wbtenders.gov.in**
Sd/-
Uttarpara-Kotrung Municipality

**BIRNAGAR MUNICIPALITY**
**e-Quotation Notice**
Name of Work:- Connection of pipe line between new deep tube well and existing pipe line at Chanditala, Ward No. 01 and Mayrapukur, Ward No. 06 under Birnagar Municipality.

| Sl. No. | NIQ No. | Date of Publishing | Bid submission closing date online |
|---|---|---|---|
| 01. | WBMAD/BM/3NIeQ/2024-25 Memo No. 414/PWD, Date- 19-09-2024 | 19.09.2024 at 12.00am | 26.09.2024 at 04.30 pm |

For details please visit **www.wbtenders.gov.in & www.birnagarmunicipality.org**
**Partha Kumar Chatterjee**
**Chairman**
**Birnagar Municipality**

**চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্**
**ই-ওপেন টেন্ডার**
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্রমিক নং.ঃ [১]। টেন্ডার নংঃ এমডব্লু_পি_৮২_হেরিটেজ_এএমসি_পি-২। কাজের নামঃ** ০২ (দুই) বছর সময়সীমার জন্য সিএলডব্লু, চিত্তরঞ্জনে হেরিটেজ আইটেমগুলির রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য (₹)ঃ** ৮,৯৯,৩৫৫.৪০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (₹)ঃ** শূন্য। **বায়নামূল্য জমা (₹)ঃ** ১৮,০০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ০২ বছর। দ্রষ্টব্যঃ **(I) বন্ধের তারিখঃ ০৩.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা** (II) সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-তে দেখা যাবে। (III) টেন্ডার আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষঃ ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/প্ল্যান্ট। (IV) যোগাযোগ নম্বরঃ ০৩৪১-২৫২৫৫৬৬। (V) ইমেল আইডিঃ <dycmeplantclw@yahoo.com.>
**PR3-643** ডেপুটি সিএমই/প্ল্যান্ট, সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন
আমাদের লাইক করুন: www.facebook.com/clwrailways

**পূর্ব রেলওয়ে**
**ই-অকশন আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি**
**হাওড়া ডিভিশনের তারাপীঠ রোড স্টেশনে সাধারণ পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি**
**নং ঃ সিওএম/ডিইভি/ই-অকশন/পিইউ/এইচডব্লুএইচ/২০২২, তারিখ ১৬.০৯.২০২৪।** সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিশনে ০৩ বছরের জন্য **তারাপীঠ রোড** স্টেশনে সাধারণ পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নতুন চুক্তি প্রদান। রেলওয়ে বোর্ডের ফ্রেট মার্কেটিং সার্কুলার নং ১১ অফ ২০২২ এবং কমার্শিয়াল সার্কুলার নং ১৪ অফ ২০২২ অনুযায়ী আলোচ্য ই-অকশন নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে। বিশদ বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে **ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in** দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-০১-আর-২৪। **লট নং/ক্যাটিগরি ঃ** পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-টিপিএফ-টিওআই-৪৭-২৪-১। **স্টেশন ঃ** তারাপীঠ রোড (টিপিএফ)। **অকশনের তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৯.২০২৪-এ দুপুর ১২টা। (HWH-292/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**ডিহিমগুলঘাট সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড**
(রেজিঃ নং-৪১, তাং-১০/০৬/১৯৫২
গ্রাম ও পো ঃ- ডিহিমগুলঘাট, শ্যামপুর, হাওড়া
**স্মারক সংখ্যা-০৬/এ.আর.ও/২০২৪** **তারিখ-২০/০৯/২০২৪**
**পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি**
পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন-২০১২ এবং সমবায় সমিতি সমূহের সহ-নিবন্ধক, হাওড়া রেঞ্জ তথা হাওড়া জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer)-এর আদেশ সম্বলিত স্মারক সংখ্যা 907/II-06/12 তাং 23/07/2024 দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া আমি শ্রী ঋজু সাহা, সমবায় পরিদর্শক, শ্যামপুর-২ ব্লক তথা অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, ডিহিমগুলঘাট সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড, এই মর্মে অত্র সমিতির সকল নির্বাচক সদস্য ও সদস্যাদের বিজ্ঞাপিত করিতেছি যে, ডিহিমগুলঘাট সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড (রেজিঃ নং ৪১ তাং ১০/০৬/১৯৫২)-এর পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচন, ২০২৪, নিম্নোক্ত সূচী ও তারিখ মতো অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনে যথাযথ অংশগ্রহণ এবং তা সুসম্পন্ন করার জন্য সকল নির্বাচক সদস্য ও সদস্যাদের অনুরোধ করা হল।
**সংযোজনী ঃ**
পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সমূহ ও নির্বাচন সূচী।
স্বাঃ /-
ঋজু সাহা
সমবায় পরিদর্শক
শ্যামপুর-২ ব্লক, হাওড়া
ও
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
ডিহিমগুলঘাট সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
**১) পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহ ও নির্বাচনসূচী**
ক) সমিতির পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনে শূন্যপদের সংখ্যা যাহা নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হবে, তাহা হল-০৯ (নয়), যার মধ্যে অসংরক্ষিত আসন হল-০৬, মহিলা সংরক্ষিত আসন হল- ০২, তপশিলী জাতি/তপশিলী উপজাতি সংরক্ষিত আসন হল-০১।
খ) সমিতির নির্বাচন ক্ষেত্রের এলাকা- সমিতির সমগ্র সদস্য পদ এলাকা।
গ) পরিচালক পদে নির্বাচনের যোগ্যতাবলী- পরিচালক পদে নির্বাচনের জন্য সমবায় আইন ২০০৬, সমবায় বিধান ২০১১ এবং সংশ্লিষ্ট সমিতির উপবিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যোগ্যতাবলী থাকতে হবে।
**২) নির্বাচন সূচী**

| ক্রমিক নং | নির্বাচন সূচী | তাং | সময় | স্থান | ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদ |
|---|---|---|---|---|---|
| ক) | মনোনয়নপত্র বিলি | ২৩/১০/২০২৪ ও ২৪/১০/২০২৪ | দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত | সমিতির কার্যালয় | অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO) ও ARO কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি |
| খ) | মনোনয়নপত্র পেশ | ২৫/১০/২০২৪ ও ২৬/১০/২০২৪ | দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত | সমিতির কার্যালয় | অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO) ও ARO কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি |
| গ) | মনোনয়নপত্রের পরীক্ষা | ২৮/১০/২০২৪ | দুপুর ১২টার সময় | সমিতির কার্যালয় | অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO) |
| ঘ) | বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ | ২৮/১০/২০২৪ | মনোনয়নপত্রের পরীক্ষার অব্যবহিত পরে | সমিতির কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ড | অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO) |
| ঙ) | মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ (স্বাক্ষরিত আবেদন প্রার্থীকে নিজে জমা দিত হবে) | ২৯/১০/২০২৪ | বিকাল ৩টা অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত | সমিতির কার্যালয় | অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO) |
| চ) | চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ | ২৯/১০/২০২৪ | বিকাল ৩টার পর | সমিতির কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ড | অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO) |
| ছ) | ভোটগ্রহণ | ২৪/১১/২০২৪ | সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত | সমিতির কার্যালয় | RO কর্তৃক নিয়োজিত প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার |
| জ) | ভোটগণনা | ২৪/১১/২০২৪ | ভোটগ্রহণের অব্যবহিত পরে | সমিতির কার্যালয় | RO কর্তৃক নিয়োজিত প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার |
| ঝ) | ফলপ্রকাশ | ২৪/১১/২০২৪ | ভোট গণনা অব্যবহিত পর | সমিতির কার্যালয় | অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO) |

**বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ** ভোটের দিন পরিচয়পত্র হিসাবে ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র অবশ্যই আনতে হবে, যদি কারোর সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র না থাকে, তা হলে ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত ১৪ টি অন্যান্য সচিত্র পরিচয়পত্রের যেকোন একটি অথবা সমিতি প্রদত্ত সচিত্র সদস্য পরিচয়পত্র/সদস্যবই/পাশবই অবশ্যই আনতে হবে। নমুনা মনোনয়নপত্র সমিতির অফিস থেকে বিনা খরচে উপরের নির্ধারিত সময়ে পাওয়া যাবে। নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে যাবতীয় তথ্য সমিতির অফিস থেকে জেনে নিতে পারবেন।
স্বাঃ /-
ঋজু সাহা
সমবায় পরিদর্শক
শ্যামপুর-২ ব্লক, হাওড়া
ও
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
ডিহিমগুলঘাট সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

ক বি তা

## পুজোয়

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

কত আবেগ জড়িয়ে আমার দুর্গা পূজায়
যতদূর মনে পড়ে ততদূর বলা যায়—

খুব ভোরে বেশ জোরে ঘোর ঘুম সদ্য
মনে খুশি রেডিওতে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র।

শুরুটা শৈশবে বেশ ছিল, মানে — অভাব
বন্দুক, জামা-জুতো, গ্যাস বেলুন — এইসব।

ধনীদের তখনও সব কামড়ে ফেলা স্বভাব
আরো কত শৈলী যার কি বলবো হাবভাব!

বন্ধুর বাড়াবাড়ি — বড় জোর বারোয়ারি খাওয়া,
ঘোরা শেষে সময়েই ফেরা বাড়ি।

লাল চুল, কানে দুল ছিল যাদের বহু ভুল
পুজো তার ছুঁতো প্রেমের, মজায় মশগুল।

রাত জাগা, ঠাকুর, কলকাতা হবে একদিন
এ আশায় ছিল মন পুজো বাকি কত দিন?

এলো দিন, হাতে টাকা ইচ্ছাটা গেলো মরে
ঠিকমত বন্ধু নেই, স্বার্থেই গেলো সরে!

এরপর সংসার বুঝদার পার্টনার মুখভার সন্তান চোখে
আমার দুর্গা নাম তার।

বাকি আছে বহু কথা বলবো তা কি আর
ঠিকঠাক রাখো মাগো যেমনটা দরকার।

## দুগগা এলো...

নিতাই প্রসাদ ঘোষ

শিউলি ফুলের গন্ধ, কাশ ফুলের ঢেউ
সবুজে ছেয়ে গেছে মাঠ
কোলা ব্যাঙের ডাক,
শিশির ভেজা দূর্বা ঘাস
শরৎ এসে গেছে, মায়ের অকাল বোধন হবে।

দুগগা এলো, দুগগা এলো,
ঢাকের বাদ্যিতে আওয়াজ তোলে,
কাঁসর ঘন্টা বাজল ঐ
তবুও কেন বিষাদের সুর বেজে ওঠে।

ঢাক বাজে, ঢোল বাজে, বাজে কাঁসর ঘন্টা
উৎসব আছে, প্রাণ নেই, কেন কাঁদে মনটা
নতুন জামা, নতুন প্যান্ট নতুন শাড়ি, নতুন সাজ,
ধন্যং দেহি, রূপং দেহি, যশো দেহি, দিশো জয়ী ।

মায়ের চোখে জল
সন্তানেরা অসহায়
বিষাদে- আনন্দে দিশাহারা
কৈলাশ হতে নেমে এসো মা মুক্তধারা।

# ইতিহাসমাখা দেবীবরণ হাওড়া আমতার নারিট ‘ছোট বাড়ি’ ও ‘বড় বাড়ি’

দীপংকর মান্না

এটা নারিট বাসস্ট্যান্ড ও বাজার।১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এখানে স্থাপিত হয় ‘নারিট ন্যায়রত্ন ইনস্টিটিউশন’।মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য ছিলেন নারিট সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মন পরিবারের একজন পন্ডিত ব্যক্তি, তাঁর নামেই বিদ্যালয়। কলকাতা কলেজস্ট্রিট সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের পাশেই আছে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের মূর্তি। শ্যামবাজারে আছে এক রাস্তার নাম ‘ন্যায়রত্ন লেন’। বিদ্যালয় থেকে খানিক দূরে মহেশচন্দ্রের বাস্তুভিটা। ইতিহাস প্রসিদ্ধ নারিট ভট্টাচার্য বাড়ি।

আমতা নারিট গ্রামে পাশাপাশি দুই প্রাচীন বাড়ি। নানা কারুকার্যময়ে ভরা । ‘ছোট বাড়ি’, ‘বড় বাড়ি’ নামে খ্যাত। দুই বাড়ি স্পর্শ করে বাড়ির গৃহদেবতা দামোদর ও অনন্তদেব ঠাকুরের মন্দির। বাড়ির সমুখে ‘বড় বাড়ি’-র কৃতি পন্ডিত শিশু সাহিত্যিক নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের আবক্ষ মূর্তি। যাঁর বিখ্যাত কবিতা ছড়া ‘মৌমাছি। মোমাছি। কোথা যাও নাচানাচি’। মূর্তির পিছনে তাঁর নামাঙ্কিত পাঠাগার।

যতদূর জানা যায় সেন যুগে বল্লাল সেনের আমলে কৌনুজ থেকে যে পাঁচজন ব্রাহ্মন বাংলায় এসেছিলেন তাঁদেরই একজন উঠেছিলেন হুগলি জেলায়, যিনি ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের পূর্বপুরুষ।তাঁদেরই এক বংশধর মুর্শিদকুলি খাঁ- র আমলে নারিট গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন।এই ‘ছোট বাড়ি’-র এক কৃতি ও পন্ডিত সন্তান মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর কলকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর গ্রহনের পর কলেজের অধ্যক্ষ হন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। তিনি ১৮ বছর ও পদে ছিলেন। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন অনেকগুলো সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের জৈষ্ঠ্য পুত্র মন্মথনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন ভারতের প্রথম মাদ্রাজ এর অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল।স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ছিল মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের নিবিড় বন্ধন, গভীর হৃদ্যতা। অনুমান মন্মথনাথের টানেই নারিট গ্রামে আসেন রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। মহেশচন্দ্রের মেজ পুত্র মনীন্দ্রনাথ ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট। কনিষ্ঠ পুত্র মহিমনাথ ছিলেন গয়া জেলার ম্যাজিট্রেট।

ইতিহাসমাখা আমতা নারিট ‘ছোট বাড়ি’ ও ‘বড় বাড়ি’-র দুর্গা পুজোয় আছে আলাদা আকর্ষণ, আলাদা অনুভুতি। পুজোর কিছু পরম্পরা ও রীতিনীতি-র ছাপ চারশো বছর পরেও দেখা যায়। একটা সময়ে তমলুক রাজ বাড়ির সন্ধি পুজোর কামান দাগার শব্দ পেলে, তবে সন্ধি পুজোর প্রস্তুতি শুরু হতো নারিট ভট্টাচার্য বাড়িতে।আবার নারিট ভট্টাচার্য বাড়ির কামান দাগার শব্দ পেলে তবে শুরু হতো দশ কিমি দূরে খোড়প গ্রামের জমিদার ‘বসু বাড়ি’-র সন্ধি পুজোর তোড়জোড়।স্বামী বিবেকানন্দ একবার মহানবমীতে যে ‘কুমারী’ পুজো করেছিলেন, তাঁর পিতার নাম ছিল মন্মথনাথ ভট্টাচার্য। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পুঞ্জিকা মতে এই বাড়ির পুজোর রীতিনীতি আজও মেনে চলা হয়। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পুঞ্জিকার এক জন অ্যাডভাইসারি ছিলেন এই সম্ভ্রান্ত ভট্টাচার্য বংশের পন্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।তাঁর সম্মানার্থে আজও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পুঞ্জিকা প্রকাশিত হলে, পঞ্জিকা কর্তৃপক্ষ এক কপি পুঞ্জিকা পাঠিয়ে দেন নারিট ভট্টাচার্য বাড়িতে।

নারিট ‘ছোট বাড়ি’ ও ‘বড় বাড়ি’-র দুর্গা পুজোর আজ জৌলুস কমেছে ঠিকই, কিন্তু হারিয়ে যায়নি পুজোর আভিজাত্য ও রীতিনীতির পরম্পরা।পিলসুজে সন্ধি পুজোর ১০৮ প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের আঙ্গিক আজও সকলকে আকৃষ্ট করে।বাড়ির সকল সদস্য একে একে প্রদীপ প্রজ্বলন করে ‘ছোট বাড়ি’-র পারস্পারিক মেলবন্ধন রক্ষা করেন।

দুই বাড়ির প্রতিমা তৈরি করেন পরম্পরা ভাবে নারিট গ্রামের সূত্রধর পরিবার।প্রতিমার শোলার সাজ আসে প্রতিবেশী গ্রাম খালনার মালাকার বাড়ি থেকে। দুই বাড়ির প্রতিমার বৈশিষ্ট্য হলো, দেবীর ডান দিকে থাকে কার্তিক আর বাম দিকে থাকে গনেশ। পুরোপুরি প্রচলিত রীতির উল্টো। আবার নবপত্রিকা থাকে গনেশের পাশে নয়, থাকে কার্তিকের পাশে।পরম্পরা মেনে ‘বড় বাড়ি’র পুজোয় পাঁঠা বলি হলেও, ছোট বাড়িতে হয়না কোন পাঁঠা বলি।সপ্তমী থেকেই দুই বাড়ির সদস্যদের শুরু হয় একসাথে খাওয়া দাওয়া, গল্পগুজব। ‘ছোট বাড়ি’ অষ্টমীর দিন দুপুরে আপ্যায়ন করেন ‘বড় বাড়ি’র সদস্যদের, অনুরূপভাবে ‘বড় বাড়ি’, ‘ছোট বাড়ি’কে আপ্যায়ন করেন নবমীর দুপুরে।অষ্টমীতে নিজের বংশের কুমারীকে নিয়ে ‘বড় বাড়ি’তে হয় ‘কুমারী’পুজো। দুই বাড়ির পুজো শুরুর আগে বাড়ির গৃহদেবতা দামোদর ও অনন্তদেব ঠাকুরকে শ্রদ্ধা সহকারে নিয়ে এসে রাখেন বাড়ির ঠাকুর দালানে। দুই বাড়ি দামোদর ও অনন্তদেব ঠাকুরকে একবছর করে পাল্টে পাল্টে বাড়িতে রাখেন।‘ছোট বাড়ি’তে মাকে যেহেতু সোনা বাঁধানো নোয়া দেওয়া হয়, তাই ‘ছোট বাড়ি’র কোন পুত্র বধূকে শাশুড়ি মা দেওয়া না সোনা বাঁধানো নোয়া। এই রীতি আজও চলে আসছে।রীতি চলে আসছে ‘ছোট বাড়ি’তে মাকে যেহেতু বিদায় বেলায় কনকাঞ্জলি দেওয়া হয়, তাই ‘ছোট বাড়ি’র কোন মেয়ের বিয়ের সময় দেওয়া হয়না কনকাঞ্জলি।’ ছোট বাড়ি’তে চালু আছে পুজো কেন্দ্রীক আরও মজার মজার রীতি।যেমন- আপেল, লেবু, নাশপাতি,কলা সহ নানা ফল দিয়ে তৈরি করা ফলের মালা টাঙিয়ে রাখা হয় ঠাকুর দালানের নানা স্থানে।সন্ধি পুজো শেষ হলেই ছোট থেকে বড় সেই ফল নেওয়ার জন্য পড়ে যায় হুড়োহুড়ি। আবার বিসর্জনের দিন বরণ করা হয় সব প্রতিমার হাতে বাড়িতে তৈরি নারকেল নাড়ু দিয়ে।বরণ শেষে সেই নারকেল নাড়ু নেওয়ার জন্য পড়ে যায় কাড়াকাড়ি। সংস্কার চালু আছে বিসর্জনের সময় দেবীকে চৌকি থেকে নামানোর পর, যাদের অসুখ আছে নিরাময়ের জন্য বসে পড়ে খালি চৌকিতে। আবার বাড়ির যে মেয়ের বিয়ে দিতে দেরি হয়, তাড়াতাড়ি বিয়ের আশায় বসে পড়ে খালি চৌকিতে।রীতি মেনে বারবেলার আগেই দুই বাড়ির প্রতিমা বিসর্জন হয় ভট্টাচার্য বাড়ির নিজস্ব বড় পুকুরে। যথারীতি চলে সিঁদুর খেলা, কোলাকুলি ও একে অপরকে শুভ বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়। দুই বাড়ির এই প্রজন্মের বয়স্ক থেকে ছোট সকল সদস্যরা ‘ছোট বাড়ি’, ‘বড় বাড়ি’র ঐতিত্যময় দেবীবরণ ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর।

*কৃতজ্ঞতা: শিশির ভট্টাচার্য ও স্বপ্না ভট্টাচার্য*

# তৃতীয়াতেই উদ্বোধন জিরাট সর্বজনীনের রাম মন্দিরের

## আসছে মা সাজছে শহর

শুভাশিস বিশ্বাস

দুর্গাপুজো আসতে আর মাসখানেকও বাকি নেই। আর সেই কারণেই বাঙালির ঘরে ঘরে কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে দেবী দুর্গাকে আবাহন জানানোর। বিশ্বকর্মা পুজোর পর থেকে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি যে আলাদা একটা মাত্রা পেয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সব মিলিয়ে চারিদিকে এক সাজোসাজো রব। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চলছে পুজোর প্রস্তুতি। তবে কলকাতা বা শহরতলির পুজো সম্পর্কে একটা কথা বলতেই হয়,যবে থেকে থিমের পুজো বঙ্গ জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন থেকেই এক অদৃশ্য ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়েছে থিম আর সাবেকিয়ানার মধ্যে। দিন বদলের সঙ্গে এই লড়াই শহর থেকে ধীরে ধীরে সংক্রমণের মতো ছড়িয়ে পড়ে শহরতলি থেকে শহরের উপকণ্ঠেও। এই ঠাণ্ডা লড়াই পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে হলেও বাস্তবে এর ধার ধারেন না সাধারণ মানুষ। কারণ, থিম বা সাবেকিয়ানা কোনও কিছুই বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে না পুজোর আনন্দে। কারণ,সারা বছর হাড়ভাঙা খাটুনি আর টেনশন থেকে বাঁচতে বছরের এই চারটে দিন চেটেপুটে উপভোগ করতে চান তাঁরা। একইসঙ্গে তৈরি হয় পুজোর এক ভাবগম্ভীর আবহও। আধ্যাত্মিকতা আর জীবন উপভোগ করার ইচ্ছে মিলেমিশে একাকার। তবে থিমের পুজো সম্পর্কে বলতে গেলে এটা ঠিক যে, এই মুহূর্তে কলকাতার পাশাপাশি থিমের লড়াই বড্ড বেশি শুরু হয়েছে আশেপাশের জেলাগুলোতেও। যা কিছুক্ষেত্রে টেক্কা দিচ্ছে কলকাতার বহু নামীদামি পুজোকে। এই ট্রেন্ড থেকে বাদ পড়ে না কলকাতার একেবারেই সন্নিকটে থাকা হুগলি জেলাও। আর এই থিম পুজোকে মাথায় রেখেই ২০২৪-এ এই হুগলির-ই জিরাট সর্বজনীন তাদের পুজো মণ্ডপ রাম মন্দিরের আদলে তৈরি করে তাক লাগাতে চাইছে রাজ্যবাসীকে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, কলকাতার হেভিওয়েট পুজো সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের মণ্ডপ গত বছরই তৈরি হয়েছিল অযোধ্যার রাম মন্দিরের আদলে। এই থিম আলোড়নও ফেলে দিয়েছিল রাজ্য রাজনীতিতে। সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার অর্থাৎ লেবুতলা পার্কের পুজোর উদ্বোধন করতে দ্বিতীয়াতে কলকাতায় পা রেখেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। ফলে সব মিলিয়ে সেবারের পুজো যে একটা আলাদা ডাইমেনশন তৈরি করেছিল তা আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন হয়। লোকসভা নির্বাচনের আগে নরেন্দ্র মোদির এই রাম মন্দির উদ্বোধন নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছিল রাজনৈতিক মহলে। যদিও বিরোধীদের সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে রাম মন্দির উদ্বোধন ‘মোদি সরকারের সাফল্য’ বলেই দাবি করে। এরপর লোকসভা নির্বাচনে ফৈজাবাদ যেখানে অযোধ্যার রাম মন্দির অবস্থিত সেখানে হার হয় বিজেপির। সব মিলিয়ে এই রাম মন্দিরের সঙ্গে দীর্ঘ সময়ের রাজনৈতিক টানাপোড়েন জড়িয়ে রয়েছে পরতে পরতে।

এদিকে ২০২৪-এ জিরাট সর্বজনীন পা দিচ্ছে ৭৫ বর্ষে। প্রতি বছরই মণ্ডপ সজ্জায় থাকে তাদের বিশেষ চমক। এ'বছরও তার ব্যতিক্রম ঘটছে না। এই পুজো ধারে-ভারে টেক্কা দিতে পারে কলকাতার অনেক পুজোকেই। বাজেট ৬০ লাখ টাকা। এই পুজোর বাজেট থেকে স্পষ্ট, উদ্যোক্তারা চাইছেন এমন কিছু করতে যা বাস্তবিকই আলোড়ন ফেলে বাংলার দুর্গাপুজোয়। তবে একটা কথা তাঁরা বারংবারই বলেছেন, থিম রাম মন্দির হলেও রাজনীতিকে ধারে পাশেও ঘেঁষতে দিতে রাজি নন পুজো উদ্যোক্তারা। বরং তাঁদের বক্তব্য, দর্শকদের মন শিল্প ও থিমের মাধ্যমে জয় করা আর আনন্দ দেওয়াই তাঁদের পাখির চোখ।

এদিকে এই রাম মন্দিরের আদলে তৈরি হওয়া মণ্ডপ সম্পর্কে মণ্ডপ শিল্পী তপনকুমার পাত্র জানান, অযোধ্যার রাম মন্দির বিরাট জায়গা নিয়ে তৈরি। কিন্তু এতটা জায়গা তিনি পাননি। গোটা মণ্ডপেই থাকছে ফাইবারের কাজ। পরিবেশ বান্ধব এই মণ্ডপ তৈরি করতে ব্যবহার করা হচ্ছে বাঁশ, ফোম, ভেষজ রং,পাট। মণ্ডপের চারপাশে নজরে আসবে রামের মূর্তি। রাম মন্দিরের চারপাশে দেখা যাবে নারায়ণ, রাম-সীতা ও হনুমানের মূর্তিও। আর মন্দিরের ভিতরে অধিষ্ঠিত থাকবেন দেবী দুর্গা। আর এই মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সনাতনী রূপে মাতৃমূর্তি পূজিত হবেন পুজোর কয়েকটা দিন। এর পাশাপাশি এই মণ্ডপের চূড়ার সজ্জার দিকে দেওয়া হয়েছে বিশেষ নজর। প্রায় এক মাসের বেশি সময় ধরে এই মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে।' মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আলোকসজ্জাতেও থাকছে বিশেষ চমক। শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতি মুহূর্তে রং পরিবর্তন হবে মণ্ডপের। ঠিক যেমনটি দেখা গিয়েছিল সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজোয়। এর পাশাপাশি মণ্ডপের ভিতরে তৈরি করা হচ্ছে ২৫ ফুট বাই ২৫ ফুট-এর এক নজর কাড়া ঝাড়। পুজো মণ্ডপের পাশাপাশি এই ঝাড় লণ্ঠনও দর্শনার্থীদের আকর্ষণ ও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে বলেই দাবি করছেন শিল্পী তপন কুমার পাত্র। এই পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা নীলাদ্রি মণ্ডলের সংযোজন, ‘এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে সবথেকে চর্চিত মন্দির হল রাম মন্দির। গ্রামের বহু মানুষ আছেন যাঁরা রাম মন্দির দেখার স্বপ্ন দেখলেও, সেখানে পৌঁছতে পারবেন না। কারণ, সবথেকে বড় প্রতিবন্ধক দূরত্ব এবং বিপুল খরচ। তাঁদের কথা চিন্তা করেই আমরা এই থিম রেখেছি যাতে নিজের জেলাতেই তাঁরা অযোধ্যার বিখ্যাত রাম মন্দির দর্শন করতে পারেন।'

পুজোর কর্মকর্তারা এও জানান, হুগলির জিরাট সর্বজনীনের এই রাম মন্দির দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে তৃতীয়াতে। ফলে তৃতীয়ার আগেই যাতে পুজো মণ্ডপের কাজ শেষ হয় তার জন্য নাওয়া-খাওয়া ভুলে শেষ মহূর্তের কাজে চরম ব্যস্ত শিল্পীরা। কারণ, কোথাও একটা অলিখিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে ২০২৩-এর সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের সঙ্গে ২০২৪-এর হুগলির জিরাট সর্বজনীনের।